আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

কুকুর কমান্ডারকে নিয়ে বিপাকে বাইডেন-জিল, কামড়ে দিচ্ছে যাকে তাকে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ হোয়াইট হাউসে নতুন বিড়ম্বনায় পড়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সেখানে তার পোষা **(বাকি অংশ ১৩ পাতায়**

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ৪৩ || সোমবার || শ্রাবন ১৬ || ১৪৩০ || মুহররম ১৩ || ১৪৪৫ || Vol. 27 || Issue 43 || July 31 || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

মূল্যস্ফীতিতে স্বস্তি,অর্থনীতির 'সফ্টল্যান্ডিং'

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতিতে স্বস্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। জুনে এখানে বাজারদর বাড়ার হার আগের বছরের এই মাসের তুলনায় কম দেখা গেছে। শুক্রবার প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে গত দুই বছরে এই বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম। একই সঙ্গে গত কোয়ার্টার শ্রমের মজুরি বেড়েছে। ফলে সার্বিকভাবে মূল্যস্ফীতি বাড়ছে। ফেডারেল রিজার্ভও মূল্যস্ফীতিকে বসে আনতে সক্ষম হয়েছে, কোনো ধরনের অর্থনৈতিক মন্দা ছাড়াই। ফলে সার্বিকভাবে দেশের অর্থনীতির যে পরিস্থিতি দাঁড়ালো তাকে বিশেষকরা সফট ল্যান্ডিং বলেই আখ্যা দিয়েছেন। বাজারদরের ওপর যারা নজর রাখছেন তারা জানাচ্ছেন, এই জুনে দর বেড়েছে ৩% যা একবছর আগের তুলনায় কম। মে মাসে এই বৃদ্ধির হার ছিলো ৩.৮%। যদিও তা মূল্যস্ফীতিতে ফেডারেল টার্গেট ২% এখনো ছুঁতে পারেনি। মে ও জুন মাসে মাসভিত্তিক দ্রব্যমূল্য বেড়েছে ০.২% যা আগের মাস থেকে সামান্য অর্থাৎ ০.১% বেশি। গতমাসে মূল্যস্ফীতির এই কমে যাওয়ার প্রভাব পড়েছে গ্যাসের দামের ওপর। গ্যাসের দর কমেছে। একই সঙ্গে গ্রোসারির দাম বাড়ার হার কমিয়ে এনেছে। এছাড়া নতুন ও ব্যবহৃত গাড়ি, **(বাকি অংশ ১৩ পাতায়)**

নিউইয়র্কাররা বন্ধুভাবাপন্ন, অতিথিপরায়ণ!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ ভ্রমণপিয়াসীদের কাছে নিউইয়র্কাররাই সবচেয়ে প্রিয়। আর তাদের কাছে নিউইযর্কাররা সবচেয় বন্ধুবৎসল এবং ওয়েলকামিং। ৩০০০ হাজার ভ্রমণকারীকে জিজ্ঞাসা করে ১ থেকে ১০ এর মধ্যে র‍্যাংকিং করে দেখা গেছে নিউ ইয়র্ক সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। জরিপে সবগুলো স্টেটের চিত্র উঠে এসেছে। জরিপে গুরুত্ব পেয়েছে এখানে থাকার ব্যবস্থা, খাবারের ব্যবস্থা, সড়কের রুটগুলোর সৌন্দর্য, সড়ক ব্যবস্থাপনা। নিউইয়র্কের ভ্রমণকারীরা মনে করেন এখানে



ভ্রমণকালে স্থানীয়দের সাথে কোনো না কোনো ভাবে তাদের যোগাযোগ হয়ে যায়। মানুষের সাথে মানুষের একটি মিথক্রিয়া ঘটে। পথ জানতে চাইলে তারা বন্ধুসুলভ আচরনে বাতলে দেয়, হাসিমুখে স্বাগত জানায় এবং আনন্দ ভাগাভাগি করতে চায়। এছাড়াও স্থানীয়রা একটি সহায়তামূলক মনোভাব পোষণ করে। আর সে কারণে তারা **(বাকি অংশ ১৩ পাতায়)**

অ্যারিজোনায় দুর্বৃত্তের গুলিতে বাংলাদেশি ব্যবসায়ী নিহত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যে দুর্বৃত্তের গুলিতে মোহাম্মদ আবুল হাশিম (৪২) নামের এক বাংলাদেশি ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় রোববার সকালে অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যের ফিনিক্স শহরের পাশে কাসা গ্রান্দে এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আবুল হাশিম কুমিলার বুড়িচং উপজেলায় বাক-শিমুল ইউনিয়নের কালিকাপুর গ্রামের জুলফিকার আহমেদের ছেলে। **(বাকি অংশ ১৩ পাতায়)**



যুক্তরাষ্ট্রে নদীতে নিখোঁজ ঢাবি শিক্ষক অনিক পাল

১৮ দিনেও সন্ধান মেলেনি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা থেকে ১৮ দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন পারডু ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশি পিএচডি গবেষক অনিক পাল। গত ৩ জুলাই তিনি ইন্ডিয়ানায় নিজ বাসার কাছে জন টি মায়ার্স ব্রিজ থেকে লাফিয়ে ওয়াবাশি নদীতে পড়ার পর নিখোঁজ হন। পশ্চিম লাফায়েত পুলিশের বরাত দিয়ে 'দ্য লাফায়েত জার্নাল অ্যান্ড **(বাকি অংশ ১৩ পাতায়)**

বাসে ঘুমিয়ে কাটে রাত, অভিবাসীদের আশ্রয় দিতে পারছেনা নিউইয়র্ক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ অ্যাসাইলামপ্রার্থীদের চাপে জেরবার হয়ে আছে নি-উইয়র্ক। গেলো কয়েকদিনে এই চাপ অনেক বেড়েছে। তাদের না মিলছে আশ্রয়, না মিলছে খাদ্য। বাসে ঘুমিয়ে কাটাচ্ছেন এই মানুষগুলো। জুলিয়ান রেনডন নামের এক আশ্রয়প্রার্থী শনিবার রাত ১০টায় নিউইয়র্ক পৌঁছান। কলোম্বিয়া থেকে একটি বড় দলে অংশ হয়ে **(বাকি অংশ ১৩ পাতায়)**

জরুরি সতর্কবার্তা পাঠাতে হবে ২৫ ভাষায়

অ্যাটর্নি জেনারেল জোটের আবেদন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ মোবাইল ফোনে জরুরি বার্তায় ভাষাগত সুবিধা আরও বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছেন নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস। সোমবার তিনি বলেছেন এ সংক্রান্ত **(বাকি অংশ ১৩ পাতায়)**

www.banglapatrikausa.com

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারণে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372

WIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Assoricate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

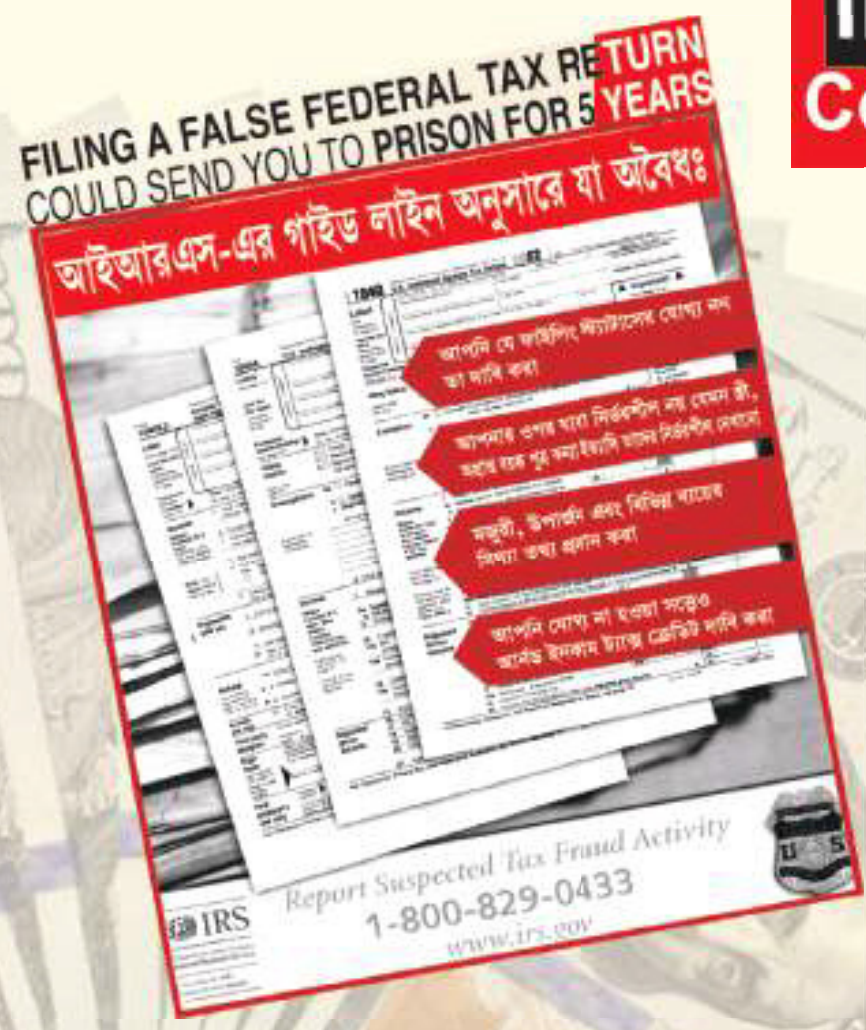
কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 INTUIT Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Steven M. Levy, CPA



আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা

নিউইয়র্ক রিডিস্ট্রিক্টিংয়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের রিপাবলিকানদের

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ আসন্ন নির্বাচন সামনে রেখে নিউ ইয়র্ককে রিডিস্ট্রিক্টিং করা হয়েছে। আর তার বিরুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে আপিল করেছে রিপাবলিকানদের একটি গ্রুপ। একটি আপিল আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই এই আবেদন। আপিল আদালতটি এ মাসের গোড়ার দিকে নিউ ইয়র্কের কংগ্রেসনাল নকশা পুনরায় আঁকার পক্ষে রায় দেয়। স্টেট রিডিস্ট্রিক্টিং কমিশন এই নকশা তৈরি করবে। আগামী সপ্তাহগুলো নিউইয়র্কের আদালতটি বড় ধরনের শো-ডাউনের কথাও ভাবছেন রিপাবলিকানরা। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভায় রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখা। বর্তমানে স্বল্প ব্যবধানের সুবিধা নিয়ে তারা প্রতিনিধি সভায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এর আগে জুলাইয়ে আপিল আদালত থেকে এই রিডিস্ট্রিংয়ের পক্ষে মত আসে এবং বলা হয় নিরপেক্ষ রিডিস্ট্রিক্টিং কমিশন এই কাজ চূড়ান্ত করবে।

MIJAN REAL ESTATE LTD.
Reg. No. C-187784
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড
রাজউক অনুমোদিত পূর্বাচল, উত্তরা এবং বসুন্ধরা,ধানমন্ডি, বনানী ও গুলশান সহ ঢাকায় জায়গা, বাড়ি, প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন। 917-631-5050
USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419
EXIT REALTY PRIME
ThInkIng of BUYING-
SELLING, INVEST, RENT
Houses, Co-op&Condo
Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
189-10 Hillside Ave, Suite E, NY 11423
Tel: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254
www.EXITprmeNY.com
Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO
917-631-5050
Email: RealtorMijan@gmail.com

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত
MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসটেন্ট
কার্ডিওলজী তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড কেলারে, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট
পডিয়াট্রি ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ
সাইকিয়াট্রিস্ট সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট
We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
৩০৯৯ বেলেব্রিজ এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com
৯৪৮৯ কাস্টেলহিল এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

আপনার বিল ট্র্যাক, ম্যানেজ করা ও বিল বুঝে নেওয়া সব কিছু এক জায়গায় করতে পারেন।
যে কোনও সময় লগ ইন করে:
মাস অনুযায়ী আপনার ব্যবহারে নজর রাখুন
আপনার বাসার এনার্জীর স্ন্যাপশট নিন
আমাদের হোম এনার্জী ক্যালকুলেটার ব্যবহার করুন
ভয়েস অ্যাসিস্টেন্স সক্রিয় করুন
যে কোনও সময় আমাদের সাথে চ্যাট করুন
ফ্লেক্সিবল পেমেন্টের জন্য সাইন আপ করুন
অ্যাপ খুলুন বা
conEd.com/PaymentOptions দেখুন
conEdison

চিত্রে বাংলাদেশ সোসাইটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. শাহানাজ লিপি ও ডা. জাহাঙ্গীর আলম দম্পতির পুত্র ডা. জুয়াহের সাকিফ আলম জিসান-এর ডক্টর অব মেডিসিন (এমডি) ডিগ্রি লাভ উপলক্ষ্যে আয়োজিত পার্টি । গত ২২ জুলাই শনিবার কুইন্সের আগ্রা প্যালেসে এই পার্টির আয়োজন করা হয়।














বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

মানবাধিকার নিয়ে ইইউর উদ্বেগ

আমলে নেওয়া উচিত

জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দেশের মানবাধিকার, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, নাগরিক সমাজসহ কয়েকটি বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মানবাধিকারবিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি ইমন গিলমোর । গত ২৪ জুলাই সোমবার ছয় দিনের সফরে ঢাকায় আসার পর থেকে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেছেন ।

বুধবার এসব বৈঠক প্রসঙ্গে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে ইমন গিলমোর বলেন, এটি স্বাধীন থাকা অত্যন্ত জরুরি, যাতে কোনো নাগরিক মানবাধিকার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হলে সেখানে যেতে পারেন । পাশাপাশি এমন কমিশন থাকা প্রয়োজন, যারা দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে সরকারকে অবহিত করতে পারবেন । তার এ বক্তব্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের গুরুত্ব উঠে এসেছে । শুধু নির্বাচনকেন্দ্রিক নয়, বাংলাদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের স্বার্থেও মানবাধিকারের প্রসঙ্গটি জড়িত । ইমন গিলমোর স্পষ্টই বলেছেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে বাংলাদেশ যে জিএসপি সুবিধা পায়, মানবাধিকারের বিষয়গুলো এ সম্পর্কের মূলে অবস্থান করে । কারণ সারা বিশ্বের বিনিয়োগকারীরা নিশ্চিত হতে চান, তারা এমন দেশে বিনিয়োগ করছেন যারা মানবাধিকারের জন্যও ভালো, নাগরিকদের জন্যও ভালো । আর নির্বাচনের বিষয়ে প্রাক ও পরবর্তী নির্বাচনি পরিবেশ, রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থা, রাজনৈতিক বিতর্কের অবস্থা, নির্বাচন প্রক্রিয়া ইত্যাদিও দেখা হয় বলে স্মরণ করিয়ে দেন তিনি । এটা ঠিক, দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে । এসব ঘটনায় বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা কিংবা বিচারহীনতার নজিরও আছে । তবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর একেবারেই বিচার হয় না, এক বাক্যে তা বলা যুক্তিযুক্ত হবে না । ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় সাধারণ মানুষ ও সাংবাদিক হয়রানিও ঘটেছে এবং ঘটছে । তবে এ আইনটি পাশের পর থেকেই গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন মহলে যে সমালোচনা ও প্রতিবাদ দেখা দেয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে তা সংশোধনের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে । ইউরোপসহ বিশ্বের অনেক দেশেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো বিধান থাকলেও তা যুগোপযোগী । আমাদের আইন-প্রণেতারাও আরও গবেষণা করে আইনটি সময়োপযোগী করতে পারেন । মনে রাখতে হবে, মানবাধিকারের মতো স্পর্শকাতর বিষয়টি বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি যেমন বাড়িয়ে তুলতে পারে, তেমনি নষ্টও করতে পারে । একইসঙ্গে দেশের অভ্যন্তরেও বিচার সংস্কৃতি নিরূপণের অন্যতম মাধ্যম এটি । ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশোধনের বিষয়টি তো আছেই, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো কোনো ঘটনা যাতে না ঘটে, সে ব্যাপারে সরকার সচেষ্ট থাকবে- এটাই প্রত্যাশ

কম্বোডিয়া ও বাংলাদেশের নির্বাচন

॥ শহীদুল্লাহ ফরায়জী ॥

কিংডম অফ কম্বোডিয়ায় নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে, আর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে নির্বাচন আসন্ন । দুই দেশের নির্বাচন প্রশ্নে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ।

সম্প্রতি কম্বোডিয়ার সাধারণ নির্বাচনে একতরফা ভাবে প্রধানমন্ত্রী হুন সেনের দল আবারও ভূমিধস বিজয় লাভ করেছে । শক্তিশালী বিরোধী দল ছাড়া, প্রতিযোগিতা ছাড়া, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া নির্বাচনটি সারা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিচ্ছে । প্রধানমন্ত্রীর দল কম্বোডিয়ান পিপলস পার্টি (সিপিপি) নির্বাচনী দৌড়ে একাই লড়েছে, একাই নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে । বিগত তিন দশক ধরে গণতন্ত্রকে সংকুচিত করে, প্রতিপক্ষকে নিপীড়ন-নির্যাতনের যাতাকলে পৃষ্ট করে প্রধানমন্ত্রী দৃশ্যতঃ বিরোধীদলকে প্রতিযোগিতার বাইরে ঠেলে দিয়েছেন । ফলে নির্বাচনে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করতে হয়নি । কম্বোডিয়ার এবারের সাধারণ নির্বাচনে মেরুদন্ডহীন, গণবিচ্ছিন্ন ১৭টি দল অংশগ্রহণ করে । যারা ২০১৮ সালের নির্বাচনে একটি আসনও পায়নি । সুতরাং প্রধানমন্ত্রী হুন সেনের দল জনগণের সম্মতি ও প্রতিযোগিতা বিহীন ভূমিধস বিজয়ের হাস্যকর সামর্থ্য অর্জন করে ।

হুন সেন ক্ষমতায় রয়েছেন ৩৮ বছর ধরে । প্রায় সারা বিশ্বই এই দীর্ঘদিনের ক্ষমতাকে ধোঁকাবাজির মডেল হিসেবে বিবেচনা করছে ।

দুই মাস আগে প্রধান বিরোধী দল ক্যান্ডেল লাইট পার্টিকে নিবন্ধন সংক্রান্ত কাগজপত্রের ঘাটতি দেখিয়ে, আইনের কৌশলে নিষিদ্ধ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য করে তোলে । অর্থাৎ ক্যান্ডেল লাইট পার্টির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে ।

গত বছর স্থানীয় নির্বাচনে যারা সরকারের প্রচন্ড ভয়-ভীতি প্রদর্শন, ভোট জালিয়াতি, হুমকি-ধামকি উপেক্ষা করেও ২২% ভোট পায় । তাদেরকেই নিষিদ্ধ ও অবৈধ ঘোষণা করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া কোনোক্রমেই গ্রহণীয় হতে পারে না ।

এশিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি 'গণতান্ত্রিক স্বৈরশাসক' হুন সেন ১৯৮৫ সাল থেকে ক্ষমতা ধরে রেখেছেন । ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদকে যেভাবে চিহ্নিত করা যায় এটাকেও 'নির্বাচিত স্বৈরাচার' হিসেবে চিহ্নিত করা যায় । ক্ষমতা ধরে রাখার এসব অগণতান্ত্রিক কৌশল কেবলই গণতন্ত্রের ধ্বংস ডেকে আনে । বিরোধী দলের উপর জেল, জুলুম, মামলা, কারণে-অকারণে গ্রেফতার ও কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োগ, সামরিক বাহিনী, পুলিশসহ রাষ্ট্রের প্রশাসনকে হাতের মুঠোয় রেখে হুন সেন অপকীর্তির উপর নির্ভর করে ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করছেন । এমনকি দেশের আদালতকেও ব্যবহার করছেন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে । এর ধারাবাহিকতায় এবারের নির্বাচনেও কম্বোডিয়ান পিপলস পার্টি ১২৫ আসনের পার্লামেন্টে জিতেছে ১২০ আসনে আর সরকারের পাতানো বিরোধী দল ফানসিনপেক পার্টি পেয়েছে পাঁচটি আসন ।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এ দেশটি টানা ৩৮ বছর নিয়ন্ত্রণ করছেন জনসংযোগ বিচ্ছিন্ন নির্বাচনী মডেলের স্বৈরশাসক প্রধানমন্ত্রী হুন সেন । কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রীর বয়স এখন ৭০ বছর । তাই তিনি ২০২১ সালেই ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে সর্বসম্মতভাবে ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর বড় ছেলে বর্তমান সেনাপ্রধান হুন মানেট-কে মনোনীত করেছেন । এতে রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নির্বাচনে জল্পনা-কল্পনার অবসান হয়েছে । ভাবী প্রধানমন্ত্রী হুন মানেটের বয়স এখন ৪৫ বছর । কর্তৃত্ববাদী শাসনের আদর্শই হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্রকে পদ্ধতিগতভাবে শাসকদের ইচ্ছা পূরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা ।

অতীতের একনায়কতান্ত্রিক শাসনের পথ অনুসরণ করে হুন সেন ক্ষমতার ব্যক্তিগতকরণ সম্পন্ন করেছেন । গত ৩৮ বছর ধরে পরিবার ও আত্মীয়দের রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োগ দান, নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, নিজস্ব বলয়ে আধা সামরিক বাহিনী গঠন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় একচেটিয়া কর্তৃত্ব-কম্বোডিয়ায় সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে । তাঁর দল ১৯৭৯ সাল থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এ দেশটি শাসন করছে । জনপ্রিয় বিরোধী দল- যারা সরকারের পতন ঘটাতে পারে তাদেরকে কাল্পনিক অভিযোগে নিষিদ্ধ করা, বল প্রয়োগে বিক্ষোভ দমন করা, নাগরিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার খর্বকরণ, সুশীল সমাজকে সীমিতকরণ এবং গণমাধ্যমকে কঠোর নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার পথ প্রশস্ত করাই আছে । হুন সেন ২৭ জুলাই বুধবার, জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে পদত্যাগ করেছেন ছেলের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ।

কিংডম অফ কম্বোডিয়ার সংবিধানের preamble বলা হয়েছে:

Having known a grand civilization of a prosperous, powerful, and glorious nation whose prestige radiates like a diamond, Having endured sufferings and destructions and having experienced a tragic decline in the course of the two decades, Having awakened, stood up with a resolute determination to strengthen the national unity, to preserve and defend Cambodia's territory and its precious sovereignty and the prestige of Angkor civilization, and to restore Cambodia into an "Island of Peace" based on a multi-party liberal democratic regime guaranteeing human rights and the respect of law, and responsible for the destiny of the nation always evolving toward progress, development, prosperity, and glory.

'অর্থাৎ একটি মহান সভ্যতার উত্তরাধিকার- সমৃদ্ধ,শক্তিশালী এবং গৌরবময় জাতির যার প্রতিপত্তি বিকিরণ করে একটি হীরার ন্যায় । দুর্ভোগ এবং ধ্বংস সহ্য করে এবং দুই দশক সময় ধরে মর্মান্তিক অবনতির পর কম্বোডিয়া জেগে ওঠে এবং জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে । কম্বোডিয়ার ভূখন্ড রক্ষা এবং সংরক্ষণ, এর মূল্যবান সার্বভৌমত্ব এবং আঙ্কর সভ্যতার মর্যাদা রক্ষা করা ও বহুদলীয় উদার গণতান্ত্রিক শাসনের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে কম্বোডিয়াকে একটি 'শান্তির দ্বীপে' পুনরুদ্ধার করা । মানবাধিকার, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, জাতির ভাগ্যের দায়িত্ব এবং উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও গৌরবের অগ্রযাত্রায় শামিল থাকা' ।

> নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে কম্বোডিয়াকে গণতন্ত্র হত্যার বৈধতা না দেয়ার বৈশ্বিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে । অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন না হলে বাংলাদেশকেও সে সংকট মোকাবিলা করতে হবে । সরকার দেশকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের গভীর খাদে নিয়ে যাবে অথচ নিজেকে সংকটের বিকল্পহীন 'পরিত্রাতা' হিসাবে হাজির করবে ।

কিন্তু কম্বোডিয়া আজকের বিশ্ব ব্যবস্থায় কর্তৃত্ববাদী আদর্শের এক মডেলে রূপান্তিত হয়েছে । প্রধানমন্ত্রী হুন সেন সর্বশেষ গ্রহসনমূলক ও জালিয়াতিপূর্ণ একটি সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করেছেন । ক্ষমতার এবং রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নির্বাচনের প্রশ্নে সিরিয়ার হাফিজ আল আসাদ, কঙ্গোর লরেন্ট কাবিলা এবং উত্তর কোরিয়ার কিম জং উনের মতো কম্বোডিয়ার হুন সেন একই পথ বেছে নিয়েছেন । এই রুদ্ধদ্বার গণতন্ত্র বা নির্বাচনী স্বৈরতন্ত্র অব্যাহত থাকায় বিশ্ব রাজনীতির চাপের মুখে পড়েছে দেশটি । জবাবদিহিহীন শাসন ব্যবস্থার ভয়াবহ ক্ষতি এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুণ্ঠনে কম্বোডিয়ার সংকটের গভীরতা ও ব্যাপ্তি এ পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয় ।

কম্বোডিয়ার নিরিখে গণতন্ত্রের সংকটের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একটি চালচিত্র বিশ্লেষণ করা যায় । আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের প্রকৃতি এবং মাত্রা বহুমুখী । বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত নির্বাচন আছে কিন্তু ভোটারদের ভোট দেয়ার অধিকার সংকুচিত করা হয়েছে, অধিকার সীমিত করা হয়েছে এবং সাংবিধানিকভাবে জবাবদিহি ব্যবস্থাকে দুর্বল করা হয়েছে ।

বর্তমান সরকারের পক্ষে প্রকৃত ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের আয়োজন করা সম্ভব হবে না । কারণ সরকার তার ধ্যান ধারণা, চেতনা থেকে 'গণতন্ত্র' ও 'নির্বাচন' বা 'ভোটাধিকার'কে গুটিয়ে ফেলেছে । একতরফা নির্বাচন বা নামমাত্র নির্বাচন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সাংবিধানিক চেতনা অপসারণ করে যে কোনো উপায়ে ক্ষমতাকে ধরে রাখা 'সরকারের নৈতিকতায়' অনুপ্রবেশ করে ফেলেছে । সুতরাং জনগণের অভিপ্রায়, রাস্তায় আন্দোলন, রক্তপাত, ভিসা নিষেধাজ্ঞা বা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা কোনটাই সরকারকে গণতান্ত্রিক হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগাতে পারবে না ।

ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য 'জনগণ' কোন গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর নয়- নির্বাহী বিভাগকেই সরকার ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে । সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রশ্নে সরকারের আন্তরিকতা এবং প্রতিশ্রুতির কোনো অভাব থাকবে না । অক্টোবরের ২৯ থেকে ২০২৪ সালের জানুয়ারীর ২৯ তারিখ পর্যন্ত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের বাধ্যবাধকতা । নির্বাহী বিভাগের নির্দেশে নির্বাচন কমিশন নভেম্বরেই নির্বাচনী সিডিউল ঘোষণা করবে । ডিসেম্বরে মনোনয়ন দাখিল, প্রত্যাহার, প্রতীক বরাদ্দ এবং জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে । এসবই নির্ধারিত ।

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে সরকারের হাতে অনেক খেলা । বিরোধী দল বিএনপির জনপ্রিয় নেতাদের বিরুদ্ধে আগুন সন্ত্রাসসহ পুরনো বা নতুন গায়েবী মামলা চালু করার একটি পদক্ষেপ নিলেই বিএনপিকে নির্বাচনের বাইরে রাখার সুযোগ সৃষ্টি হবে । নির্বাচনকালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের দাবি সরকার খারিজ করে দিলেই দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে বিএনপি, গণতন্ত্র মঞ্চসহ বিরোধী দলের অংশগ্রহণের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে পড়বে । সংবিধানের দোহাই দিয়ে ২০১৪ এবং ২০১৮-এর মতো ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত এবং স্বাধীনতা বিরোধী আখ্যায়িত করে নির্বাচনকে জয় লাভের উপায় হিসেবে সরকার ব্যবহার করবে । বিরোধীদলের চলমান আন্দোলনকে উপেক্ষা করে বাংলাদেশে আরেকটা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার অজুহাতে কম্বোডিয়ার মতো 'নামমাত্র' নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার সব প্রস্তুতি সরকার সম্পন্ন করে রেখেছে । এতে সমাজের বিভাজন আরও গভীর ও প্রসারিত হবে এবং স্থিতিশীলতায় বড় ধরনের হুমকি তৈরি করবে, এগুলো সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় নয় ।

ক্ষমতাসীন সরকার ক্ষমতা ধরে রাখার প্রশ্নে অগণিত অপকৌশলের প্রয়োগ করবে । তারা কোনোক্রমেই বিএনপি-সহ বিরোধী দলের রাজনীতি কম্বোডিয়ার মতো নিষিদ্ধ করবে না; পুরোপুরি নির্মূলও করবে না । নির্বাচন বর্জন বা প্রতিহত করার ঘোষণাকেও আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করবে না । সাংবিধানিকভাবে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করবে না । সকাল-বিকাল পত্রিকা বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার ডিক্লারেশন বাতিল করবে না । বিএনপি, গণতন্ত্র মঞ্চ, বামজোট এবং ইসলামী দলসমূহের নির্বাচন বর্জনের সুবাদে প্রতিযোগিতাহীন নির্বাচনে সরকারের জালিয়াতি করার প্রয়োজন পড়বে না । তারা প্রমাণ হিসেবে হাজির করবে- দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় । গণতন্ত্র যে মৃত্যুবরণ করে নাই তার জন্য সরকারী দল বড় বিজয় মিছিলের আয়োজন করবে । নির্বাহী বিভাগ সাংবিধানিক নির্দেশ মোতাবেক নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা করেছে বলে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল সংস্থা বা ব্যক্তিকে সংবিধানের রক্ষক ও সমর্থক হিসাবে 'রাষ্ট্রীয় সম্মাননা' দেবে । নির্বাচন কেন্দ্রিক জটিলতার সহজ সমাধান করে ফেলার জন্য সরকার পরম তৃপ্তির সাথে আত্মতুষ্টি প্রকাশ করবে এবং গণতন্ত্র হত্যা করে বিরোধী দলকে 'গণতন্ত্রের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করবে ।

নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে কম্বোডিয়াকে গণতন্ত্র হত্যার বৈধতা না দেয়ার বৈশ্বিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে । অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন না হলে বাংলাদেশকেও সে সংকট মোকাবিলা করতে হবে । সরকার দেশকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের গভীর খাদে নিয়ে যাবে অথচ নিজেকে সংকটের বিকল্পহীন 'পরিত্রাতা' হিসাবে হাজির করবে ।

দ্বাদশ সংসদের 'নামমাত্র' নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বড় বড় শক্তির আকাঙ্খার সাথে সংঘর্ষের কারণে-অভ্যন্তরীণ এবং ভূ-রাজনীতিতে দেশ চরম সংকটে পড়বে । অনেক কিছুই নির্ভর করছে চলমান আন্দোলন সংগ্রাম ও ভূরাজনীতির গতি প্রকৃতির উপর ।

লেখক: গীতিকবি
e-mail: faraizees@gmail.com

নামাজের সময়-সূচী

জুলাই/আগস্ট	৩১	১	২	৩	৪	৫	৬
ফজর	৪.২১	৪.২২	৪.২৪	৪.২৬	৪.২৭	৪.২৮	৪.৩০
সূর্যোদয়	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৫
জোহর	১.০৩	১.০৩	১.০৩	১.০৩	১.০২	১.০২	১.০২
আসর	৬.০৬	৬.০৫	৬.০৪	৬.০৪	৬.০৩	৬.০২	৬.০২
মাগরিব	৮.১৫	৮.১৪	৮.১২	৮.১১	৮.১০	৮.০৯	৮.০৮
এশা	৯.৪৫	৯.৪৪	৯.৪১	৯.৪০	৯.৩৮	৯.৩৭	৯.৩৫

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা । বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে । বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে । আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি । যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো ।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায় । আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে ।

- সম্পাদক ।

কেজরিওয়াল না মিললে হিরো আলমই মিলবে

॥ হেলাল মহিউদ্দীন ॥

'আম-মানুষ পরিবর্তন চায়, নতুন মুখপাত্র চায়। বাংলাদেশে কেজরিওয়াল পর্যায়ের অন্তত একজন উঠে আসুক। কেজরিওয়াল না মিললে হিরো আলমই মিলবে শেষতক।'

বহুদিন ধরে মনে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন দানা বাঁধছিল। সেগুলোর মধ্য থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি জিজ্ঞাসা ছিল–এক, আমাদের দেশে একজনও কেজরিওয়াল জন্মায় না কেন? দুই, শুধু একটি বিষয়–'দুর্নীতিবিরোধিতা' দিয়েও তাহলে রাজনৈতিক নেতৃত্বের মূল পাদপ্রদীপের আলোয় আলোকিত হওয়া সম্ভব? তিন, জনগণ আসলে কী চায়? রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং ক্ষমতার পালাবদল, নাকি রাজনৈতিক সংস্কার? চার, কেজরিওয়ালের উত্থানের পেছনের মানুষগুলো কারা?

অর্থাৎ কারা তার পেছনে জড়ো হয়েছিল? জড়ো হওয়া মানুষদের সবাই কি তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' ছিল? অর্থাৎ তারা কি মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর কোনটিরই সমর্থক ছিল না? অবস্থা কি এমনটাই ছিল তাদের সমর্থন কংগ্রেসের জন্যও ছিল না, বিজেপির জন্যও না, সমাজতন্ত্রী দলগুলোর জন্যও না, স্থানীয়-আঞ্চলিক-জাতিগোষ্ঠীগত বা পেশাগোষ্ঠী কোনোটির জন্যও না? পাঁচ, উত্তর প্রদেশের জনগণ কি দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ অপেক্ষার পর অপেক্ষায় ছিল একজন কেজরি-ওয়াল আসবে; তারা তার পেছনে জড়ো হবে; তারপর দিন বদলাবে?

শেষের প্রশ্নটি ধরে উত্তর খুঁজতে নেমে বিষয়গুলো পরিষ্কার হতে শুরু করে একসময়। প্রথম অভিজ্ঞান–জনগণ কোনো ত্রাতার আগমনের অপেক্ষায় বসে থাকে না। দেশের সমস্যা জনগণের চৈত্র মাসি সমস্যা নয়। শুধুই মেঘের অপেক্ষা নয়। জনগণ কষ্টকর সময় গুনছে, সময়টি পেরোলেই শান্তি–এ রকম সাময়িক ঋতুকাল নয়। বরং রোগগ্রস্ত স্বদেশের পুরো বছরটিই চৈত্র মাস, দশকটিই চৈত্র মাস, যুগ যুগ চৈত্র মাস।

একজন পথপ্রদর্শক বা নেতা এসে আশার বাণী শোনাবেন, সাহস জোগাবেন–এ রকম দিবাস্বপ্ন দেখে অপেক্ষায় নামার সময় মানুষের হাতে থাকে না। ঘটন-াপরম্পরায়, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ভুক্তভোগী মানুষদের মধ্য হতে দু-একজন ছিটকে বেরিয়ে আসেন। এই দুই-একজন পেরেক-দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার যন্ত্রণা আর সইতে পারেন না বলেই সশব্দ চিৎকারে জানান দেন–আর মেনে নেওয়া নয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমজনতা কখন সেই সশব্দ চিৎকারকারীর পেছনে জড়ো হন? কেন শতকণ্ঠ হন? উত্তর–তখনই যখন তাঁরা নিশ্চিত হন সশব্দ চিৎকারটি যথার্থ আওয়াজ। দরকারি ও সময়ানুগ। বুলন্দ। পরিবর্তনের কথা বলছেন। দীর্ঘসূত্রী ও টেকসই পরিবর্তন চাইছেন। ক্ষমতার হাতবদল-পালাবদল, একদলের হাত হতে অন্য দলের হাতে গেলেই সমাধান–এ রকম ভাবছেন না।

সবচেয়ে বড় কথা তাঁরা নিশ্চিত সশব্দ আওয়াজকারী সৎ, নির্ভরযোগ্য, নিঃস্বার্থ। চিৎকারের পেছনে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। জনমন পাঠ করতে পেরেছেন। সবার প্রাণের চাওয়াটিকে তুলে এনেছেন। যেমন 'দুর্নীতি'। এ এক ক্যানসার। ভারতের গায়ে-গিঁটে-তলপেটে-হৃদ্[]যন্ত্রে অজস্র রোগ। অপরিসীম ব্যথা। অসংখ্য কলঙ্কের দাগ। বর্ণাশ্রম, উগ্র হিন্দুত্ববাদ, সাম্প্রদায়িকতা, আদিবাসী ও জাতিগোষ্ঠীগত বিভাজন–কী নেই অসুখের তালিকায়। কেজরিওয়াল সব রোগ সারানোর দাবি তোলেননি। ভেবেচিন্তে বেছে বেছে সবচেয়ে আগ্রাসী–ক্যানসারের মতো ভারত দেহের পরতে পরতে ছড়িয়ে পড়া রোগটিকে ধরে নিরাময়ের দাবি তুললেন।

দুর্নীতির একই ক্যানসার বাংলাদেশ-দেহের কোষে-কোষেও ছড়িয়েছে। কিন্তু এখানে একজন কেজরিওয়ালের উত্থান হয়নি। কারণ, সংস্কারকদের উত্থানের মূল শর্ত 'আইনের শাসন'। বাংলাদেশে বিচারিক স্বাধীনতা ধ্বংসপ্রায়। কেজরিওয়ালের উত্থানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অসামান্য ভূমিকা রেখেছে। ভারতের প্রতিষ্ঠানটি এখনো রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত। বাংলাদেশে উল্টো। কেজরিওয়ালের দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান-অনশনকালে এবং আগে-পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সব বাধা, পুলিশি ব্যবস্থা মামলা-হামলা, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, চোখরাঙানি প্রায় সবকিছুই আদালত অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করেন। বর্তমানের কথাই ধরা যাক।



উত্তর প্রদেশে তো বটেই, দেশজুড়ে কেজরিওয়ালের আম-আদমি পার্টির বাড়ন্ত জনপ্রিয়তা ঠেকাতে এমন কোনো চেষ্টা নেই, মোদি সরকার করছে না। কেন্দ্র একটি অধ্যাদেশ করেছে। অধ্যাদেশে দিল্লি মনোনীত অনির্বাচিত উপরাজ্যপালকে দিল্লির প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অধ্যাদেশ মোতাবেক জনপ্রশাসনের নিয়োগ-বদলির দায়িত্ব উপরাজ্যপালের। কেজরিওয়াল আদালতে গেলেন। এ বছরের ১১ মে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ সর্বসম্মতভাবে রায় দিলেন এই অধিকারটি শুধুই রাজ্য সরকারের।

উপরাজ্যপালকে রায়টি মানতে হবে। কেন্দ্র শুধুই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও জমিজমা-সম্পর্কিত বিষয়-আশয় দেখবে।

তবু মোদি সরকার সুপ্রিম কোর্টের রায়কে পাশ কাটিয়ে অধ্যাদেশটিকে আইনে পরিণত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। কেজরিওয়ালও তার সব ক্ষমতা নিয়েই লড়ছেন। বিজেপির মতো কংগ্রেসও আম-আদমি পার্টির (আআপ) উত্থানকে নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর উত্থান বিবেচনায় শঙ্কিত। তবু আদর্শিক কারণে কংগ্রেস কেজরিওয়ালের পক্ষ নিয়েছে। এবারও সুপ্রিম কোর্ট অধ্যাদেশটিকে আইনে পরিণত করতে বিজেপি সরকারের চেষ্টাকে ঠেকিয়ে দিতে পারে। বাংলাদেশে বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও রাজনীতিমুক্ত রাখা গেলে এখানেও কেজরিওয়ালদের উত্থান অসম্ভব নয়।

বোঝা দরকার হিরো আলম কেন জনপ্রিয় হন। কারণ যথেষ্টই রয়েছে। অন্ত্যজ আমজনতা তাঁকে 'নিজেদের লোক' ভাবছে–শুধু এ কারণে অবশ্যই নয়। বরং সমর্থন ও ভালোবাসা তাঁর প্রাপ্য বলেই আমজনতা ভালোবাসছে। জনমানসে হিরো আলমের পর্যায়ের সততা, সত্যবাদিতা, অকৃত্রিমতা, সারল্য এবং সাহসী ও অকপট উচ্চারণ করতে পারার গুণ জাতীয় পর্যায়ের কয়েকজন রাজনীতিক বা বিজ্ঞজনের রয়েছে? আমজনতা জনতার মুখপাত্রদের মধ্যে এসব গুণ দেখতে চায়।

কেজরিওয়ালের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে শামিল হওয়া মানুষগুলো আসমান থেকে নেমে আসেননি। তাঁরা হয় কংগ্রেসের, নয় বিজেপির, নয় সমাজতন্ত্রী দলগুলোর অথবা আন্তরাষ্ট্রীয় জোট-মোর্চাগুলোর কোনো না কোনোটিকে সমর্থন করতেন বা ভোট দিতেন। তাঁরা জড়ো হলেন কারণ ক্যানসার সারানো সংস্কারই বেশি দরকার। ক্ষমতার বা দলের হাতবদলে আমজনতার উপকার সামান্যই। বাংলাদেশ কেন, কোনো দেশই এর ব্যতিক্রম নয়। সংস্কার এগিয়ে নেওয়ার জন্য রাজনৈতিক ভিত্তি দরকার। যেভাবে আম-আদমি পার্টির জন্ম।

বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি দুটি ভুঁইফোড় রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন পাওয়ার যোগ্য বিবেচনা করেছে। (কোনো সংস্কার কর্মসূচি নিয়ে দলের লোকগুলোর একজনকেও কোনো দিন মাঠে-ময়দানে কেউ দেখেছে কি? দল দুটির নাম, নেতা, কর্মী উদ্দেশ্য-বিধেয় কেউ কস্মিনকালেও শুনেছে কি? দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের মুখ দিয়ে একটি শব্দও বেরিয়েছে কি? বলা-কওয়া নেই, দল জন্ম নিয়ে আঁতুড়ঘর হতেই নির্বাচনী হাঁক হাঁকছে। যেন একটি শিশু নাড়ি কাটার আগেই দাবি করে বসছে সে বাবা হতে চলেছে।)

এদিকে সংস্কারহীন ফাঁপা শূন্যতার কালে হিরো আলম আলোচিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দৃষ্টিভঙ্গি, দূরদৃষ্টি বা সংস্কারমুখী সমাজভাবনা আদতেই কিছু নেই। সমাজের কোনো একটি ক্যানসারকে (যেমন দুর্নীতি) ঠেকানোর আন্দোলন দূরে থাকুক, বোঝার সক্ষমতাও হয়তো তাঁর নেই। তিনিও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বা সমাজ-সংস্কারের পক্ষে কখনো কিছু বলেননি। কখনো বলবেন মনেও হয় না। নিজেও কখনোই হয়তো ভাবেননি ভাগ্য তাঁকে এত দূর নিয়ে আসবে। জাতিসংঘেও তার নাম উচ্চারিত হবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের হাসি-ঠাট্টা-ট্রল, মাস্তি-মশকারার মাধ্যমে হিরো আলমের পরিচিতি বেড়েছে। অনেকটা না চাইতেই বৃষ্টির মতো। দু-এক বছরের মধ্যেই হয়তো তিনি অপ্রাসঙ্গিক ও অনালোচিত হয়ে পড়বেন। কেজরিওয়ালের সঙ্গে তাঁর তুলনা কোনোভাবেই চলে না। তুলনা এই আলোচনার উদ্দেশ্যও নয়। বরং উদ্দেশ্য এই সত্যটির দিকে নজর ফেরানো যে কেজরি-ওয়ালের মতো সচেতন সংস্কারকের উত্থান দরকার। তা না হলে শূন্যস্থানে হিরো আলমের মতো অনুপযুক্ত ও সংকল্প-সম্ভাবনাহীন কোনো না কোনো চরিত্রের উত্থান ঘটবে।

বোঝা দরকার হিরো আলম কেন জনপ্রিয় হন। কারণ যথেষ্টই রয়েছে। অন্ত্যজ আমজনতা তাঁকে 'নিজেদের লোক' ভাবছে–শুধু এ কারণে অবশ্যই নয়। বরং সমর্থন ও ভালোবাসা তাঁর প্রাপ্য বলেই আমজনতা ভালোবাসছে। জনমানসে হিরো আলমের পর্যায়ের সততা, সত্যবাদিতা, অকৃত্রিমতা, সারল্য এবং সাহসী ও অকপট উচ্চারণ করতে পারার গুণ জাতীয় পর্যায়ের কয়েকজন রাজনীতিক বা বিজ্ঞজনের রয়েছে? আমজনতা জনতার মুখপাত্রদের মধ্যে এসব গুণ দেখতে চায়। কেজরিওয়ালের মতো শিক্ষাদীক্ষা, অনুধাবন, বোধবুদ্ধি বা সংকল্প হিরো আলমের নেই। বাকি আধাআধি অন্যান্য গুণ রয়েছেই। তাই 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা' হিসেবেই পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে এসেছেন হিরো আলম।

আম-মানুষ পরিবর্তন চায়, নতুন মুখপাত্র চায়। সমাজে ক্যানসারের মতো বাসা বাঁধা রোগ নিরাময়ে উচ্চকণ্ঠ পথ দেখানেওয়ালা চায়। বাংলাদেশে কেজরিওয়াল পর্যায়ের অন্তত একজন উঠে আসুক। কেজরিওয়াল না মিললে হিরো আলমই মিলবে শেষতক। ফলাফল হবে পর্বতের মূষিক প্রসব।

হেলাল মহিউদ্দীন অধ্যাপক, সেন্টার ফর পিস স্টাডিজ, পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড সোশিওলজি; নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।



জগৎশেঠের আমলনামা

॥ গোলাম মাওলা রনি ॥

বাংলাভাষায় জগৎশেঠের মতো কুৎসিত গালি খুব কমই আছে। অসভ্য ও অশিক্ষিতজনদের মধ্যে জন্তু-জানোয়ারের নাম করে কেউ গালি দিলে যেভাবে ভুক্তভোগীদের আঁতে ঘা লাগে তার চেয়েও বেশি আঘাত হানে যখন শিক্ষিত সমাজের কাউকে মীরজাফর কিংবা জগৎশেঠ বলে গালি দেয়া হয়। দেশের বাজারে এখন গালাগালির আগুন ঝরছে। মানুষ তার দৈনন্দিন দুর্ভোগ, দুর্দশা, অভাব-অভিযোগ-চাহিদা কিংবা প্রয়োজন অথবা আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিকার না পেয়ে সমানে খিস্তিখেউড় অথবা গালাগাল দিয়ে যাচ্ছেন এবং যার যার অবস্থান শিক্ষা-দীক্ষা এবং পরিবেশ প্রতিবেশ অনুযায়ী জন্তু-জানোয়ার কিংবা মীরজাফর-জগৎশেঠের নাম উল্লেখ করে পথে-মাঠে-হাটে-বাজারে, অফিস-আদালতে কিংবা জুয়ার কোর্টে অথবা আরো পাপ-পঙ্কিল স্থানগুলোতে হরহামেশা গালাগাল দিয়ে যাচ্ছেন!

মানুষ কেন গালি দেয়- কখন গালি দেয় এবং গালাগালের বাহারি রসায়নে ত্রিভুবনে অর্থাৎ স্থলভূমিতে মাটির নিচে অথবা আকাশে কি সব ঘটনা ঘটে তা নিয়ে রসঘন একটি আলোচনা হতে পারে। কিন্তু আজকের নিবন্ধে ওসব নিয়ে কিছু বলব না। আজ শুধু জগৎশেঠ নিয়ে কিছু কথা বলব। আলোচনার শুরুতে বলে নেয়া ভালো যে জগৎশেঠ নামটি মূলত একটি উপাধি যা কি না দেয়া হয়েছিল মানিক চাঁদ নামে জনৈক ব্যক্তিকে। লোকটির বাড়ি ছিল ভারতের রাজস্থানে এবং তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্য করতেন তৎকালীন জমানার ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে এমন সব এশীয় ও ইউরোপীয় দেশগুলোর সাথে।

মানিক চাঁদের মূল ব্যবসায় ছিল ব্যাংকিং এবং ভারতবর্ষ তো বটেই সম্ভবত দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন মানিক চাঁদ। বাংলার তৎকালীন রাজধানী মুর্শিদাবাদে তার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সদর দফতর ছিল এবং সেখানে তার যে প্রাসাদ ছিল যা হাউজ অব জগৎশেঠ নামে মশহুর ছিল তার প্রভাব ও গুরুত্ব তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজা এবং সম্রাটদের প্রাসাদের তুলনায় বেশি ছিল। মানিক চাঁদ এবং তার পরিবারের সদস্যরা মিলে এমন এক অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন যার সাথে বর্তমান জমানার কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক গোষ্ঠী অথবা সিন্ডিকেটের তুলনা চলে না। হাল আমলের রাজনীতি এবং রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে দেশ-বিদেশে যেসব জগৎশেঠ পয়দা হয়েছে সেসব জগৎশেঠের আদি ও আসল পিতা মানিক চাঁদ যে কত বড় জগৎশেঠ ছিলেন তার কিছু নমুনা পেশ করলেই সম্মানিত পাঠক প্রকৃত ঘটনা অনুধাবন করতে পারবেন।

আলোচনার শুরুতেই বলেছি, জগৎশেঠ কোনো নাম নয় অর্থাৎ ইংরেজিতে নাউন (ঘড়ঁহ) বলতে যা বোঝায় তা নয়। এটি একটি উপাধি অর্থাৎ বিশেষণ। আমরা কমবেশি সবাই জানি যে, নামের আগে দোষ-গুণ ইত্যাদি বোঝাতে যে উপাধি ব্যবহার করা হয় তাই বিশেষণ। জগৎশেঠ বিশেষণটি এখন দোষবাচক উপাধি। কিন্তু আদতে অর্থাৎ আদিকালে এটি ছিল গুণবাচক। মুঘল সম্রাট ফররুখ শিয়ার মানিক চাঁদকে যখন জগৎশেঠ উপাধি দিয়েছিলেন তখন পুরো ভারতবর্ষে হই চই পড়ে গিয়েছিল। এ



বাংলাভাষায় জগৎশেঠের মতো কুৎসিত গালি খুব কমই আছে। অসভ্য ও অশিক্ষিতজনদের মধ্যে জন্তু-জানোয়ারের নাম করে কেউ গালি দিলে যেভাবে ভুক্তভোগীদের আঁতে ঘা লাগে তার চেয়েও বেশি আঘাত হানে যখন শিক্ষিত সমাজের কাউকে মীরজাফর কিংবা জগৎশেঠ বলে গালি দেয়া হয়। দেশের বাজারে এখন গালাগালির আগুন ঝরছে। মানুষ তার দৈনন্দিন দুর্ভোগ, দুর্দশা, অভাব-অভিযোগ-চাহিদা কিংবা প্রয়োজন অথবা আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিকার না পেয়ে সমানে খিস্তিখেউড় অথবা গালাগাল দিয়ে যাচ্ছেন এবং যার যার অবস্থান শিক্ষা-দীক্ষা এবং পরিবেশ প্রতিবেশ অনুযায়ী জন্তু-জানোয়ার কিংবা মীরজাফর-জগৎশেঠের নাম উল্লেখ করে পথে-মাঠে-হাটে-বাজারে, অফিস-আদালতে কিংবা জুয়ার কোর্টে অথবা আরো পাপ-পঙ্কিল স্থানগুলোতে হরহামেশা গালাগাল দিয়ে যাচ্ছেন!

ব্যাপারে বিস্তারিত বলার আগে মানিক চাঁদের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও জগৎশেঠের আভিধানিক অর্থ নিয়ে দু'-চারটি কথা বলা অবশ্যক।

জগৎশেঠের দুটো অর্থ ইংরেজিতে পাওয়া যায়। ইধহশবৎ ড়ভ ঃযব ড়িৎষফ এবং গবৎপযধহঃ ড়ভ ঃযব ড়িৎষফ অর্থাৎ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী অথবা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাংকার। ১৭৫০ সালের পৃথিবীতে জগৎশেঠ অর্থাৎ মানিক চাঁদের চেয়ে বড় ব্যবসায়ী দুনিয়ার কোথাও ছিল না- এমনকি কোনো রাজকোষেও তার মূলধনের সমপরিমাণ অর্থ ছিল না। ব্যাংকিং, হুন্ডি, মুদ্রা বিনিময়, সুদের ব্যবসায়, রাজনীতি-যুদ্ধ ইত্যাদিতে বিনিয়োগ ছাড়াও বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ-সম্রাটদের দীর্ঘমেয়াদে ঋণ দেয়ার যে ব্যবস্থা তিনি গড়ে তুলেছিলেন তার সাথে তুলনীয় কোনো বিধিব্যবস্থা তার পরে পৃথিবীতে আর দেখা যায়নি। পুরো ভারতবর্ষ-ইউরোপ-আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া-চীন-মধ্যপ্রাচ্যসহ সিল্করুট কেন্দ্রিক ব্যবসায়-বাণিজ্যে জগৎশেঠের পরিবারের আধিপত্য ছিল একচেটিয়া।

মানিক চাঁদ ওরফে জগৎশেঠের বিনিয়োগে মুঘল প্রাসাদে যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে তাতে সম্রাট হিসেবে শাহজাদা ফররুখ শিয়ার সিংহাসন লাভ করেন এবং ক্ষমতায় বসেই তিনি তার অর্থদাতা মানিক চাঁদকে জগৎশেঠ উপাধিতে ভূষিত করেন। সম্রাট ফররুখ শিয়ারের জমানায় জগৎশেঠ অতিমাত্রায় রাজনৈতিক ক্ষমতার মালিক হয়ে পড়েন এবং রাষ্ট্রক্ষমতার আনুকূল্যে তার ব্যবসায়-বাণিজ্য ফুলে ফেঁপে রীতিমতো গগনচুম্বী হয়ে ওঠে। সম্রাট ফররুখ শিয়ারের পূর্ববর্তী মুঘল শাসকরা জগৎশেঠের কাছ থেকে নিয়মিত অর্থ ধার নিতেন আর বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসক হিসেবে নবাব মুর্শিদকুলি খান, সরফরাজ খান, আলিবর্দী খান- সবাই জগৎশেঠের সাহায্য নিয়ে রাজকোষ চালাতেন। তার মাধ্যমে খাজনা বিনিময়-সৈন্য সামন্ত-রাজ কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও মুঘল দরবারে খাজনার অংশ পাঠানোর কাজ করতেন। ভারতবর্ষের রাজা-বাদশাহ আমির-ওমরাহ ও ব্যবসায়ী ছাড়াও বিদেশী কোম্পানিগুলো জগৎশেঠের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ঋণ গ্রহণ করত। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছাড়াও ফরাসি, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আর্থিক সঙ্কটে ও ব্যাংকিং লেনদেনে জগৎশেঠ ছিলেন প্রধানতম ভরসা।

উল্লিখিত জগৎশেঠের যে উত্থান রাজনীতি ও রাষ্ট্রক্ষমতার মাধ্যমে হয়েছিল তা আবার বিপর্যয় ও পতনের মুখে পড়ে রাজনীতির কারণে। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা, একের পর এক প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র ও ঘনঘন ক্ষমতার পরিবর্তনের কারণে জগৎশেঠ দিল্লির শাহী প্রাসাদ রাজকোষ এবং তৎসংলগ্ন ব্যবসায়-বাণিজ্য থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করে বাংলায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেন এবং ভারতে ব্যবসারত বিদেশী কোম্পানি বিশেষত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করেন।

জগৎশেঠ পরিবারের ব্যবসায়-বাণিজ্য রাজনৈতিক প্রভাব ও কর্তৃত্ব সব কিছুই ঠিক ছিল। কিন্তু বাংলার সিংহাসনে তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার যখন অভিষেক হলো, তখন তিনি হঠাৎ এক আর্থিক বিপত্তির মধ্যে পড়ে গেলেন। নতুন নবাব জগৎশেঠের কাছে তৎকালীন জমানার তিন কোটি মুদ্রা অনুদান হিসেবে চেয়ে বসলেন। জগৎশেঠ নতুন নবাবকে ঋণের পরিবর্তে অনুদান দিতে অস্বীকার করলেন। নবাব ও জগৎশেঠের বিরোধ বারুদের মতো ছড়িয়ে পড়ল। জগৎশেঠ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য পরে যে নোংরামি করেছেন এবং যেভাবে নবাব মীর কাসিমের হাতে তার নির্মম মৃত্যু ঘটেছে তার দ্বিতীয় নজির পৃথিবীতে নেই।

আমরা আজকের আলোচনার একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। জগৎশেঠের উল্লিখিত আমলনামার সাথে জগৎশেঠ নামের যে ঘৃণিত গালি তার কারণ বর্ণনা না করলে আজকের নিবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কোনো ব্যবসায়ী যখন টাকা উপার্জনের ক্ষেত্রে নীতি-নৈতিকতা অনুসরণ করেন না তখন তাকে জগৎশেঠের সাথে তুলনা করা হয়। আবার কোনো ব্যবসায়ী যখন কেবল টাকা উপার্জনের জন্য রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন এবং নিজের অবৈধ অর্থ দিয়ে অবৈধ শাসক তৈরি ও অবৈধ শাসন প্রলম্বিত করার জন্য রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থা তছনছ করতে থাকেন তখন তার জন্য জগৎশেঠ গালিটি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কোনো বৈধ শাসকের পতন অবৈধ শাসকের পদলেহন ও রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করে রাজনীতির ধ্বংস সাধনের জন্য যখন ব্যবসায়ীরা হর্তাকর্তা, ত্রাণকর্তা, সর্বেসর্বায় পরিণত হন তখন তাদের জন্য জগৎশেঠ গালিটি তাদের গলার মালায় পরিণত হয় ও নিয়তির টানে তারা নবাব মীর কাসিমের কবলে পড়েন এবং ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত বিখ্যাত মুঙ্গের দুর্গের চূড়ায় উঠিয়ে তাদেরকে নদীতে নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

লেখক : সাবেক সংসদ সদস্য

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
মাত্র ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের ভিসা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

জামায়াত নেতার বাড়িতে ডেপুটি স্পিকারের মধ্যাহ্নভোজ কী বার্তা দেয়?

॥ সোহরাব হাসান ॥



সভা সমাবেশ কিংবা সেমিনার-টকশোতে আওয়ামী লীগ নেতারা সুযোগ পেলেই বিএনপিকে এই বলে আক্রমণ করেন যে, তারাই স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামীকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁদের এই দাবি অমূলক নয়। আওয়ামী লীগও রাজনৈতিক স্বার্থে তাদের সঙ্গে নিয়ে চলার দৃষ্টান্ত আছে। আওয়ামী লীগের সমালোচনার ভয়ে বিএনপি গত বছরের ২০ দলীয় জোট ভেঙে দেয়। জামায়াতে ইসলামী দলটি এখন জোটহীন। তারা ১০ বছর প্রকাশ্যে কোনো সভা করতে পারেনি। ২০১৩ সালে যুদ্ধাপরাধী আবদুল কাদের মোল্লার বিচারের আগে জামায়াত শেষ সমাবেশ করেছিল মতিঝিলে শাপলা চত্বরে। এরপর গত জুনে সমাবেশ করার অনুমতি পায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে। যদিও তাদের সমাবেশ বিস্তৃত হয় মৎস্য ভবন পর্যন্ত। পুলিশ বাধা দেয়নি। আগামী ১ আগস্ট তারা বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে আবার সমাবেশের অনুমতি চেয়েছে। সরকার কী করবে, জানি না।

১০ বছর পর জামায়াতকে সভাসমাবেশ করার অনুমতি নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা গুঞ্জন আছে।

অনেকে মনে করেন, নতুন আমেরিকান ভিসা নীতির কারণে সরকার জামায়াতকে সমাবেশ করার অনুমতি দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রাক্-পর্যবেক্ষক দল ঢাকায় এসে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামী নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক করেছে।

কিন্তু আমেরিকান ভিসা নীতিই কি জামায়াতের সমাবেশ করার অনুমতি পাওয়ার একমাত্র কারণ? একাধিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলেছেন, জামায়াতকে সমাবেশ করতে দেওয়া পেছনে সরকারের রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশও আছে। আগামী নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি মুখোমুখি অবস্থানে। আওয়ামী লীগ বলেছে, বর্তমান সরকারের অধীনেই নির্বাচন। বিএনপি বলেছে, শেখ হাসিনার অধীন কোনো নির্বাচন নয়। নির্দলীয় সরকারের অধীনেই নির্বাচন করতে হবে।

বিএনপি যদি আওয়ামী লীগ সরকারের অধীন নির্বাচনে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে, তাহলে কীভাবে ভোট হবে? নির্বাচনকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য করতে ১৪দলের বাইরেও দুই চারটি দলের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। মহাজোটের শরিক জাতীয় পার্টি দোনোমোনো অবস্থায় আছে।

প্রশ্ন হলো, বিএনপির সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে জামায়াত নির্বাচন করবে কি না। অতীতে করেছে। এরশাদের আমলে ১৯৮৬ সালের নির্বাচন বিএনপি বর্জন করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ-জামায়াতসহ অনেক দল অংশ নেয়। ১৯৯১ সালে জামায়াতের সমর্থন নিয়ে খালেদা জিয়া সরকার গঠন করে বলে আওয়ামী লীগ বিএনপির কঠোর সমালোচনা করে। কিন্তু ১৯৯৪-৯৬ সালে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যে আন্দোলন হয়, তার অন্যতম সহ-যাত্রী ছিল জামায়াত।

পরবর্তীকালে দলটি বিএনপির সঙ্গে জোট করে ক্ষমতার অংশীদার হয়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে যুদ্ধাপরাধের দায়ে জামায়াতের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে ফাঁসি দেয়। ফলে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের মধ্যে স্থায়ী বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু রাজনীতিতে শেষ কথা নেই–এ কথাটি আমাদের রাজনীতিতে বহুবার বহুভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এখন যেসব দল আওয়ামী লীগের জোটসঙ্গী, তাদের কেউ কেউ আওয়ামী লীগেরই বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। আবার এখন বিএনপির সঙ্গে যেসব দল আন্দোলন করছে, তাদের কোনো কোনো নেতা আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী ও দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন।

এই প্রেক্ষাপটে বিচার করলে গত ২৬ জুলাই বুধবার পাবনার ঈশ্বরদীতে পৌরসভা জামায়াতের আমিরের বাড়িতে সদলবলে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকারের আতিথ্য গ্রহণ নিছক কাকালীয় ঘটনা নয়। এর রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে।

এত সংসদ সদস্য নিয়ে জামায়াত নেতার বাড়িতে ডেপুটি স্পিকারের মধ্যাহ্নভোজ ও বিশ্রাম নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। ঈশ্বরদী পৌর যুবলীগের সভাপতি মো. আলাউদ্দিন বলেন, 'সরকারদলীয় এমপিদের আর খাওয়ার জায়গা ছিল না! জামায়াত নেতার বাড়িতে খেতে হলো! বিষয়টি লজ্জাজনক।'

প্রথম আলোর খবরে বলা হয়, জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ও পাবনা-১ আসনের সংসদ সদস্য শামসুল হক বুধবার ঈশ্বরদীতে জামায়াত নেতার বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ করেছেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন সংরক্ষিত মহিলা আসনের ১১ সংসদ সদস্য ও স্থানীয় সংসদ সদস্য নূরুজ্জামান বিশ্বাস। ঈশ্বরদী পৌরসভা জামায়াতের আমির গোলাম আজমের বাড়িতে ২৬ জুলাই এ মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে ডেপুটি স্পিকার শামসুল হকের নেতৃত্বে সংসদ সদস্যরা ঈশ্বরদী পৌরসভা জামায়াতের আমির ও আরআরপি ফিড মিলের মালিক গোলাম আজমের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ ও বিশ্রাম করেন। পরে তাঁরা আরআরপি ফিড মিলের আঙিনায় একটি চারা রোপণ করেন। এরপর পাবনা জেলা শহরের সার্কিট হাউসে মহিলা আওয়ামী লীগের সমাবেশে যোগ দিতে রওনা হন তাঁরা।

গোলাম আজমের দলীয় পরিচয় নিশ্চিত করেন পাবনা জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হোসাইন। তিনি বলেন, 'আমরা সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করি, সেখানে রাষ্ট্রের এমপি-মন্ত্রী পর্যায়ের লোকজন আসতেই পারেন। এতে দোষের কিছু আছে বলে মনে করি না।'

জানতে চাইলে ঈশ্বরদী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'ডেপুটি স্পিকার আমন্ত্রিত ছিলেন বলে আমিও গিয়েছিলাম। তবে এটি রাজনৈতিক কোনো অনুষ্ঠান নয়। তাই বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করা বিব্রতকর।'

এ বিষয়ে আরআরপি গ্রুপের পরিচালক ও গোলাম আজমের ভাতিজা রফিকুল আলম বলেন, 'ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক আমার মামা। আমাদের আমন্ত্রণে তিনিসহ এমপি মহোদয়রা আমাদের বাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে এসেছিলেন। তাঁরা দুপুরে খাওয়া শেষে বিশ্রাম নিয়ে চলে গেছেন।'

এদিকে এত সংসদ সদস্য নিয়ে জামায়াত নেতার বাড়িতে ডেপুটি স্পিকারের মধ্যাহ্নভোজ ও বিশ্রাম নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। ঈশ্বরদী পৌর যুবলীগের সভাপতি মো. আলাউদ্দিন বলেন, 'সরকারদলীয় এমপিদের আর খাওয়ার জায়গা ছিল না! জামায়াত নেতার বাড়িতে খেতে হলো! বিষয়টি লজ্জাজনক।'

পাবনা-৪ আসনের (ঈশ্বরদী-আটঘরিয়া) সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরুজ্জামান বিশ্বাস বলেন, 'সংসদ সদস্যদের সফর ও খাবারের বিষয়টি জাতীয় সংসদের ব্যবস্থাপনায় হয়েছে। তাঁদের আমন্ত্রণেই আমি রূপপুর প্রকল্প পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। আরআরপি গ্রুপের নিমন্ত্রণ পেলেও আমি সেখানে যাইনি। জরুরি কাজে ঢাকায় চলে আসছি।'

জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক বুধবার সকালে ঈশ্বরদীর রূপপুরে নির্মাণাধীন পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প পরিদর্শনে যান। তিনি প্রকল্প এলাকার ইউনিট-১ ও ২ পরিদর্শন করেন। এ ছাড়া প্রকল্পসংশ্লিষ্ট রুশ প্রকৌশলীদের পক্ষ থেকে প্রকল্পের অগ্রগতিবিষয়ক একটি প্রেজেন্টেশন প্রত্যক্ষ করেন।

ডেপুটি স্পিকার শামসুল হকের নেতৃত্বে প্রকল্প পরিদর্শনে যোগ দেন সংসদ সদস্য নূরুজ্জামান বিশ্বাস, শাহিন আক্তার, খালেদা খানম, শিরীন আহমেদ, জিন্নাতুল বাকিয়া, বাসন্তী চাকমা, শামসুন নাহার, নার্গিস রহমান, মনিরা সুলতানা, নাদিরা ইয়াসমিন, রত্না আহমেদ, সালমা চৌধুরী, সেলিনা ইসলাম ও ডরথী রহমান।

জুলাই মাসে অন্যান্য সংসদ সদস্য কোথায় কোথায় গাছ লাগিয়েছেন, সে খবর আমরা জানি না। কিন্তু ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক ও তাঁর সঙ্গে থাকা সংসদ সদস্যরা জামায়াত নেতার প্রতিষ্ঠানের আঙিনায় গাছের চারা রোপণ করে সত্যিকার অর্থেই সবুজ বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলনকে এগিয়ে দিলেন।

এই ঘটনায় পাবনার আওয়ামী লীগ নেতাদের কেউ কেউ বিব্রত হয়েছেন। কেউ কেউ এটা নিছক সামাজিক অনুষ্ঠান বলে হালকা করার চেষ্টা করেছেন। আমরাও মনে করি সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে এক দলের নেতার সঙ্গে অন্য দলের নেতার দেখা হওয়া স্বাভাবিক। ভিন্ন দলের নেতার ছেলে-মেয়ের সঙ্গে বিয়েসাদীর ঘটনাও অহরহ ঘটছে। কিন্তু এই নেতারাই আবার কর্মীদের উসকে দেন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে।

আওয়ামী লীগের নেতা-নেত্রীরা এমন ভাব করেন যে, তাঁরা জামায়াতের ছায়া দেখলেও আঁৎকে ওঠেন। কিন্তু দেশবাসী জানেন গত ১০ বছরে জামায়াত নেতারা প্রকাশ্যে রাজনীতি করতে না পারলেও তাদের ব্যবসা বাণিজ্য ঠিকই চলেছে। আর সে জন্য কোনো কোনো নেতাকে নিয়মিত 'মাসোহারা' দিতে হয়েছে, সেটাও রাজনৈতিক মহলে আলোচিত বিষয়।

জামায়াত নেতারা প্রকাশ্যে রাজনীতি করতে পারুন বা না পারুন ব্যবসা বাণিজ্যও তো চলতে দিতে হবে। ঈশ্বরদীর জামায়াত নেতা যদি শিল্পপতি না হতেন, ডেপুটি স্পিকারসহ আওয়ামী লীগের এতজন মাননীয় সংসদ সদস্যকে কি রাজসিক আপ্যায়ন করতে পারতেন?

লেখক: প্রথম আলোর যুগ্মসম্পাদক ও কবি



MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইউএসসিআইএস সংবাদঃ

এফ, এম এবং জে আবেদনের স্ট্যাটাস পরিবর্তনে প্রিমিয়াম প্রসেসিং

ইউএস সিটিজেনশীপ এবং ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিসআইএস) বিদেশে নাগরিকদের এফএম অথবা সে নন-ইমিগ্র্যান্ট স্ট্যাটাস পরিবর্তনে প্রিমিয়াম প্রসেসিং সার্ভিস সম্প্রসারণ করেছে।

প্রিমিয়াম প্রসেসিং সার্ভিস সম্প্রসারণ ২ স্তরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১৩ জুলাই ২০১৩ থেকে ইউএসসিআইএস যাদের আবেদন পেন্ডিং আছে স্ট্যাটাস চেঞ্জের জন্য (ফরম আই-৯০৭) তারা যদি প্রিমিয়াম প্রসেসিং সার্ভিস এর জন্য অনুরোধ করেন তাদের আবেদন গ্রহণ করবেন।

দ্বিতীয় স্তরে এফ,এম, জে আবেদনকারীদের স্ট্যাটাস চেঞ্জের সব আবেদনই গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য যে, প্রিমিয়াম প্রসেসিং সার্ভিসে কেবল স্ট্যাটাস চেঞ্জের আবেদন গ্রহণ করা হবে। এর স্ট্যাটাস এক্সটেনশনের আবেদন এই সার্ভিসের জন্য গ্রহণ করবে না।

এফ এবং জে আবেদনকারীদের প্রিমিয়াম প্রসেসিং সার্ভিসে ছাত্র এবং এক্সচেঞ্জ ভিজিটরদের জন্য ভালো হবে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র তাদের কাজের অনুমতি দ্রুত এবং সুষ্ঠভাবে হবে।

নিউইয়র্ক থেকে এফ খানের প্রশ্নঃ

আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী। আমার কর্মকর্তা এইচআইবি ভিসা ক্যাটাগরিতে আমার জন্য স্পন্সর করেন। পরে আমার মালিক আমার গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করেন। আসলে কোভিডের সময় আমি চাকরি হারাই। সে কারণে এখন আমার আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। আমি আমার ক্রেডিট কার্ডে বিল পরিশোধ করতে পারি নি। অর্থ পরিশোধ করতে না পারার জন্য একটি ব্যাংক আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

একজন এটর্নীর সাথে পরামর্শ করে আমি ব্যাংক্রাপ্সির জন্য ফাইল করেছি। ব্যাংক্রাপ্সির জন্য ফাইল করার পর আমি ব্যাংকের কোন দায় পারিশোধ করি নি। এদিকে গত বছর আমি



একটা ভালো কাজ পেয়েছি। আমি নতুন একটি গ্রিনকার্ড পেয়েছি। এখন আমি নিয়মিত আমার দায় পরিশোধ করে চলেছি। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, ৭ বকছর আগে আমি গ্রিনকার্ড পেয়েছি। ২ বছর আগেই আমি সিটিজেনশীপপের জন্য আবেদন করার যোগ্যতা অর্জন করেছি।

কিন্তু আমার বন্ধু বলেছে যে, আমি ক্রেডিট কার্ডের বিল পরিশোধ না করায় এবং ব্যাংক ক্রাপ্সি ফাইল করার জন্য সিটিজেনশীপ লাভের যোগ্য নই। একটি ব্যাংক আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলো। ক্রেডিট কার্ডের বিল না দেয়ার জন্য। আমি এখন একটি ভালো চাকরি পেয়েছি এবং আমি নিয়মিত ব্যাংকের দায় মিটিয়ে যাচ্ছি। এখন আপনার কাছে আমার জানার বিষয় হচ্ছে আমি ব্যাংক্রাপ্সি ফাইল করার ক'দিন পর নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারব?

এফ খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভের জন্য যা দরকারঃ

যুক্তরাষ্ট্রের নাগিরক হওয়ার জন্য নাগরিকত্বের আবেদনকারীর প্রত্যেককে অবশ্যই নিচের শর্ত পূরণ করতে হবে।

(অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের সিলেকটিভ সার্ভিসের জন্য অব্যাহতি লাভের উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত)

আবেদন করার সময় বয়স ১৮ বছর হতে হবে;

গত ৫ বা ৩ বছরের জন্য বৈধ পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হতে হবে, (নির্ভর করবে কোন ক্যাটাগরিতে আবেদন করবেন তার উপর)

যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত রেসিডেন্সি এবং শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকতে হবে;

ইউএস সিটিজেনশীপ এবং ইমিগ্রেশন ডিস্ট্রিক্ট যেখানে থাকতে চান সেই স্টেটের রেসিডেন্সি প্রমাণ করা;

ইংরেজি বলা এবং লেখার দক্ষতা থাকতে হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস এবং সরকার সম্পর্কে জ্ঞানের প্রমাণ দিতে হবে;

মিলেটারি সার্ভিসের জন্য রেজিস্টার করতে হবে (যদি একটি নির্দিষ্ট বয়সের পুরুষ হয়) এবং যখন প্রয়োজন তখন সার্ভিসে সম্মত এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে হবে।

সৎ চরিত্রঃ

ন্যাচারালাইজেশনের আবেদনকারীদের অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, তারা সৎ এবং নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। ইউএস সিটিজেনশীপ এন্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিস (ইউএসসিসআইএস) প্রত্যেক আবেদনকারীর সৎ চরিত্র মূল্যায়ন করবে কমিউনিটিতে বসবাসকরারী সাধারণ নাগরিকদের মান বিবেচনায়। এন-৪০ ন্যাচারালাইজেশন আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে ঋণ থাকলে সেটা প্রকাশ করতে হবে না এবং এমনকি সিভিল ল' স্যুটও প্রযোজ্য হবে না। এন-৪০০ আবেদনকারীদের ব্যাংক্রাপ্সি ও ফোরক্লোজার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। এসব কিছু নৈতিক চরিত্র বিচার করার কোন অংশ নয়।

অর্থাৎ কাজ চলে যাওয়ার বা অন্যান্য আর্থিক সমস্যার আবেদনের উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এর অর্থ ব্যাক্রাপ্সি এবং ব্যাংকের মামলা সিটিজেনশীপ আবেদনে কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। চ্যাপ্টার ৭ ব্যাংক্র্যাপ্সি আবেদন করার তারিখ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত সাধারণত কার্যকর থাকে। আপনার ব্যাংক্রাপ্সি আপনার সিটিজেনশীপ আবেদনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়।

পরিশেষে আপনাদের জন্যে জন্য যে পরামর্শ দিতে চাই তা হচ্ছে যে, ইমিগ্রেশন বিষয়ে আগে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে এবং সামর্থ থাকলে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করা উত্তম। প্রয়োজনের আমাদের অফিসের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

জনগণ কি ভোট দিতে পারবেন

॥ সুরঞ্জন ঘোষ ॥

বাংলাদেশে রাজনীতি এখন স্থবির, গতিহীন, দিকনির্দেশনাহীন, অচল। সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের চাপে। অনেক পণ্য তাদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। তবু তারা চুপ রয়েছেন এই আশা নিয়ে যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা হবে, তারা ভোট দিতে পারবেন। নির্বাচনপদ্ধতিতে আস্থা-অনাস্থার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রশ্ন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা-না করার প্রশ্নে দেশ এখন উত্তাল। এমন উত্তাল তরঙ্গের দুই দিকে রয়েছে দু'টি রাজনৈতিক দল। দেশের রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে দুই প্রধান রাজনৈতিক দলেরই (আওয়ামী লীগ ও বিএনপি) কমবেশি ভূমিকা রয়েছে। নব্বই-পরবর্তী সময়ে এই দুই দলই একাধিকবার দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। কখনো সরকারি দল আবার কখনো বিরোধী দলের ভূমিকায় শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতি সুরক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বিরোধী দলের ভূমিকাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকার ও বিরোধী দল উভয়ই গণতন্ত্রের খুঁটি হিসেবে বিবেচিত। সংসদীয় পদ্ধতিতে সরকারের যেমন দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা আছে, ঠিক তেমনি বিরোধী দলেরও দায়িত্ব ও দায় কম নয়। কারণ বিরোধী দল সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত গণতন্ত্রের অন্যতম ধারক-বাহক। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে নির্বাচন ও নির্বাচন পদ্ধতির ওপর আস্থার পাশাপাশি যথাযথ রাজনৈতিক অঙ্গীকারও গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধান সমুন্নত রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বশীল আচরণেই গণতান্ত্রিক কাঠামো শক্তিশালী হতে পারে। কেননা, বাঘের পিঠে আরোহণ কঠিন কাজ, কিন্তু অবরোহণ আরো কঠিন। এ জন্য বলছি, অত্যন্ত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া জরুরি সরকারের নিজের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বার্থে। দেশে গণতন্ত্রের অনেক শত্রু। আর্থ-সামাজিক অবস্থা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং সঙ্কীর্ণ ভেদবুদ্ধি কোনোটিই গণতন্ত্রের অনুকূল নয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানও গণতন্ত্রের সহায়ক শক্তি নয়। বাংলাদেশের দুই পাশে দুই বৃহৎ শক্তি ভারত ও চীনের টানাপড়েন, বিশেষ করে এ দুই বৃহৎ শক্তির পৃষ্ঠপোষকদের আগাম চিন্তাও ছোট্ট এ দেশটির স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, গণতান্ত্রিক গতিশীলতার এক ধরনের নিয়ামক। দেশের অভ্যন্তরে থেকে আমরা যেভাবে যে আলোকে জাতীয় সমস্যা অবলোকন করি, যারা স্থায়ীভাবে দেশের বাইরে ইউরোপ, আমেরিকা অথবা মধ্যপ্রাচ্যে ও দূরপ্রাচ্যে অবস্থান করছেন তারা কিন্তু দেখেন অন্যভাবে, আরো গভীরভাবে, অনেকটা ভয়ার্ত চোখে। এ কারণে দেশের মেরুদন্ডহীন রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি তাদের অনেকে এক করুণামিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকান। সবার আশা, হয়তো নির্দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠা হবে।

যাই হোক, এই পোড়া দেশে গণতন্ত্রের শত্রু অনেক, গণতন্ত্রের বন্ধু আমার চোখে একমাত্র দেশের সাধারণ মানুষ। হয়তো তাদের হারানোর কিছু নেই, তাই তারা গণতন্ত্রের মাধ্যমে পেতে চান তাদের কোনো কোনো সময়ে কিছু কথা বলার সুযোগ, নির্বাচনে ভোট দেয়ার অধিকার। তারা নির্বাচনকালে প্রতাপশালী জাতীয় নেতাদের কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেতে চান, শুনতে চান তাদের মিথ্যা আশ্বাসও। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের জনগণ থেকে একটু ভিন্ন এবং এই ভিন্নতা তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কিত। হাজারো সভা-সমিতিতে তাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। মিটিং-মিছিলের অগ্রভাগেই তাদের অবস্থান। ভোট দানের ক্ষেত্রেও তাদের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। এও উল্লেখযোগ্য যে, জাতির যেসব শ্রেষ্ঠ অর্জন তা তখনই অর্জিত হয়েছে যখন সাধারণ মানুষ গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়েছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ তো সাধারণই। তাদের সঙ্ঘবদ্ধ বা মবিলাইজ না করা পর্যন্ত তারা সাধারণ থেকে যান। এ কারণে রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা মুখ্য এবং সর্বব্যাপী। রাজনৈতিক দল আছে বলেই রাজনীতি এত প্রাণবন্ত, এত উত্তেজনাকর, এত আবেগময়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনীতি শুধু যে আকর্ষণীয় তাই নয়, সমষ্টিকে সম্পৃক্ত করে বলে তা সামষ্টিক অগ্রগতির সূচকও বটে। সবার আশা-আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে রাজনীতিই সবার কাছে ধরা দেয় কিংবদন্তির সেই রাজপুত্রের সোনার কাঠিরূপে। রাজনীতি তাই এত অর্থপূর্ণ কার্যক্রম। কল্যাণমূলক যৌথ কার্যক্রম হিসেবে রাজনীতির কোনো বিকল্প এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি।

দেশে রাজনীতির বর্তমান হাল-হকিকত কেমন? মনে হয়, উত্তর সবার জানা। এখানে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, রাজনীতিকে দুর্নীতি এবং সঙ্ঘাতের কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য কে বা কারা দায়ী তাও মোটামুটিভাবে সবার জানা। তাই এ নিয়ে বেশি কিছু বলার দরকার নেই। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো রাজনীতির রাহুমুক্তি। রাজনীতিকে জনকল্যাণের মাধ্যম করে তোলা, যৌথকর্মের স্বচ্ছ এবং নির্মল সামাজিক প্রক্রিয়ারূপে রাজনীতিকে শাণিত করা, খরস্রোতা নদীর মতো প্রবহমান করাই এখন বড় কাজ। এ জন্য প্রয়োজন স্বার্থান্বেষী ও দুর্নীতিগ্রস্তদের কবল থেকে রাজনীতিকে উদ্ধার করা। প্রয়োজন হলো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সর্বাত্মক প্রভাবমুক্ত করে রাজনীতিকে জনসমষ্টির সম্পদে রূপান্তর করা। কাজটি দ্রুত করতে হবে। বেশি দেরি হলে লাভের চেয়ে ক্ষতি হবে বেশি। শেওলা জন্মে বদ্ধ জলাশয়ে। কোনো স্রোতঃস্বিনীতে শেওলা বা বিষাক্ত আগাছা গজাতে পারে না।

ইতিহাস সাক্ষী, রাজনীতির আধিক্য কোনো সমাজকে তেমন ক্ষতিগ্রস্ত করে না; বরং সমাজ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিরাজনীতিকরণ প্রক্রিয়ায়। দু'টি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে জার্মানি ও ইতালিতে বিরাজনীতিকরণের ফলে কীভাবে নাৎসি ও ফ্যাসিস্ট দলের জন্ম হয়েছিল তা লক্ষ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। রাজনীতির প্রতি জনগণের অনাগ্রহ বেড়ে গেলে, রাজনীতির প্রতি সাধারণ মানুষ বীতশ্রদ্ধ হলে, জনগণের ক্ষোভ, ঘৃণা ও অনীহা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় গণতন্ত্রের সম্ভাবনা। কেননা, জনগণের রাজনীতির অন্য নাম গণতন্ত্র। অগণতান্ত্রিকতা অথবা স্বৈরতন্ত্রের মূল নিহিত রয়েছে রাজনীতি সম্পর্কে জনগণের তীব্র ঘৃণা এবং অনীহার অভ্যন্তরে। তেমন অবস্থায় সামষ্টিক নেতৃত্বের পরিবর্তে একক ব্যক্তির নেতৃত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। একনায়কতন্ত্রের পদতলে গণতন্ত্রের শত সম্ভাবনা লুটিয়ে পড়ে। এডলফ হিটলার তার গ্রন্থ যা লিখেছিলেন তা এমনি পরিস্থিতির সঠিক প্রতিফলন। তিনি লিখেছিলেন, 'সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনো একক নেতৃত্বের বিকল্প হতে পারে না। ... এক শ' নির্বোধ যেমন একজন জ্ঞানী সৃষ্টি করতে পারে না, তেমনি কোনো বীরত্বব্যঞ্জক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এক শ' কাপুরুষের দ্বারা সম্ভব নয়।'

মূলত কোনো একক প্রাজ্ঞ নেতৃত্বের নয়, অসংখ্য 'নির্বোধের' চিন্তা চেতনার সমাহার হলো গণতান্ত্রিক চেতনা। লাখ লাখ 'কাপুরুষের' সরব উচ্চারণের ফলে যে নীতি নির্ধারিত হয় তা একজন 'প্রাজ্ঞ' নেতার বীরত্বব্যঞ্জক সিদ্ধান্ত থেকে হাজারোগুণে শ্রেয়। গণতন্ত্রে আকাশে একক সূর্যের কোনো স্থান নেই। লাখ লাখ তারকারাজির মৃদু আলোয় আলোকিত গণতন্ত্রের আকাশ।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমাজ এ মুহূর্তে রয়েছে একদিকে আগুন এবং অন্যদিকে উত্তপ্ত কড়াইয়ের মধ্যখানে। অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হলে পুড়ে ছারখার হবে, উত্তপ্ত কড়াইতে পড়লে ঝলসে মরবে।

জনসাধারণের ঘৃণা ও ক্ষোভ তীব্রতর হওয়ার আগেই যদি রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের শুধরে নিতে পারে, সময়ের দাবি মেনে যদি জাতীয় ও জনস্বার্থের নিরিখে সহজ সরল পথ অনুসরণ করতে পারে, তাহলেই মঙ্গল। এসব বিষয় সরকারকে গভীরভাবে ভাবতে হবে। দেশের ভেতর থেকে উত্থাপিত দাবি-দাওয়া এবং বিশ্বায়নের একালে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অর্বাচীনতার কারণে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিম্নতর পর্যায়ের বিদেশী কর্মকর্তারা যেভাবে সুযোগ গ্রহণে আগ্রহী, সেই পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপরিহার্য। রাজনীতিকে জয়যুক্ত করার এটিই সময়। হ

লেখক: কলামিস্ট, সভাপতি, সাংবিধানিক অধিকার ফোরাম



সাক্ষাৎকার: মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

উপলব্ধি না হলে অতীতের স্বৈরশাসকদের পরিণতি কোনো গণআন্দোলন ব্যর্থ হয়নি, এবারও হবে না



বিএনপির আজকের মহাসমাবেশ সামনে রেখে গত বৃহস্পতিবার চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল। সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে সমাবেশ থেকে জনসম্পৃক্ত নানা কর্মসূচি দেবেন বলেও জানান তিনি। বলেন, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোনো হুমকি-ধমকি দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সরকারের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে ন্যায় ও নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন তারা। সাক্ষাৎকারে মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে সরকারের কঠোর অবস্থান, পরবর্তী কর্মসূচি, বিদেশিদের ভূমিকাসহ সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন তিনি।

লোটন একরাম: কোনো গণআন্দোলন ব্যর্থ হয়নি, এবারও হবে না বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, এখনও যদি সরকারের উপলব্ধি না হয়, তাহলে অতীতের স্বৈরশাসকদের মতো পরিণতি হবে। একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক ও মৌলিক মানবাধিকার আদায়ের এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পর্যায়ের সমর্থন আছে বলেও জানান তিনি। মহাসমাবেশে বাধাবিঘ্ন না ঘটিয়ে জনগণের দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, অন্যথায় উদ্ভূত পরিস্থিতির দায়ভার সরকারকেই নিতে হবে।

বিএনপির আজকের মহাসমাবেশ সামনে রেখে গত বৃহস্পতিবার চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল। সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে সমাবেশ থেকে জনসম্পৃক্ত নানা কর্মসূচি দেবেন বলেও জানান তিনি। বলেন, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোনো হুমকি-ধমকি দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সরকারের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে ন্যায় ও নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন তারা। সাক্ষাৎকারে মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে সরকারের কঠোর অবস্থান, পরবর্তী কর্মসূচি, বিদেশিদের ভূমিকাসহ সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন তিনি।

প্রশ্ন : অনেকে মনে করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতির কারণে বেশ কিছুদিন বিরোধী দলের নেতাকর্মী ধরপাকড় ও সভা-সমাবেশে বাধা দেওয়ার ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় ছিল সরকার। এবার মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে আবার গণগ্রেপ্তার চালিয়েছে পুলিশ। তাহলে সরকার কি আবার 'হার্ডলাইনে' ফিরে গেছে?

মির্জা ফখরুল : এ সরকারের চরিত্র এতটুকু বদলায়নি। তারা একটি অনির্বাচিত সরকার। জোর করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় টিকে আছে। তাদের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে যেভাবে হোক ক্ষমতায় টিকে থাকা। তারা জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সে কারণে জনগণের প্রতি তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। আজকে বিরোধী দল যে আন্দোলন করছে, তা শান্তিপূর্ণভাবে করছে। তাদের সাংবিধানিক যে অধিকার রয়েছে তা আদায়ের জন্য আন্দোলন করছে। আন্দোলনের লক্ষ্যই হচ্ছে–সবার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। এটা মৌলিক অধিকার। এ অধিকার চর্চার সামান্যতম সুযোগ দিচ্ছে না সরকার। বরং ব্যাপকভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন চালাচ্ছে। বিভিন্ন অজুহাতে বাড়িঘর, হোটেল-রেস্তোরাঁয় তল্লাশি চালিয়ে গ্রেপ্তার করছে। দেশে একটি ভীতির রাজ্য তৈরি করেছে। এটা কোনো সভ্য দেশে গণতান্ত্রিক সরকার করতে পারে না। তারা যে একটা ফ্যাসিবাদী সরকার, সেটাই প্রমাণ করছে। এগুলো করে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে বলে মনে করছে তারা। আবারও একই কায়দায় সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চায়। এটাই হলো তাদের লক্ষ্য। কিন্তু জনগণ এটা মেনে নিচ্ছে না। জনগণ স্রোতের মতো প্রতিটি সমাবেশে আসছে, সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং তাদের মতামত প্রকাশ করছে।

প্রশ্ন : নির্বাচনের তপশিল ঘোষণার আগে সেপ্টেম্বর মাসে 'চল চল ঢাকা চল' কর্মসূচি দিয়ে 'ঢাকা ঘেরাও'-এর মতো চূড়ান্ত আন্দোলনে যাবে বলে গুঞ্জন ছিল। হঠাৎ আগস্ট মাসেই চূড়ান্ত আন্দোলনের ঢাকামুখী কর্মসূচি এগিয়ে আনার কারণ কী?

মির্জা ফখরুল : কোনো সুনির্দিষ্ট সময়ের কথা আমরা বলিনি। আমাদের কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় কাজ করছি। আমরা মনে করছি, মানুষ পরিবর্তন চাচ্ছে। কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ছে। এ পরিস্থিতিতে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলেই কর্মসূচি দিয়েছি। আগের কর্মসূচি ছিল তরুণদের। এটা মূল রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনের কর্মসূচি।

প্রশ্ন : অনেকে মনে করছেন, সরকার আগাম নির্বাচন নিয়ে তফসিল ঘোষণা দিতে পারে। সে আশঙ্কা থেকেই আপনারা পরিকল্পনায় পরিবর্তন এনেছেন। গত ২২ জুলাই তারুণ্যের সমাবেশের চার দিনের ব্যবধানে মহাসমাবেশের কর্মসূচি দিয়েছেন–এর মাধ্যমে কি চূড়ান্ত কর্মসূচিতে চলে গেলেন?

মির্জা ফখরুল : ভোটারবিহীন নির্বাচন করার চেষ্টা বা ষড়যন্ত্র তারা করতেই পারে। আন্দোলনের ধারাবাহিকতাসহ সব কিছু মাথায় রেখেই কর্মসূচি প্রণয়ন করছি। আমরা ইতোমধ্যে এক দফা কর্মসূচিতে আন্দোলন শুরু করেছি। এ সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। সংসদ বিলুপ্ত করে নির্দলীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা ছাড়তে হবে। তারা নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করে সব দলের অংশগ্রহণে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের আয়োজন করবে। ওই নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটে একটি দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন : যে কোনো দাবি আদায়ে যে আন্দোলন বা গণঅভ্যুত্থান প্রয়োজন হয়–দেশে কী সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে?

মির্জা ফখরুল : আমরা দেখছি, মানুষের অংশগ্রহণ অনেক গুণ বাড়ছে। গণঅভ্যুত্থানের ভয় থেকেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও নয়াপল্টনে সমাবেশের অনুমতি দেয়নি। আবার গোলাপবাগ ঠেলে দিতে চায়–এটাই তার প্রমাণ। গণবিস্ফোরণের আঁচ করতে পেরেছে সরকার। দেশে একটা গণঅভ্যুত্থান তৈরি হতে পারে। সেই ভয় থেকে এখন নানা আক্রমণাত্মক কাজ শুরু করেছে।

প্রশ্ন : গণমাধ্যমে এসেছে, বাধাবিঘ্ন ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ সফল হলে সরকারকে সময় বেঁধে দিয়ে আল্টিমেটাম দেওয়া হতে পারে।

মির্জা ফখরুল : সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যেসব কর্মসূচি থাকে, সেগুলোই থাকবে। জনসম্পৃক্ত কর্মসূচি দেব। অতীতে আওয়ামী লীগের মতো আমরা হরতাল কর্মসূচি দিচ্ছি না। সে সময় এখনও আসেনি।

প্রশ্ন : তাহলে কি সে সময় এলে হরতাল ও অবরোধ দেবেন?

মির্জা ফখরুল : আমরা এখন পর্যন্ত সেভাবে চিন্তা করিনি। আমরা চেষ্টা করব শান্তিপূর্ণ জনসম্পৃক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে গণঅভ্যুত্থান তৈরি করে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করতে। সরকারের আচরণ, সময় ও পরিস্থিতির ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে।

প্রশ্ন : আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপি আঘাত হানলে পাল্টা আঘাত করবেন।

মির্জা ফখরুল : তারা তো আঘাত করেই যাচ্ছে। আমরা কোনো আঘাত করিনি। এখন পর্যন্ত ৬০০ লোককে গুম করেছে। কয়েক হাজার লোককে হত্যা করেছে। ৪০ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও গায়েবি মামলা দিয়ে হয়রানি করছে। দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় সাজা দিয়ে গৃহবন্দি করে রেখেছে। আমরা আঘাত করলাম কোথায়?

প্রশ্ন : আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি দেখে দাবি আদায়ের ব্যাপারে আপনারা কতটুকু আশাবাদী?

মির্জা ফখরুল : শতভাগ আশাবাদী। ইতোমধ্যে আন্দোলনের প্রাথমিক বিজয় হয়ে গেছে। আন্দোলনের সঙ্গে দেশপ্রেমিক জনগণ সম্পৃক্ত হয়ে গেছেন। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রশ্নের এ আন্দোলনে দেশি-বিদেশিরাও নৈতিক সমর্থন দিচ্ছেন।

প্রশ্ন : ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে লাগাতার আন্দোলন সফল হয়নি কেন?

মির্জা ফখরুল : আন্দোলনে এ রকম হতেই পারে। তবে এবার আমাদের জনসম্পৃক্ততা অনেক বেশি। মৌলিক মানবাধিকার আদায়ের এই আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে সমর্থন আছে। জনগণের আন্দোলন কখনই ব্যর্থ হয়নি।

প্রশ্ন : সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের এক দফা দাবিতে অনড় বিএনপি; অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন করতে অনড় আওয়ামী লীগ। এ সংকট উত্তরণের উপায় কী?

মির্জা ফখরুল : সংকট উত্তরণের পথ সরকারই বের করতে পারে। নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় গিয়ে তারা সারাজীবন ক্ষমতায় থাকতে সংবিধান সংশোধন করেছে। যেভাবে সংবিধান সংশোধন করে নির্দলীয় সরকার পদ্ধতি বাতিল করেছে, এখনও সেভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংবিধান সংশোধন করে তা বহাল করতে পারে। রাতের ভোটের মাধ্যমে বর্তমান সংসদে এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাও তাদের রয়েছেই। ইচ্ছা করলেই এ সংকট উত্তরণ করতে পারে তারা। অন্যথায় '৫২, '৬৯, '৭১ এবং '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের মতো পরিস্থিতিতে স্বৈরশাসকদের মতো এ সরকারকেও বিদায় নিতে হবে।

প্রশ্ন : বিদেশিদের ভূমিকায় বিএনপি চলমান আন্দোলনে গতি বাড়াচ্ছে বলে অভিযোগ ক্ষমতাসীন দলের। এটি কি সত্য?

মির্জা ফখরুল: মোটেও সঠিক নয়। বিএনপি দেশের জনগণের সমর্থন নিয়ে একাধিকবার রাষ্ট্রক্ষমতায় এসেছে। ভোটাধিকার হারানো জনগণের অধিকার আদায়ে এবং তাদের সমর্থনেই এখন আন্দোলন করছে বিএনপি। এ ক্ষেত্রে বিদেশিদের কোনো ভূমিকা নেই। অবৈধভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে আওয়ামী লীগ নানা ফ্যাসিস্ট আচরণ শুরু করেছে। বিরোধী নেতাকর্মীকে দমনের পাশাপাশি গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এমনকি মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বললে বিদেশিদের সমালোচনা করছে এবং কূটনীতিকদের তলব করছে।

প্রশ্ন : প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে বিএনপি একটি বিবৃতি দিয়েছে। রাজনৈতিক মহলে এটি নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে।

মির্জা ফখরুল : সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নানা ভুল বার্তা দিচ্ছে আওয়ামী লীগ। এতে বিভ্রান্ত না হয়ে রাষ্ট্রের আইন-কানুন মেনে নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না এলে তাদের আমলে নিয়োগকৃতদের চাকরি চলে যাবে ইত্যাদি ভুল বোঝানোর অপচেষ্টা করছে। আমরা তাদের বিরোধী দলের প্রতি অন্যায় না করে নিরপেক্ষভাবে ন্যায়ের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছি। এখানে হুমকি-ধমকি দেওয়ার কোনো বিষয় নেই।

প্রশ্ন : নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করছেন, এর কোনো রূপরেখা কি তৈরি করেছেন?

মির্জা ফখরুল : এখনও তৈরি করিনি। দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যের ভিত্তিতে রূপরেখা তৈরি করা হবে।

প্রশ্ন : সর্বশেষ জামায়াতের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কোন পর্যায়ে রয়েছে?

মির্জা ফখরুল : আমাদের সঙ্গে তারা কোনো জোটে নেই। তারা তাদের মতো নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করছে। আমরা আমাদের মতো সমমনাদের নিয়ে যুগপৎ আন্দোলন করছি।

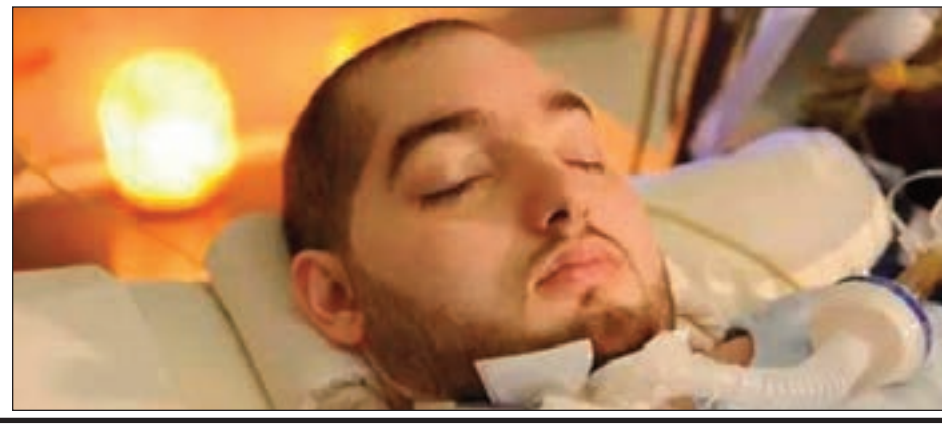
প্রশ্ন : হিরো আলমের ওপর হামলার ঘটনায় বিবৃতি দেওয়ায় ১৩ রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আপনার প্রতিক্রিয়া?

মির্জা ফখরুল : এ বিষয়ে বিবৃতি দেওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে। তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন। তারা চান নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হোক। বাংলাদেশে গত '১৪ ও '১৮ সালে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি। ঢাকার একটি উপনির্বাচনে প্রার্থীকে যেভাবে আক্রমণ করেছে এবং অত্যাচার ও নির্যাতন করেছে–তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এটাই এ সরকারের চরিত্র। এ ব্যাপারে তারা বিবৃতি দিতেই পারে। এভাবে প্রতিক্রিয়া দেখানো সরকারের দুর্বলতাই প্রকাশ পায়। তারা যেভাবে খুশি সেভাবেই নির্বাচন করবে, কেউ কথা বলতে পারবে না–তা তো হয় না।

১৮ বছর ধরে ঘুমাচ্ছেন সৌদি রাজপুত্র!

(শেষের পাতার পর)

কবে কেউ এসে 'সোনার কাঠি' ছুঁইয়ে তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলবেন। অবশ্য তাকে ঘুম থেকে তোলার চেষ্টায় শত শত সোনার কাঠি ছোঁয়ানো হয়েছে। খরচ হয়েছে কোটি কোটি টাকা। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। ২০০৫ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে একটি সড়ক দুর্ঘটনার মুখোমুখি হন ওয়ালিদ। গুরুতর আহতাবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। চিকিৎসকরা বলেন, মস্তিষ্কে চোট লাগায় ওয়ালিদ কোমায় চলে গেছেন। এখনো কোমা থেকে ফেরেননি তিনি। ওয়ালিদ সৌদি রাজপরিবারের সদস্য খালিদ বিন তালাল আল সৌদের ছেলে। তার চাচা আল ওয়ালিদ বিন তালাল একজন ধনকুবের। তারা ওয়ালিদের জন্য কম চেষ্টা করেননি। তার পরও অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। চিকিৎসকরা ওয়ালিদকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার সব আশা ত্যাগ করেছেন। কিন্তু বাবা খালিদের আশা, ছেলে একদিন সুস্থ হয়ে উঠবে।



খালিদ একবার বলেছিলেন, চিকিৎসকরা আমার ছেলের লাইফসাপোর্ট বন্ধ করে দিতে বলেছিল। আমি বলেছি, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে ছেলেকে কবর দিতাম। কিন্তু আমার ছেলে যতক্ষণ নিঃশ্বাস নেবে, ততক্ষণ আমি চিকিৎসা চালিয়ে যাব। বাবার আশা, একদিন অলৌকিক কোনো ঘটনা ঘটবে এবং তার ছেলে কোমা থেকে ফিরে আসবে। অবশ্য টানা ১৫ বছর কোমায় থাকার পর ২০২০ সালের অক্টোবরে ওয়ালিদ তার আঙুল নাড়াতে পেরেছিলেন। এরপর থেকে তার অবস্থার আর কোনো উন্নতি হয়নি। রিয়াদের একটি হাসপাতালে ১১ বছরের চিকিৎসার পর ২০১৬ সালে ওয়ালিদকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। এখন তিনি নিজের বাড়িতেই লাইফ সাপোর্টে রয়েছেন।

ওয়ালিদকে দেখভাল করার জন্য ১০ জনের মতো কর্মচারী রাখা হয়েছে। এজন্য কোটি কোটি টাকা গুনতে হয় রাজপরিবারকে। সোশ্যালে একবার গুজব রটেছিল ওয়ালিদ আর জীবিত নেই। বেশ কয়েক বছর আগেই নাকি তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তার পরিবারের পক্ষ থেকে এই দাবি গুজব বলে অস্বীকার করা হয়।

শাকিবের 'প্যান ইন্ডিয়ান' সিনেমায় আমির খানের ভাই!

(শেষের পাতার পর)

প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমে গত কয়েক দিন ধরে খবরটি গুরুত্ব দিয়ে প্রচার হচ্ছে। প্রচার হচ্ছে পাকিস্তানী গণমাধ্যমেও। জানা গেছে, শাকিব খানকে নিয়ে ছবিটি নির্মাণ করতে যাচ্ছেন অনন্য মামুন। তিনি জানান, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ইন্ডিয়ার বেনারসে এর শুটিং হবে। বর্তমানে এই ছবির প্রি-প্রডাকশনে ইন্ডিয়ায় আছেন অনন্য মামুন।

শাকিবের এই প্যান ইন্ডিয়ান ছবির নাম হতে পারে 'দরদ'। পুরোপুরি সাইকো-থ্রিলার ধাঁচের এ গল্পে শাকিবের নায়িকা কে হবেন তা নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। তবে পরিচালক অনন্য মামুন নিশ্চিত করে কারো নাম বলেননি। তার কথা, শাকিব ভাইয়ের সঙ্গে চুক্তি করেই নাম জানাব।

পরিচালক অনন্য মামুন বললেন, সিনেমা সংশ্লিষ্ট আগামী সপ্তাহে সব কিছু ঘোষণা দেওয়া হবে। কয়েক দিন আগে ফয়সাল খানকে চুক্তিবদ্ধ করিয়েছি। তিনি বলিউড সুপারস্টার আমির খানের ছোট ভাই। এর বেশি কিছু জানাতে পারছি না।

সিনেমাপ্রেমীরা বলছেন, গত ঈদে 'প্রিয়তমা' ছবি দিয়ে শাকিব দর্শকদের কাছে নতুন করে ব্যাপক আলোচিত হয়েছেন। ছবিতে তার দুর্দান্ত অভিনয়, লুক এবং রেকর্ড পরিমাণে ব্যাবসায়িক সাফল্য বাংলা চলচ্চিত্রকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে।

যে শাকিবকে নিয়ে এত শোরগোল, তিনি এখন পর্যন্ত এই ছবি নিয়ে কোনো শব্দ করেননি! দেননি কোনো বক্তব্য। বর্তমানে শাকিব খান যুক্তরাষ্ট্রে অবকাশ যাপনে আছেন। শোনা যাচ্ছে, আগস্টের প্রথম সপ্তাহে তিনি ফিরতে পারেন।

এদিকে চূড়ান্ত ঘোষণার আগেই শাকিবের নায়িকার তালিকায় উঠে এসেছে শেহনাজ গিল, জেরিন খান, প্রীতি দেসাই, নেহা শর্মার নাম। পরিচালক মুখ না খুললেও একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, জেরিন খান অথবা শেহনাজ গিল এ দুজনের মধ্যে একজনকে দেখা যাবে ছবিতে। জানা গেছে, বাংলা ছাড়াও প্যান ইন্ডিয়ান ছবি হিসেবে ঈদ ছাড়াই হিন্দি, তামিল, তেলুগু, মালয়ালাম ভাষায় মুক্তি দেওয়া হবে শাকিবের এই ছবিটি।

বাসে ঘুমিয়ে কাটে রাত, অভিবাসীদের আশ্রয় দিতে পারছেনা নিউইয়র্ক

(প্রথম পাতার পর)

এদেশে এসেছেন। শনিবার রাতে তিনি অ্যাসাইলাম অ্যারাইভাল সেন্টার রুজভেল্ট হোটেলে যান। সেখানে তাদের ঢোকার অনুমতি মেলে নি। বরং কয়েকটি বাস দেখিয়ে দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দেন বিশ্রাম নিতে। অনেক আশ্রয়প্রার্থীও এসব বাসে রাত কাটান।

কর্তৃপক্ষ বলছে, প্রতিদিন এত এক আশ্রয়প্রার্থী এসে পৌঁছাচ্ছে। তাদের আশ্রয় দেওয়ার মতো স্থান সংকুলান হচ্ছে না। শিশুসহ পরিবারগুলো আসলে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এসব পরিবারকে অন্তত একটি করে বিছানা দেওয়া হচ্ছে প্রতিরাতে। আর যারা বয়স্ক এবং একা তাদের আশেপাশের সড়কে কাটাতে হচ্ছে। অনেকেই রাস্তার পাশে ঘুমাচ্ছেন। আর নিউইয়র্কাররা এখন প্রায়শঃই সে দৃশ্য দেখতে পান। প্রতিদিন এমন শত শত অ্যাসাইলাম প্রার্থী এসে পৌঁছাচ্ছে।

বিষয়টা হৃদয়বিদারক এক বাস্তবতা, বলেন মেয়র কার্যালয়ের একজন মুখপাত্র। তিনি বলেন আমাদের টিমগুলো পরিস্থিতি সামাল দিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের সাধ্য কম। আমরা এখনো পরিস্থিতি সামলাতে কেন্দ্রের সহায়তা চাইছি।

টাইটেল ৪২ নীতি বাতিল হওয়ার পর থেকে এই আশ্রয়প্রার্থীরা নিউইয়র্কে ভীর জমাতে শুরু করে। এবং গত মে থেকে রুজভেল্ট হোটেল তাদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এরই মধ্যে বেশকিছু আশ্রয়কেন্দ্রও তৈরি করা হয়েছে।

কিন্তু তাদের কুলোচ্ছে না। সিটি ও স্টেট কর্তৃপক্ষ তাই কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ চাইছে।

গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেন, আমাদের অর্থ পাঠান। বিষয়গুলো বেশ ব্যয়বহুল। আমি নিজে এক বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। কিন্তু আমাদের আরও দরকার। বৃহস্পতিবার এক কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি বলেন, নগরের তরফ থেকে এরই মধ্যে বড় অংক খরচ করা হয়েছে। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বড় বরাদ্দ প্রয়োজন, বলেন ক্যাথি হোকুল।

তিনি বলেন, এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছি। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

অ্যারিজোনায় দুর্বৃত্তের গুলিতে বাংলাদেশি ব্যবসায়ী নিহত

(প্রথম পাতার পর)

তিনি দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা করতেন। তবে কী কারণে তাঁকে হত্যা করা হয়, সে ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে কিছুই জানা যায়নি। এ নিয়ে গত পাঁচ দিনের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রে দুর্বৃত্তের গুলিতে দুই বাংলাদেশি নিহত হলেন।

এর আগে ১৯ জুলাই মিজৌরি স্টেটের সেন্ট লুইসে একটি স্টোরে কমব্রত অবস্থায় অপর বাংলাদেশি ইয়াজউদ্দিন আহমদ (২৩) দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হন। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। লেখাপড়ার খরচ পুষিয়ে নিতে ওই দোকানে খ কালীন কাজ নিয়েছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা শামসউদ্দিন আহমদের ছেলে। ঘাতক এখনো গ্রেফতার হয়নি। এ নিয়ে কমিউনিটিতে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

আবুল হাশিমের হত্যাকাণ্ড নিয়ে মঙ্গলবার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম টুইট করেন। টুইটে তিনি লিখেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে গত পাঁচ দিনে দুজন বাংলাদেশি নিহত হওয়ার খবরে আমরা আতঙ্কিত। সর্বশেষ শিকার হলেন আবুল হাশিম।'

অ্যারিজোনার বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতা ও ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান মাহাবুব রেজা রহিম বলেন, কাসা গ্রান্দে সিটির সানল্যান্ড জিন রোড এবং ওয়েস্ট কংকোর্ডিয়া ড্রাইভে অবস্থিত 'সানলাইট মার্কেটে' রোববার সকাল সোয়া সাতটায় বন্দুকধারীর গুলিতে ঘটনাস্থলেই কুমিলার বুড়িচং উপজেলার আবুল হাশিম নিহত হন। হাশিম হত্যার ঘটনায় দেশটির পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গেছে।

নিহত ব্যক্তির ছোট ভাই মো. রুহুল আমিন বলেন, ছয় বছর বয়সী এক ছেলে ও দুই বছর বয়সী কন্যাসহ স্ত্রী ও মাবাবাকে নিয়ে বসতি গড়েছিলেন আবুল হাশিম। ৭ ভাঁইবোনের সবাই একই শহরে বসবাস করেন। যুক্তরাষ্ট্রেই তাঁকে দাফন করা হয়।

নিউইয়র্কাররা বন্ধুভাবাপন্ন, অতিথিপরায়ণ!

(প্রথম পাতার পর)

ভ্রমণকারীদের মনে স্থান করে নেয়। ফলে একটা সাধারণ ট্রিপও অসাধারণ ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়।

গাস্থার কিয়া সম্প্রতি এই জরিপটি চালায়। এতে ৩০০০ ভ্রমণকারী যারা প্রায়শঃই সড়কপথে বিভিন্ন স্টেটে যান তাদেরই জরিপের আওতায় আনা হয়। আমেরিকার কোন স্টেটের মানুষ বেশি বন্ধুভাবাপন্ন সেটাই জানার চেষ্টা করা হয়েছে এই জরিপে। বিশেষ করে কারা অতিথি পরায়ণ, সহায়তাপূর্ণ মনোভাবে রাখে তাদেরই খুঁজে বের করার প্রয়াশ ছিলো এতে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ১ থেকে ১০ পর্যন্ত মাপকাঠিতে র‍্যাংকিং করতে বলা হয়। যাতে ১০ সবচেয়ে বন্ধুভাবাপন্ন হিসাবে ধরা হয়।

জরিপে দেখা যায় নিউয়র্কের পরে রয়েছে মিসৌরি যার র‍্যাংকিং ৭.৯। আর জাতীয় গড় র‍্যাংকিং ৬.৭।

নিউইয়র্কারদের আরও নানাগুন উঠে আসে এই জরিপে। তারা ডাউন-টু-আর্থ, উদারমনা এমন বিশেষণও আসে জরিপের মধ্য দিয়ে। অন্যন্য অনেক স্টেটের নামও উঠেছে এসেছে যারা ভীষণরকম কমিউনিটি অরিয়েন্টেড আর এবং ভ্রমণকারীদের সঙ্গে তারা যথেষ্ট উদার। বেশ কিছু ছোট ছোট শহর ও বড় সিটি রয়েছে এই তালিকায়। তবে কিছু কিছু স্টেট রয়েছে যার নাম তালিকার পরের দিকে এসেছে। যেমন ক্যালিফোর্নিয়া। তাদের র‍্যাংকিং ৫.৬। লস এঞ্জেলস, স্যানফ্রান্সিসকোর মতো সিটি গুলোতে ভীষণ গতির প্রতিযোগিতাপূর্ণ জীবনই এই পিছিয়ে থাকার কারণ বলে উলেখ করা হয়েছে।

কুকুর কমান্ডারকে নিয়ে বিপাকে বাইডেন-জিল, কামড়ে দিচ্ছে যাকে তাকে

(প্রথম পাতার পর)

কুকুর 'কমান্ডার' কাউকে সামনে পেলেই কামড়ে দিচ্ছে। একজনে রীতিমতো হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। গত কয়েক মাসে অন্তত ১০ জনকে কামড়েছে কুকুরটি। এমন পরিস্থিতিতে কমান্ডারের আচরণ সংশোধনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমগুলো।

সিএনএন্নর খবরে বলা হয়েছে, হোয়াইট হাউসে কমান্ডার কামড়ে দিয়েছে সিক্রেট সার্ভিসের এক সদস্যকেও। ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন তখন পোষা কুকুরটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি। এ সংক্রান্ত একটি ই-মেইল সিএনএন্নর কাছে এসেছে এমনটাই জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি।

জিল বাইডেনের কমিউনিকেশনস ডিরেক্টর সংবাদমাধ্যমকে বলেন, অনেক সময় হোয়াইট হাউসের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পোষা প্রাণীগুলোর সমস্যা হয়। এখানকার চাপ তারা নিতে পারে না। তখন কিছুটা খ্যাপাটে আচরণ করে। এই পরিস্থিতিতে পোষা কুকুরটিকে প্রশিক্ষণ দিতে কর্মী প্রস্তুত করা হচ্ছে।

অন্যদিকে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জ্যঁ-পিয়েরে বলেন, কিভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায় সে নিয়ে কাজ করছে বাইডেন পরিবার। এ ছাড়া কমান্ডারের চলাফেরা, দৌড়ানোর জন্য আলাদা জায়গার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বাইডেন দম্পতি যখন হোয়াইট হাউসে বসবাস শুরু করেন তখন তারা সঙ্গে এনেছিলেন পোষা কুকুর মেজর ও চ্যাম্পকে। কিন্তু সে কুকুর দুটিও হোয়াইট হাউসের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি। সেবারও মেজর একদিন কামড়ে দেয় এক কর্মীকে। পড়ে কুকুর দুটিকে ডেলাওয়ারে বাইডেনের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।



মূল্যস্ফীতিতে স্বস্তি, অর্থনীতির 'সফটল্যান্ডিং'

(প্রথম পাতার পর)

আসবাব ও তৈজসপত্রেরও দাম কমেছে জুনে।

তবে মুভি টিকিটের দাম এক মাসে ০.৫% বেড়েছে। যা আগের বছরের চেয়ে বেড়েছ ৬.২%। ভেটেরিনারি সার্ভিসেসের ব্যয় এক মাসে ০.৫% বেড়েছে। যা আগের বছরের চেয়ে বেড়েছে ১০.৫%। রেস্টুরেন্টে খাবারের দাম বেড়েছে ০.৪%। যা ১২ মাস আগের তুলনায় বেড়েছে ৭.১%।

জরুরি সতর্কবার্তা পাঠাতে হবে ২৫ ভাষায়

(প্রথম পাতার পর)

কেন্দ্রীয় বিধানে পরিবর্তন আনা জরুরি।

এটর্নি জেনারেলদের ১৬ সদস্যের একটি জোটের নেতৃত্বে রয়েছেন লেটিশিয়া। তিনি বলেন ফেডারেল কমিউনিকেশনস কমিশনের নীতি নির্ধারকদের উচিত সরকারি সতর্কবার্তাগুলো মোবাইল ফোনে সাধারণের কাছে পৌঁছাতে ব্যবহৃত ভাষার সংখ্যা আরও বাড়ানো।

ফেডারেল কমিউনিকেশনস কমিশন অবশ্য একটি মেশিন ট্রান্সলেশন অ্যাপিকেশনের কথা বলছে যা সেলফোনগুলোকে সংযুক্ত করা হলে, ইংরেজিতে পাঠানো জরুরি বার্তাগুলো অনুদিত হয়ে ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয় ভাষায় পরিবেশিত হবে। সেগুলো অবশ্য মনুষ্য অনুবাদকারীদের মাধ্যমে যাচাই করা হবে না।

এদিকে অ্যাটর্নি জেনারেলদের জোট মনে করছে, এই মেশিন ট্রান্সলেশন মনুষ্য অনুবাদের মতো নিভুরযোগ্য হবে না। এজন্য তারা বর্তমানে কেন্দ্রীয় যোগাযোগে ব্যবহৃত ১৩টি ভাষা থাকলেও তা আরও বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

লেটিশিয়া জেমস্নর নেতৃত্বাধীন জোটটি মনে করে অন্তত ২৫টি ভাষায় এই অনুবাদ হওয়া জরুরি। যা ওয়্যারলেস ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট হিসেবে মানুষের কাছে পৌঁছাবে।

মোবাইল ফোনে সতর্কবার্তা পাঠানোর হার ক্রমেই বাড়ছে বিশেষ করে কর্তৃপক্ষকে যখন যে কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে এই সতর্কতা জারি করতে হয়।

লেটিশিয়া বলেন, গত ক্সসপ্তাহ নিউইয়র্কে ঝড়, বন্যা ও তীব্র তাপদাহ চলছে। এই সময়ে অনেক ইমার্জেন্সি ওয়্যারলেস অ্যালার্ট পাঠানো হয়েছে। অনেকের পক্ষেই এসব অ্যালার্ট বুঝে নেওয়া কষ্টসাধ্য ছিলো। এ অবস্থায় কোটি কোটি নিউইয়র্কারের জন্য তাদের জীবনরক্ষাকারী বার্তাগুলো তাদের নিজ ভাষায় পাঠতে পাবলে তারা উপকৃত হতো।

কেন্দ্রীয় কমিশন এরই মধ্যে যা করেছে তার জন্য প্রশংসা জানাই, কিন্তু কেউ যেনো বাদ না পড়ে যায়, সেটা নিশ্চিত করতে আমাদের সতর্কবার্তা পাঠানোর ক্ষেত্রে ভাষার সংখা বাড়াতে হবে, বলেন নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল।

লেটিশিয়া জেমস বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে কোনো একটি ভাষা অন্তত ৩০০,০০০ মানুষের মুখের ভাষা হলে তা সেই ভাষাই কেন্দ্রের এই সতর্কতাবার্তা পাঠানোর তালিকায় যুক্ত হতে পারে। সে হিসাবে বাংলা ভাষাভাষির সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে ৩০০,০০০ এর বেশি আর ধারণা করা যেতে পারে এক সময় বাংলাভাষাভাষিরা তাদের নিজেদের ভাষাতেই পাবেন এমন সতর্কবার্তা।

১৮ দিনেও সন্ধান মেলেনি

(প্রথম পাতার পর)

কুরিয়ার' এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। অনিক পাল পশ্চিম লাফায়েতের পারডু বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট করছিলেন। এর আগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োকেমেস্ট্রি ও মলিক্যুলার বায়োলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন।

পশ্চিম লাফায়েত পুলিশ লেফটেন্যান্ট জন এগার বলেছেন, নদীতে যে তরুণ ঝাঁপ দিয়েছিলেন, তিনি অনিক পাল। এ বিষয়ে তারা নিশ্চিত হয়েছেন। ইন্ডিয়ানা পুলিশ ধারণা করছে, নদীতে ঝাঁপ দিয়ে অনিক আত্মহত্যা করেছেন।

নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার পর এখন পর্যন্ত অনিক পালকে খুঁজে পায়নি ইন্ডিয়ানা স্টেট পুলিশ ও দমকল বাহিনীর ডুবুরিরা। ক্যাপ্টেন রবার্ট হ্যাইঞ্জ জানান, নদীটি বর্তমানে উত্তাল। ডুবুরিরা নিজেকে সামলে অনুসন্ধান চালাতে পারছেন না বলে ১১ জুলাই তলাশির সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।

ওয়েস্ট লাফায়েত পুলিশ বুলেটিনে বলা হয়েছে, ঘটনাস্থলে থাকা অফিসার ৩ জুলাই স্থানীয় সময় রাত ২টা ৩০ মিনিটের সময় নদীতে এক তরুণকে ঝাঁপ দিতে দেখেন। এরপর উদ্ধারকর্মী ও পুলিশ সেদিন প্রায় ৯ ঘণ্টা কে-৯এস দিয়ে নদীতে এবং তীরে অনুসন্ধান চালায়। স্থানীয় শেরিফের পক্ষ থেকেও ছয় দিনের বেশি সময় ধরে ড্রোন ব্যবহার করে তলাশি চালানো হয়। অবশেষে ১১ জুলাই পুলিশ তলাশি অভিযান সমাপ্তি ঘোষণা করে। পুলিশ জানিয়েছে সব ধরনের চেষ্টা চালিয়েও তারা অনিকের সন্ধান পাননি।

তবে, অনিক পালের পরিবার মনে করে, তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন না। তারা বলছেন, অনিক এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। তারা তার তলাশি অভিযান অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন।

থ্রিডি প্রিন্টার থেকে বেরিয়ে আসছে কংক্রিটের মিশ্রণ

(শেষের পাতার পর)

প্রতিষ্ঠান। সেখানে মোট ১০০টি একতলা বাড়ি তৈরি করা হবে। আগামী সেপ্টেম্বর থেকে এই বাড়িগুলোয় বসবাস শুরু হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নির্মাতারা জানিয়েছেন, এরই মধ্যে কয়েকটি বাড়ি বিক্রিও হয়ে গেছে।

থ্রিডি প্রিন্টিংয়ের মাধ্যমে বাড়ি নির্মাণের বিষয়টি হয়তো অনেকের কাছে অজানা। আসলে এটি অত্যাধুনিক একটি প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তিতে অবকাঠামো গড়ে তুলতে ব্যবহার করা হয় বিশাল আকারের সব প্রিন্টার। সাধারণ ছাপার কাজে সচরাচর যেসব প্রিন্টার দেখা যায়, এগুলো তেমন নয়।

কালির বদলে থ্রিডি প্রিন্টারে ব্যবহার করা হয় নির্মাণ-উপাদান বা কংক্রিটের মিশ্রণ। কম্পিউটারে আগে থেকেই সংরক্ষণ করা থাকে বাড়ি বা অবকাঠামোর নকশার গাণিতিক হিসাব। সেই হিসাব মেনেই প্রিন্টারের নলের অগ্রভাগ থেকে কংক্রিটের মিশ্রণ বের হয়ে স্তরে স্তরে গড়ে তোলে অবকাঠামো।

টেক্সাসের ওই বাড়িগুলোর নির্মাতারা জানিয়েছে, নির্মাণকাজে ব্যবহার করা হচ্ছে ৪৬ ফুট চওড়া রোবট প্রিন্টার। বাড়িগুলোর দেয়াল তৈরির পর দরজা, জানালা ও ছাদ নির্মাণ করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এসব বাড়িতে যুক্ত করা হয়েছে সোলার প্যানেল। বাড়িগুলোর আয়তন ১ হাজার ৫০০ থেকে ২ হাজার ১০০ বর্গমিটার। প্রতিটি বাড়িতে তিন থেকে চারটি শোবার ঘর রয়েছে। বাড়িগুলো বিক্রি হচ্ছে ৪ লাখ ৭৫ হাজার থেকে ৫ লাখ ৯৯ হাজার ডলারে।

থ্রিডি প্রিন্টারের মাধ্যমে নির্মাণকাজ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ কমায় বলে উঠে এসেছে স্বাধীন এক গবেষণায়। এতে নির্মাণবর্জ্যও কম বের হয়। এ ছাড়া প্রিন্টার ব্যবহারের মাধ্যমে নির্মাণকাজে ব্যবহৃত উপাদান কম লাগে। প্রতিবছর সারা বিশ্বে ৮ শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের জন্য দায়ী সিমেন্টের ব্যবহার।

২০২০ সালে সিঙ্গাপুরে করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, থ্রিডি প্রিন্টারের মাধ্যমে একটি বাথরুম তৈরি করতে ২৫ দশমিক ৪ শতাংশ খরচ কম হয়। এ ছাড়া প্রচলিত নির্মাণকৌশলের তুলনায় প্রায় ৮৬ শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড কম নিঃসরণ হয় প্রিন্টার প্রযুক্তিতে।

এসবের পরও থ্রিডি প্রিন্টার ব্যবহারের মাধ্যমে নির্মাণকাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেক বিশেষজ্ঞ। তাঁদের ভাষ্যমতে, থ্রিডি প্রিন্টারে এখনো এমন কংক্রিট ব্যবহার করা হচ্ছে, যেগুলো কার্বন নিঃসরণের সঙ্গে জড়িত। আর অবকাঠামোর নিরাপত্তাসংক্রান্ত যেসব নীতিমালা আছে, সেগুলো এখনো ব্যাপক হারে মেনে চলা হচ্ছে না।

চিত্রে বিপা'র ৩০ বছর পূর্তি উৎসব

























চিত্রে বিপা'র ৩০ বছর পূর্তি উৎসব







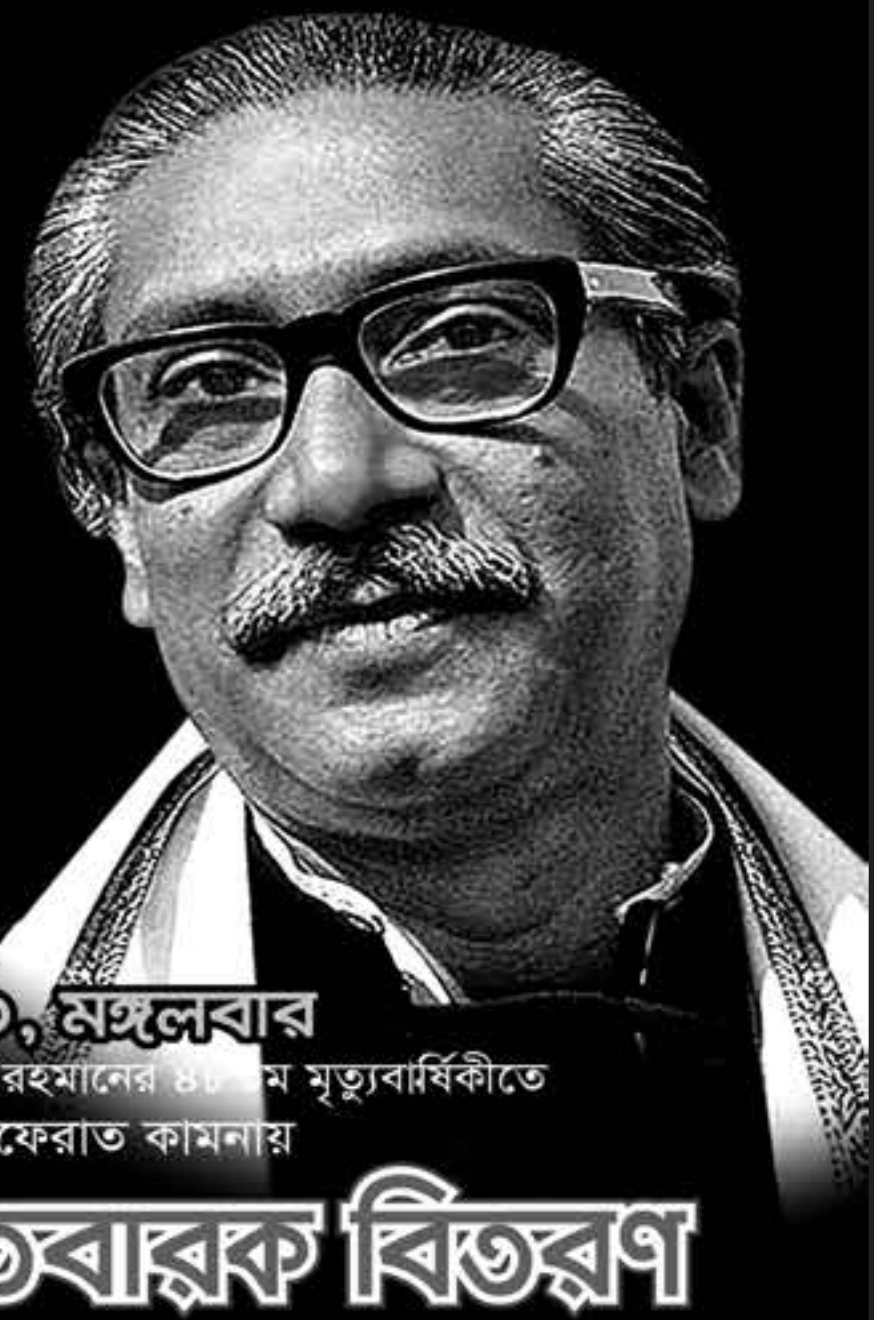






SYLHET MOTORS
Getting Approved is EASY
BAD CREDIT ?
NO CREDIT ?
No Problem...
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
QUALITY PRE-OWNED VEHICLES
YOU WORK
YOU DRIVE
Address: 161-05 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432
Phone: 718-523-3044, www.sylhetmotors.com

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস



১৫ আগস্ট ২০২৩, মঙ্গলবার

বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকীতে

তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়

দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ

স্থান: ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রিট (নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে), সময়: দুপুর ৪টা থেকে রাত ১০টা

সভাপতি
সাকিল মিয়া

আহ্বায়ক
মীর নিজামুল হক

সদস্য সচিব
সোহেল গাজী

সাধারণ সম্পাদক
মো. আলম নমি

যুগ্ম আহ্বায়ক: মো. এ আজাদ, মিয়া মোঃ দুলাল, আব্দুল মালেক, ও আব্দুল হামিদ, পরিচালনায়: শাহ নেওয়াজ যুগ্ম সদস্য সচিব: হাজী এনাম, মো. মাহবুব রহমান ও ডিউক খান

তত্ত্বাবধায়নে: শাহ জে চৌধুরী প্রধান সমন্বয়কারী: মইনুল ইসলাম প্রধান পৃষ্ঠপোষক: আসেফ বারী টুটুল

চেয়ারম্যান: মামুন মিয়াজী চেয়ারপারসন: বিপ্লব সাহা কো-চেয়ারপারসন: সাখাওয়াত বিশ্বাস

পৃষ্ঠপোষক: নুরুল আজিম, ফাহাদ সোলায়মান, তারেক হাসান খান, এটর্নি মঈন চৌধুরী, জেড আর চৌধুরী (লিটু), ও আহসান হাবিব

সহযোগিতায়: মঈনুল ইসলাম, শাহ জে চৌধুরী, বারী হোম কেয়ার, আশরাফুল আলম খোকন, হাজী এনাম, ডেরা রেস্টুরেন্ট, মেসবাহ আবেদীন, শেখর কৃষ্ণ, ডা. ফেরদৌস খন্দকার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, সি কে (অভি) , মনসুর চৌধুরী, প্রিমিয়াম সুইটস, মামা'স রেস্টুরেন্ট, নুরুল আমিন বাবু, নুরুজ্জামান সরদার, ফরহাদ রেজা, নিলুফা শিরিন, হাসান জিলানী, মোহাম্মদ আলী, মোঃ কে. ভূইয়া, গোলাম হাসান, রফিকুল ইসলাম, আজার ভূঁইয়া, আকতারুর রহমান মামুন, রনি, মোঃ কামরুজ্জামান, মোঃ জাহিদ মিয়া, মোঃ শাজের উদ্দিন, সাঈদ খান, রাজু আহমেদ, মফিজুর রহমান, জেবিবিএ, হাসান মাহমুদ সোহেল, মো: লুৎফুর রহমান চুন্নু, আলমগীর হোসেন, মোঃ আশরাফুল আজিজ, মোঃ জহিরুল ইসলাম, মোঃ আব্দুর রহিম ভূঁইয়া, মোঃ আবু তাহের, মোঃ আনোয়ার হোসেন (অনু), আহাদ ভূঁইয়া, ডা. তৌহিদ শিবলী ও গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার।

উপদেষ্টা পরিষদ: হারুন ভূঁইয়া, মো: মহিউদ্দিন দেওয়ান, জয়নাল আবেদিন, রাশেদ আহমেদ, ইশতিয়াক রুমী, সিরাজুল হক কামাল, মহসিন নবী, কামরুজ্জামান কামরুল, প্রদীপ সাহা, কাজী শামসুদ্দোহা, মনসুর চৌধুরী, মোঃ পিয়ার, মোল্লা মাসুদ, রফিকুল আহমেদ, ইকতারুজ্জামান রতন, মোঃ কবির রতন, বিদ্যুৎ দাস, জে মোল্লা সানি, এলিন রহমান, দেবাশীষ দাস বব, শফিউদ্দিন মিয়া, শাহাদাৎ হোসেন।

সার্বিক সহযোগিতায়: মোঃ মানিক বাবু, শেখ সোমান পলাশ, আসাদুল ইসলাম আসাদ, মোঃ হাসনাত হাসান, শামস জনি, শাহীন চৌধুরী, আফতাব জনি, আকরাম হোসেন বিপ্লব, নিহার সিদ্দিকী, আলমগীর খান আলম, মোঃ সায়েম উল্লাহ, মুকা মিয়া, গোপাল সান্যাল, ওয়াসীম, নাঈ মিয়া, গনেশ কীর্তণীয়া, মোঃ রাদবি, শাহরিয়ার হোসেন, শোভন, কবির চৌধুরী জসী, কামরুজ্জামান বকুল ও মতিন।

ফটোগ্রাফি: নিহার সিদ্দিকী

আয়োজনে-

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী

চিত্রে কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র বনভোজন













মালদ্বীপ ঘিরে 'মহাসমর'



মালদ্বীপের আশপাশটা সমুদ্র পরিবহনের গুরুত্ববহ এলাকা। সে কারণে এখানকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে শক্তিধর অনেক দেশের প্রত্যাশার ভার বইতে হচ্ছে। বহির্বিশ্বে অনেকের কাছে জয়-পরাজয়ের উপলক্ষ হয়ে উঠেছে মালদ্বীপের ভোট। এবিষয়ে লিখেছেন- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ের গবেষক আলতাফ পারভেজ

ভূমি-আয়তন অনুযায়ী বিশ্বের দেশগুলোর তালিকা হলে মালদ্বীপ ২০৯তম হবে। ৩০০ বর্গকিলোমিটারের মতো শুকনো জায়গা আছে তার। কিন্তু 'ঠান্ডাযুদ্ধে'র কালে এক ইঞ্চি জমিও বড় দেশগুলোর আগ্রহের বাইরে থাকার উপায় নেই।

মালদ্বীপের অবস্থাও তা-ই। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর মালদ্বীপে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো দেখলে বোঝা যায়, এই নির্বাচন ঘিরে দেশটির রাজধানী মালের চেয়েও বেশি চাপা উত্তেজনা চলছে বেইজিং ও নয়াদিল্লিতে। এমনকি ওয়াশিংটনের বিভিন্ন দপ্তরেও।

যে নির্বাচনী গণতন্ত্র ধুঁকে ধুঁকে টিকে আছে

বাংলাদেশর মানুষের কাছে মালদ্বীপের পরিচিতি দুই রকমের। বেকারদের কাছে এটা কাজের খোঁজে যাওয়ার দেশ। এক লাখের বেশি বাংলাদেশি আছেন এখানে। আবার অতিধনী বাংলাদেশিদের মালদ্বীপ পছন্দ বেড়ানোর জায়গা হিসেবে। এর সাগর লাগোয়া মনোহর 'ভিলা'গুলো বিলিয়নিয়ারদের কাছে খুব আকর্ষণীয়। শেষোক্তদের অনেকে জানেন, মালদ্বীপে নির্বাচনের সময় বড় রিসোর্টগুলোতেও ব্যালট বাক্স থাকে। আপাতদৃষ্টিতে যা উন্নত গণতন্ত্রের বার্তা দেয়।

বাস্তবে ১৯৬৫ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতার পর যে নির্বাচনী সংস্কৃতির শুরু, তা কোনোমতে এখনো ধুঁকে ধুঁকে টিকে আছে মাত্র। মামুন আবদুল গাইয়ুমের তিন দশকের শাসনে (১৯৭৮-২০০৮) নির্বাচনী ব্যবস্থার ওপর ব্যাপক বলাৎকার হয়। গত এক যুগে তা আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতামুখর হয়েছে কেবল।

মালদ্বীপে প্রেসিডেন্টকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা। ফলে আসন্ন নির্বাচনে একজন প্রেসিডেন্ট বেছে নিতে হবে ২ লাখ ৮০ হাজার ভোটারকে। ভোটারসংখ্যার হিসাবে মালদ্বীপের নির্বাচনকে বাংলাদেশের একটা সংসদীয় আসনের সমতুল্য ব্যাপার বলা যায়। ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব এ রকম ছোট নির্বাচনকে এশিয়ার প্রধান এক উত্তেজক বিষয়ে পরিণত করেছে।

বাংলায় 'গরিবের সুন্দরী বউ' বলে যে কথা চালু আছে, মালদ্বীপের অবস্থা সে রকম। চীন-ভারত-যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া মিলে ঠান্ডাযুদ্ধ যত গরম করছে, ভারত মহাসাগরের জল তত ঘোলা হচ্ছে। সেই সূত্রে এই সাগরের মধ্যে থাকা মালদ্বীপের দিকে দূরদূরান্তের মোড়ল-মাতব্বরদেরও দৃষ্টি পড়ছে।

মালদ্বীপের আশপাশটা সমুদ্র পরিবহনের গুরুত্ববহ এলাকা। সে কারণে এখানকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে শক্তিধর অনেক দেশের প্রত্যাশার ভার বইতে হচ্ছে। বহির্বিশ্বে অনেকের কাছে জয়-পরাজয়ের উপলক্ষ হয়ে উঠেছে মালদ্বীপের ভোট।

এমডিপি ও পিপিএম উভয়ে ঝামেলায়

মালদ্বীপে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ। ডাকনাম ইবু। তাঁকে ইবু সলিহও বলা হয়। সেপ্টেম্বরে তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হতে চান। 'এমডিপি' নামে পরিচিত এই দলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রগ্রেসিভ পার্টি অব মালদ্বীপ বা 'পিপিএম'। পিপিএম থেকে স্বাভাবিকভাবে তাদের নেতা ইয়ামিন আবদুল গাইয়ুমের প্রার্থী হওয়ার কথা। ইয়ামিন গাইয়ুম হলেন মালদ্বীপের পুরোনো শাসক মামুন আবদুল গাইয়ুমের বয়সে ছোট সৎভাই।

তাঁদের পিতা আবদুল গাইয়ুম ইব্রাহিমের (তাঁর আট স্ত্রী ছিলেন) ২৫ সন্তানের মধ্যে মামুন ছিলেন ১১তম এবং ইয়ামিনের চেয়ে ২০ বছর বড়। প্রভাবশালী পরিবার এরা। মামুন ও ইয়ামিন মিলেই পিপিএমের গোড়াপত্তন করেন। তবে বহু আগে ইয়ামিনের ইচ্ছায় মামুন গাইয়ুমকে পিপিএম ছাড়তে হয়। দুর্নীতির অভিযোগে ইয়ামিনেরও ১১ বছর সাজা হয়েছে। নির্বাচনের আগে আগে এ রকম মামলা ও রায়ে পিপিএম বিচার বিভাগে সলিহ সরকারের প্রভাব দেখছে।

এই অভিযোগ কতটা সত্য, তা যাচাই সহজ নয়। তবে ইয়ামিনের বিরুদ্ধে দেওয়া নিম্ন আদালতের রায় এখনো উচ্চ আদালতে চূড়ান্ত হয়নি। ফলে তিনি নির্বাচন করতে পারবেন কি না, সেটা অনিশ্চিত। তাঁর প্রার্থিতা অনিশ্চিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে এমডিপি ও সলিহের সুবিধা হওয়ার কথা। কিন্তু মুশকিল হলো সলিহের দলের ভেতর আবার উপদলীয় সংঘাত বেধেছে। এই দলের প্রভাবশালী নেতা মুহাম্মদ নাশিদও প্রেসিডেন্ট হতে চান। তিনি এখন 'মজলিশ' নামে পরিচিত পার্লামেন্টের স্পিকার। একসময় তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন এ দেশে।



নাশিদের অনুসারীরা কিছুদিন আগে এমডিপি ছেড়ে নতুন দল বানিয়েছেন 'দ্য ডেমোক্র্যাটস' নামে। শাসক দলের ১২ জন এমপি এ দলে যোগ দিয়েছেন। নাশিদ ইতিমধ্যে এই দলে যোগ দিয়েছেন।

এমডিপি ভেঙে দুই উপদল হওয়া এবং তা থেকে দুজনের প্রেসিডেন্ট হতে চাওয়া সংগত কারণে বিরোধী দল পিপিএমের জন্য সুখকর। কিন্তু সেই সুখ তারা উপভোগ করতে পারছে না, যেহেতু তাদের প্রার্থী নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে। ইয়ামিনের দণ্ড তাদের বেকায়দায় ফেলেছে। অথচ ব্যাপক জনসমর্থন আছে এই দলের।

প্রশ্ন হলো, মালদ্বীপের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির এ রকম অবস্থার সঙ্গে ভূরাজনীতি কীভাবে সম্পর্কিত?

আবদুল্লাহ ইয়ামিন যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন চীনের সঙ্গে তাঁর গভীর সখ্য ছিল। ২০১৮ সালের নির্বাচনে তাঁর পরাজয় এবং সলিহের ক্ষমতায় আসা ভারতের প্রচারমাধ্যমকে বেশ উৎসাহের সঙ্গে প্রচার করতে দেখা যায়।

নয়াদিল্লির নীতিনির্ধারকেরা সচরাচর মনে করেন, ভারত মহাসাগরে প্রভাববলয় তৈরির স্বাভাবিক অধিকার আছে তাঁদের দেশের এবং সে লক্ষ্যে মালদ্বীপ কাছে থাকাই সংগত। তা ছাড়া অতীতে দেশটির নানান বিপদে ভারত সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। ১৯৮৮ সালের নভেম্বরে তামিল ভাড়াটে সৈনিকদের এক অভ্যুত্থানের হাত থেকে মালদ্বীপের সরকারকে রক্ষা করেছিল ভারতীয় নৌবাহিনীর 'অপারেশন ক্যাকটাস'। ভারত এসব সহায়তার বিনিময়ে মালদ্বীপের কাছে স্থায়ী আনুগত্য প্রত্যাশা করে বলে মালদ্বীপের অনেকের অনুমান।

অন্যদিকে চীন মনে করে, যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী বিশ্বশক্তি হতে গিয়ে ভারত মহাসাগরে মালদ্বীপ তার বন্ধুদেশ হলে ভালো হয়। দেশটিকে বন্ধু বানাতে ইয়ামিনের আমলে তারা নানান অবকাঠামো তৈরিতে বেশুমার ঋণ-অনুদান দিয়েছে। সরকারি হিসাবে চীনকে পরিশোধ করতে হবে এমন ঋণের পরিমাণ এখন প্রায় তিন বিলিয়ন ডলার। চীনের জন্য মধুর ক্ষণ ছিল ওই ঋণ দেওয়ার সময়টা এবং ইয়ামিনের ১১ বছর কারাদণ্ডের ঘটনায় স্বভাবত হতোদ্যম তারা। আবার এমডিপিতে দুটি উপদল তৈরি হওয়ায় নয়াদিল্লিও আসন্ন নির্বাচন নিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারছে না।

মালদ্বীপের রাজনীতির এই জটিলতায় চীন-ভারতের নেতাদের পাশাপাশি দেশটির মানুষও হতবিহ্বল।

ইতিমধ্যে এমডিপির নাশিদপন্থী উপদল তাদের ঐতিহাসিক বিরোধী পক্ষ পিপিএমের ইয়ামিন অনুসারীদের সঙ্গে জোট করার জন্য যোগাযোগ করেছে। অর্থাৎ বর্তমান প্রেসিডেন্ট সলিহের পুনরায় ফিরে আসা ঠেকাতে পুরোনো বৈরিতা ভুলে সব বিরোধী দলের সঙ্গে এক কাতারে দাঁড়াতে চায় তারা। রাজনীতি যে সব সম্ভবের শিল্পকলা, সেটাই প্রমাণিত হয় এতে। অথচ নাশিদ ও সলিহ শৈশবের বন্ধু এবং শেষোক্তজনের স্ত্রী ফাজনা আহমেদের সূত্রে উভয়ে তাঁরা নিকটাত্মীয়।

সলিহকে ক্ষমতায় আনায় নাশিদের সহায়তা ছিল। অন্যদিকে নাশিদ ও ইয়ামিনের রাজনৈতিক শত্রুতা অনেক পুরোনো। কিন্তু এসব এখন ইতিহাসমাত্র। নাশিদের কাছে আপাতত প্রধান বিষয় প্রেসিডেন্ট হিসেবে সলিহকে ঠেকানো। অতীতের শত্রু পিপিএমের সঙ্গে হাত মেলাতেও প্রস্তুত তিনি। তবে পিপিএম এখনো বলছে না তাদের প্রধান ইয়ামিন প্রার্থী না হলে তারা নির্বাচনে কাকে প্রার্থী করবে বা কাকে সমর্থন করবে? রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের মতে, পিপিএম যদি শেষ পর্যন্ত নাশিদকে সহায়তা করে, তাহলে সলিহের পক্ষে জিতে আসা কঠিন। প্রশ্ন হলো, তাতে ইয়ামিনের অনুসারীদের কী লাভ হবে? কিংবা নাশিদ প্রেসিডেন্ট হলে ভারতের দিক থেকে অসুবিধা কী? চীনের দিক থেকে লাভ কী?

'ইন্ডিয়া ফার্স্ট' বনাম 'ইন্ডিয়া আউট'

প্রেসিডেন্ট সলিহের শাসনামলে মালদ্বীপের সমাজের একটা নজরকাড়া ঘটনা হলো 'ইন্ডিয়া আউট' নামের প্রচার আন্দোলন। ২০২০ সালে এটা শুরু। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, সলিহ সরকার দেশের মাটিতে ভারতীয় সামরিক উপস্থিতি তৈরি করেছে। মাঠপর্যায়ের এই আন্দোলন ততটা শক্তি পায়নি, যতটা হইচই ফেলেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

২০২১ সালের এপ্রিলে প্রেসিডেন্ট সলিহ এক ডিক্রি জারি করে এই আন্দোলন থামান। এই আন্দোলনের প্রতি বিরোধী দল পিপিএমের উৎসাহ গোপন ছিল না। সে কারণেই আন্দোলন শুরুর পর থেকে ভারতে পিপিএম এবং ইয়ামিন নিন্দার শিকার হতে থাকেন। কিন্তু এমডিপি থেকে বের হয়ে আসা মুহাম্মদ নাশিদ প্রেসিডেন্ট হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে এখন 'ইন্ডিয়া আউট' আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীলদের কাছে যাচ্ছেন।

ব্যক্তিগতভাবে তিনি এ রকম আন্দোলনের পক্ষের কেউ নন, বরং উল্টোটাই সত্য। একাধিকবার প্রকাশ্যে সলিহ সরকারের ঘোষিত 'ইন্ডিয়া ফার্স্ট' নীতির পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন নাশিদ। কিন্তু নির্বাচন সামনে আসায় সবার রাজনৈতিক আদর্শের কিছুটা ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। এত দিনের বিরোধী পক্ষ পিপিএমের সহায়তায় নাশিদ যদি প্রেসিডেন্ট হন, তাতে মাঠপর্যায়ে ভারতবিরোধী সামাজিক শক্তির জয় হিসেবেই দেখতে হবে একে। ও রকম অবস্থায় ইয়ামিনের পক্ষেও কারাদণ্ড পাল্টিয়ে আবার রাজনীতিতে ফেরার পথ খুলতে পারে।

ইয়ামিন নির্বাচনে প্রার্থী হতে না পারলে যেকোনো মূল্যে এমডিপির সলিহকে হারাতে চাইবেন, তাতে সন্দেহ নেই। আর সলিহের পরাজয় ভারতের স্বার্থের দিক থেকে হবে একটা আঘাত। গত কয়েক বছর সলিহকে তারা নানাভাবে সহায়তা করেছে। দেশটিতে তাদের অনেক কৌশলগত অর্জনও রয়েছে সম্প্রতি।

২০২৩-২৪-এর বাজেটে ভারত মালদ্বীপের জন্য ৪০০ কোটি রুপি রেখেছে ঋণ হিসেবে। সেই ঋণের অর্থে তারা মে মাসে দেশটির নৌবাহিনীকে দুটি যুদ্ধযান দিয়েছে। এর আগে ২০২২ সালে মালদ্বীপের উপকূলজুড়ে ১০টি রাডার বসিয়েছে। তার আগের বছর ছোট্ট এই দেশে ভারত তার দ্বিতীয় কূটনৈতিক মিশন খুলেছে। ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে ভারত এখানে হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভেরও কাজ করছে। এত সব সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট সলিহকে দুষছেন বিরোধীরা। আসন্ন ভোটে এ রকম সব পক্ষ যদি একত্র হতে পারে, সেটা বেইজিংয়ের পক্ষে যাবে।

আবার পিপিএম যদি ইয়ামিনকে প্রার্থী করতে ব্যর্থ হয় এবং নাশিদকে সমর্থন না দিয়ে নিজ দলের ভেতর অন্য কাউকে মনোনয়ন দেয়, তাহলে বর্তমান প্রেসিডেন্ট সলিহের জয়ের সম্ভাবনাই বেশি। অর্থাৎ ইয়ামিনবিহীন ত্রিমুখী নির্বাচন সলিহকে জেতাবে; দ্বিমুখী নির্বাচন নাশিদকে লাভবান করবে।

যুক্তরাষ্ট্রও মালদ্বীপকে পাশে চায়

নির্বাচন ঘিরে ভূরাজনৈতিক বিবেচনার বাইরে ভিন্ন আরেক সামাজিক শঙ্কা উঁকি দিচ্ছে মালদ্বীপে। গত এক দশক এখানে উদারনৈতিক ভাবাধারার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করছে অনেক সামাজিক সংগঠন। স্থানীয়দের দক্ষিণপন্থী মনস্তত্ত্বের দিকে টানছে তারা।

দেশটির নির্বাচনী রাজনীতিতে চীন-ভারতের প্রভাব খুঁজতে সবাই যখন ব্যস্ত, ঠিক ওই ফাঁকে সেখানে বাড়ছে রক্ষণশীল তৃতীয় পক্ষ। মধ্যপ্রাচ্যের 'আইএস' নামে পরিচিত ইসলামিক স্টেট যোদ্ধাদলে মালদ্বীপের প্রায় আড়াই শ নাগরিক আছে বলে আল-জাজিরায় খবর বের হয়েছিল একদা (৮ মে ২০২১)। দেশটিতে ইতিমধ্যে একাধিক সাংবাদিক উগ্রপন্থীদের দ্বারা অপহৃত বা খুন হয়েছেন। এসব নিয়ে ইউরোপ-আমেরিকা নিয়মিত উদ্বেগ প্রকাশ করে যাচ্ছে। আইএসের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা আহমেদ আমিন যে মালদ্বীপের মানুষ, সে দাবিও আছে যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে।

তবে আইএস শনাক্ত করার বাইরেও মালদ্বীপ নিয়ে ওয়াশিংটনের আগ্রহ আছে। ২০২০ সাল থেকে এখানে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক উপস্থিতি বাড়ছে। ওই বছরের ১১ সেপ্টেম্বর দুই দেশ একটা প্রতিরক্ষা চুক্তিও সই করেছে। ভারতের বাইরে এই প্রথম কোনো দেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি করার সাহস দেখাল মালে।

বলা বাহুল্য, নয়াদিল্লির অনুমোদন ছিল এতে। অথচ ২০১৩ সালে মালদ্বীপ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 'সোফা' (স্ট্যাটাস অব ফোর্সেস অ্যাগ্রিমেন্ট) চুক্তি করতে চাইলে ভারত বাদ সেধেছিল। ঠান্ডাযুদ্ধ মাত্র ছয়-সাত বছরে এ অঞ্চলে সম্পর্কের সমীকরণ অনেক বদলে দিয়েছে, সেটাই প্রমাণিত হয় এ ঘটনায়।

তবে ওয়াশিংটন মালদ্বীপের সঙ্গে কেবল প্রতিরক্ষা চুক্তি করেই থামতে চায় না। 'ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায়' মালদ্বীপকে 'আরও পাশে' চায়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়ামিনের আমলে দেশটি চীনের বিআর-আইয়ের (বেল্ট অ্যান্ড রোডস ইনিশিয়েটিভ) সাগরভিত্তিক রুটে যুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিয়ে রেখেছে।

চীনাদের বিআরআই যে ওয়াশিংটনের পছন্দ নয়, সেটা কোনো গোপন ব্যাপার নয়। ফলে যুক্তরাষ্ট্র সামনের নির্বাচনে ইয়ামিন বা পিপিএমকে হয়তো আর দেখতে চাইবে না। এখানে ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লির পছন্দ মিলছে, কিন্তু এমডিপি দলে ভাঙন উভয়ের যৌথ পছন্দের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে।

পুনশ্চ:

ঠান্ডাযুদ্ধের সময় রাজনীতির মতো কূটনীতিও নাটকীয়ভাবে পাল্টাচ্ছে। ভারত ১৯৮৮ সালে মালেতে যে অভ্যুত্থান দমন করে, তার অন্যতম সংগঠক ছিলেন আজকের প্রেসিডেন্ট সলিহের স্ত্রীর পিতা আহমেদ ইসমাইল মালিক। আর এখন সলিহ সেখানে তাঁদের প্রধান পছন্দ।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

হায়দার ভ্রাতৃবৃন্দ ও আমাদের সাহিত্য

॥ মীযানুল করীম ॥

কী কবিতা, কী গল্প, কী নাটক বা উপন্যাস, প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা অবদান রেখেছেন। বলছি (পাবনার) 'হায়দার' ভাইদের কথা। ছয়জন সহোদর হায়দারের কথা আমরা জানি।

চট্টগ্রামে প্রতি বছর বড় মেলা হতো বন্দরনগরীতে। একবার মেলায় গেছি। সেখানে পাবনার তাঁতের শাড়ির বিক্রেতা বলছিলেন, 'আমাদের বাড়ি আপনাদের চিটাগং ইউনিভার্সিটির শিক্ষক জিয়া হায়দারের বাড়ির পাশে।' জিয়া হায়দার তখন বিখ্যাত ও আলোচিত নাট্যকার, ভাইদের মধ্যে সবার বড়। বাবা মুসলিম লীগের একসময়ের নেতা মোহাম্মদ হাকিমুদ্দীন শেখ; মায়ের নাম মোসাম্মৎ রহিমা খাতুন। বাড়ি পাবনা জেলা শহরের অদূরে বিখ্যাত দোহারপাড়ায়। পরে তারা পাবনা শহরে চলে আসেন। জিয়া হায়দার দীর্ঘকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটকের শিক্ষক ছিলেন। থাকতেন চাট-গাঁ শহরের লাল খাঁ বাজারের ইস্পাহানি ভবনে। আমার সহপাঠীদের প্রায় সবাই নাটকের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু আমি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও নাটক বিষয়ে তেমন পড়িনি। আমাদের ইংরেজি বিভাগের অদূরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি ভবনের উপরের তলায় ছিল তার অফিস ও নাটক বিষয়। জিয়া হায়দারের জন্ম ১৯৩৬ সালের ১৮ নভেম্বর। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় জিয়া হায়দারের দু'টি নাটক খুব জনপ্রিয় ছিল : এলেবেলে (১৯৮১) এবং শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ (১৯৭০)। আমি একবার জিয়া হায়দারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিচারক হবার অনুরোধ করতে গিয়ে ধমক খেয়েছিলাম। সেটিই আমার প্রাপ্তির আনন্দ। কারণ তখন তিনি হয়তো ছিলেন খুব ব্যস্ত। জিয়া হায়দার ২০০৮ সালে মারা যান। তিনি ১৯৭৭ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান নাটকে এবং একুশে পদক পান ২০০০ সালে। জিয়া হায়দার বাংলায় স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৯ সালে। মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে। এর আগে আমেরিকার হাওয়াই ইউনিভার্সিটি থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৬৮ সালে। ১৯৮২ সালে তিনি ব্রিটেনের বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটি থেকে সার্টিফিকেট ইন শেক্সপিয়ারিয়ান থিয়েটার অর্জন করেন। উল্লেখ্য, তার বড় গোঁফের অনুসরণ করেছেন অন্যান্য ভাই।

১৯৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন তার ছোট ভাই রশীদ হায়দার। তিনি কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। থাকতেন মিরপুর মিল্কভিটা রোডে মল্লিকা আবাসিক এলাকায়। তার বাসার কাছাকাছি আমিও থাকতাম। রশীদ হায়দার স্নাতকোত্তর হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫ সালে। তিনি বাংলা একাডেমির পরিচালক ও জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহী ছিলেন। রশীদ হায়দার বাংলা একাডেমিতে থাকাকালে এক দিন একুশের বইমেলায় গেছি। দেখি, তিনি বাংলা একাডেমির বটতলায় বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের ছবির কাছাকাছি অবস্থান করছেন। তখন দেখি, আমার প্রিয় কবি ফররুখ আহমদের ছবিটা উল্টো ঝুলছে। এ অবস্থায় রশীদ হায়দারকে অনুরোধ করায় তিনি তা ঠিক করে দেন। একুশের বইমেলায় তার সুন্দর ভরাট কণ্ঠস্বর এখনো কানে বাজে। স্কুলে পড়ার সময় তার 'নানকুর বোধি' (১৯৬৭) বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখেছি। তার আরেকটি বই বের হয় ১৯৮৬ সালে 'মেয়েদের ঘরবাড়ি' নামে। ১৯৮৫ সালে তিনি গ্রন্থনা করেন 'শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষ' গ্রন্থ। এর আগের বছর তিনি বাংলা সাহিত্যে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৮৮ সালে বের হয় তার রচিত কবি হাসান হাফিজুর রহমান জীব-নীগ্রন্থ। ১৯৮৮ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত 'স্মৃতি ৭১' নামে ১৩ খণ্ডে তার বিশাল বই বের হয় বাংলা একাডেমি থেকে। এটিই তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

তাদের আরেক ভাই কবি মাকিদ হায়দারের জন্ম ১৯৪৭ সালে। তিনি বিসিকের জিএম ছিলেন। ১৯৮১ ও ১৯৮৯ সালে ফিলিপিনস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে গণসংযোগ ও গণমাধ্যমে তিনি ডিপ্লোমা লাভ করেন। তার সময়ে এক দিন বিসিক অফিসে গেছি। তখন বিসিকের ডিজাইন বিভাগের প্রধান ছিলেন আলাউদ্দীন আহমেদ, সে কক্ষে আগে বসতেন বিখ্যাত 'পটুয়া' কামরুল হাসান। মাকিদ হায়দার প্রথম দিনই আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, কবিতার পঙ্‌ক্তি, 'সংগ্রাম কবির কাহার সনে।' উল্লেখ্য, আমি তখন দৈনিক সংগ্রামের স্টাফ রিপোর্টার। প্রথম দিনেই তিনি আমাকে এভাবে আপন করে নিলেন। তার লিখিত বিখ্যাত বই 'রোদে ভিজে বাড়ি ফেরা' (১৯৭৬) এবং 'প্রিয় রোকোনালী' (২০০৩) নামের দু'টি কাব্যগ্রন্থ। তিনি গল্পের বইও লিখেছেন।

তাদের আরেক ভাই দাউদ হায়দারের জন্ম ১৯৪৮ সালে। দাউদ হায়দার আমাদের নবীজী সা:-এর প্রতি সমালোচনামূলক কবিতা লিখে জার্মানিতে স্বনির্বাসনে। তখন তিনি দৈনিক সংবাদের সাহিত্য সম্পাদক। তার কবিতাটির নাম ছিল 'কালো সূর্যের কালো জ্যোৎস্নার কালো বন্যা'। দাউদ হায়দার একই কবিতায় যিশুখ্রিষ্ট ও মহামতি গৌতম বুদ্ধেরও সমালোচনা করেন। তাকে প্রথমে কলকাতা পাঠিয়ে দেয়া হয়। জনমনে এর তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। ১৯৭৪-এর সেই দিনগুলোতে কবি ফররুখ আহমদ মারা গেলে তাকে নিয়ে দাউদ হায়দারের একটি লেখা বের হয় কলকাতার বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'দেশ' ম্যাগাজিনে। লেখাটি ছিল চমৎকার। দাউদ হায়দার যে ফররুখের কিছুটা ভক্ত ছিলেন, তা অস্বীকার করা যাবে না।

তাদের ছোট ভাই কবি জাহিদ হায়দারের জন্ম ১৯৫৬ সালে। তিনি বাংলায় স্নাতকোত্তর করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৭ সালে। তার লেখা কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ আছে। তাদের সবার ছোট ভাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনিও সাহিত্যচর্চা করে থাকেন।

বাংলা একাডেমির প্রকাশিত কবি-সাহিত্যিকদের পরিচিতি গ্রন্থে একসঙ্গে এত ভাইয়ের উপস্থিতি আর নেই।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
tax refund
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

VIVIDMORTGAGES

YOUR DREAM HOUSE



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved





তানহা শেখ'র হাতে সাসটেইনেবল ফ্যাশন ডিজাইনার অব দ্যা ইয়ার পুরষ্কার

ঢাকা: তানহা শেখ। একজন তরুন ফ্যাশন ডিজাইনার। বাংলাদেশের ফ্যাশন ডিজাইনারদের নিয়ে গঠিত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ফ্যাশন ডিজাইন কাউন্সিল অব বাংলাদেশের সদস্য তিনি। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের ফ্যাশন তুলে ধরতে প্রতিষ্ঠা করেন নিজস্ব ফ্যাশন ব্র্যান্ড তান।

শিল্প সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এমন একটি পরিবেশে বড় হওয়া তান শেখ কাজের শুরুতেই চিন্তা করেন পরিবেশের কথা। পোশাক উৎপাদনে ব্যবহৃত কৃত্রিম রঙ পরিবেশের জন্য কতখানি হুমকি হতে পারে সেই ভাবনা থেকেই গবেষনা শুরু করেন। সিদ্ধান্ত নেন সাসটেইনেবল পোষাক উৎপাদনের। পরিবেশ বান্ধব বা কম বিপজ্জনক পদ্ধতি ব্যবহার করে পোশাক উৎপাদন শুরু করেন তিনি। উৎপাদন ব্যয় বেশি হওয়ার পরেও পরিবেশ বিবেচনায় তিনি তার পোশাক উৎপাদন পদ্ধতি অপরিবর্তিত রাখেন।

আর কাজের সম্মাননা স্বরূপ নতু-নধরা প্রেজেন্টস বাংলাদেশ অ্যাচভার্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৩'র জমকালো আয়োজনের দ্বিতীয় আসরে রাজধানীর অভিজাত এলাকা বনানীর লেকসোর হোটেলের ব্যাঙ্কুয়েট হলে সাসটেইনেবল ফ্যাশন ডিজাইনার অব দ্যা ইয়ার সম্মাননা গ্রহণ করেন তিনি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি ও বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মশিউর রহমান রাঙ্গা এই সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন তার হাতে।

অ্যাওয়ার্ড পেয়ে উচ্ছসিত শেখ তানহা বলেন অ্যাওয়ার্ড পাওয়া বরাবরই আনন্দের ব্যপার। তবে আমি চাই তরুণদেরকে বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে জানাতে এবং আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য রক্ষা করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও দেশের বার্তাটি পৌছে দিতে। আপনাদের সকলের ভালোবাসা ও উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

তাপদাহে ওষ্ঠাগত প্রাণ, ১০৫ ডিগ্রিতে পুড়লো নিউইয়র্ক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ ফারেনহাইটে হিসাবে গত সপ্তাহে নিউইয়র্কে গরমের অনুভব ১০৫ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠে আসে। সেলসিয়াসে যা ৪০.৫ ডিগ্রি। তীব্র এই তাপদাহকে বিপজ্জনক আখ্যা দিয়ে নগরবাসীর স্বস্তির জন্য নিউইউয়র্ক সিটিতে নেওয়া হয় বিভিন্ন পদক্ষেপ। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয় এই তাপদাহ। আর এটাকে মৌসুমের প্রথম তাপপ্রবাহ হিসেবে উলেখ করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে এমন তাপদাহ আরও আসবে।

বৃহস্পতিবার ফারেনহাইটে তাপমাত্রা ৯০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যায়। যা তাপদাহ হিসেবেই বিবেচিত। শুক্র ও শনিবারেও একই মাত্রার তাপদাহ বিরাজ করে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এই তাপপ্রবাহ বিরাজ করে। শুক্রবার নিউইয়র্কের পাঁচটি বোরোর সবকটিতে এবং নিউজার্সির উত্তরাঞ্চলীয় উপশহরগুলোতেও একই তাপমাত্রা বিরাজ করে এবং এই সতর্কতা ছিলো ট্রাই স্টেটের অন্যান্য অংশের জন্যও প্রযোজ্য।

গত দুই বছরে এই প্রথম নিউইয়র্ক সিটিতে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হলো। নিউইয়র্ক সিটি ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট কমিশনার জাকারি ইসকল বলেছেন, তাপ বাড়ার সাথে সাথে বাতাসে আর্দ্রতার মাত্রাও বাড়বে যা নিউইয়র্কারদের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠতে পারে।

এর পাশাপাশি নিউইয়র্কের ৫টি বোরো ও লং আয়ল্যান্ডে বাতাসের মান নিয়েও সতর্কতা জারি করা হয়। ওয়েস্টচেস্টার, রকল্যান্ড কাউন্টিও এই সতর্কতার আওতায় ছিলো।

sunman express
global money transfer
Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services.
Fast, Secure & Reliable Remittance
আরো একধাপ এগিয়ে
UCB
SUNMAN GLOBAL EXPRESS CORP. partnership with UNITED COMMERCIAL BANK PLC
TOTAL BRANCHES 223
ATM 353
SUB BRANCHES 140
UCB UNITED COMMERCIAL BANK LIMITED
UPAY WALLET HOLDER 7 MILLION
AGENT BANKING OUTLETS 249
1 LAC ATM CRM 661
3% Incentive UCBL Cash
Pickup transaction (2.5%+.50Extra)
NO FEES
Cash Pickup
Bank Deposit
Mobile Wallet
bKash
উপায়
Remittance Partner
Agrani Bank Limited
Uttara Bank Limited
SBAC Bank Limited
JAMUNABANK
DHAKABANK LIMITED EXCELLENCE IN BANKING
aibl Al-Arafah Islami Bank Limited shariah based always
Southeast Bank Limited
SIBL Social Islami Bank Limited
UNITED COMMERCIAL BANK LIMITED UCB
Sunman Global Express Corp.
Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services.
HEAD OFFICE
3714 73rd Street (Suite-201),
Jackson Heights, NY-11372
Phone: 718-505-2224
JACKSON HEIGHTS BRANCH
37-17 74th Street (1st FL)
Jackson Heights, NY-11372
Phone: 718-565-5052
JAMAICA BRANCH
167-05 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Phone: 718-297-3443
ASTORIA BRANCH
29-24 36 Avenue
L.I.C, NY- 11106
Phone: 718-729-0600
www.sunmanexpress.com

AFTAB SUPER MARKET
WHERE QUALITY MATTERS

144-01 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435
Tel- 718-301-8510

HALAL MONITORING SERVICES HMS HALAL CERTIFIED AND MONITORED

FREE PARKING

HALAL MEAT & FISH
BIG SALE
VALID FROM
7/24/23 TO 8/7/23

SHAD KALIJEERA RICE 13.99 10LB
KRISHI KALIJEERA RICE 15.99 10LB
EGN KALIJEERA RICE 19.99 10LB
FATIMA PREMIUM BASMATI 21.99 20LB
LAXMI SELLA P BASMATI 18.99 20LB
CAROLINA RICE 12.99 10LB
COCA-COLA -2 FOR 4.99 2LT
RADHUNI MUSTARD OIL-2 FOR 14.99 1LT
PRAN MUSTARD OIL-2 FOR 14.99 1LT
PRAN MANGO JUICE-3 FOR 5.00 1LT
OLIO VILLA POMACE OIL 15.99 EACH
FU-WANG GOODY NOODLES 2 FOR 6.99 FAMILY PACK
MAGGI NOODLES 2 FOR 5.99 8PACK
BUMBLE BEE LIGHT TUNA 3 FOR 4.99
MAGGI VEGETABLES SOUP 4 FOR 4.99
AK PURE TURMERIC /CHILI/ CORIANDER 3.49 3500M JAR EACH
AK PURE TURMERIC /CHILI 7.99 2.20LB EACH
KOCHUR LOTI 3 FOR 4.99
PUGLISI ORGANIC EGGS 4.99 EACH
JACK'S EGG FARM MEDIUM EGG 4 FOR 5.00
AK PURE PREMIUM COOKIE JAR 4.49 2LB EACH
SUPERIOR CRYSTAL IODIZED SALT 3 FOR 3.99
DELTA RICE 32.99 50LB
RICELAND RICE 25.99 50LB
SWAD VEGETABLE OIL 40.99 EACH
DANO 2500GM 29.99
SWAD GINGER /GARLIC PASTE 3.49 EACH
LAXMI KALA CHANA 2 FOR 4.99 2LB
LAXMI MASOOR DAL 2 FOR 8.99 4LB
PRAN SPECIAL DRY CAKE 2 FOR 4.99
ISPAHANI MIRJAPUR TEA/TAAZA TEA 3.99 400GM EACH
BEEF WITH BONE 3.49 /LB
REGULAR CHICKEN 2.49 /LB
CHICKEN LEGS WITH SKIN 1.29 /LB
CHICKEN BREAST 2.99 /LB
BABY GOAT 8.99 /LB
REGULAR GOAT 5.99 /LB
3KG ROHU 1.99 /LB
3KG MRIGAL 2.99 /LB
RESHMEE HILSHA 1200GM UP 8.49 /LB
SHAHJALAL KESKI 3 FOR 4.99 2500M
SHAHJALAL JUMBO KOI 8.99 /BAG
GOLDA CHINGRI 10 PIECES 13.99
3 PACK CK HILSHA 11.99 EACH PACK
GALLON OF MILK 3.49 EACH

TEL: 718-301-8510

We accept all major credit cards and EBT Food Stamp:
VISA MasterCard DISCOVER BENEFIT

সাহিত্য সাময়িকী

চৈত্রের চিঠি
নাসির আহমেদ

চৈত্রের ধু-ধু রোদে টলমল দাহ
মরীচিকা শুধু জলের গল্প বলে
জলের আদলে রৌদ্রের কী প্রবাহ!
রৌদ্রে-জ্যোৎস্না প্রহেলিকা হয়ে জ্বলে

চৈত্রের শেষে ফুরোবে দেনার ভার
হালখাতা জুড়ে আশার শস্য বোনা
ফুরোলো চৈত্র, হালখাতা তবু তার
নতুন পাতাটি তোমাকেই খুললো না ।

স্বপ্নে তোমার চৌচির মাঠজুড়ে
বৃষ্টির ধারা ঝরঝর সারারাত
বাস্তব শুধু খরায় গিয়েছে পুড়ে
দগ্ধ কৃষক তোমারই কপালে হাত ।

তবু গেয়ে ওঠো বৈশাখী আবাহন
আসবে বৃষ্টি হালখাতা খোলা সন ।

দু'টি কবিতা
শঙ্খশুভ্র পাত্র

১.
দূরের সাইকেল

দূরের সাইকেল সে আমার নয়
এতটা বিজন পথ
সৃজনের জন্য ওই চাকা
হৃদয়ের কথা বোঝে, সুরে-সুরে পৃথিবীআকার
এ-দৃশ্যে মগ্নতা দাবি করে গভীর প্রণয়...

২.
রাতের সানাই

সন্দেহ ও সন্ধের মধ্যে ঘন অন্ধকার
ছন্দে বেজেছে মন
পছন্দের কথা আজ দ্বন্দ্বে নিবেদিত
ফুলের গন্ধে কোনও ভুল নাই...
এলোচুলে এলোমেলো
মন আজ রাতের সানাই

কবিও সাঁতার জানে
দুখু বাঙাল

মানুষ বুভুক্ষু যদি, আমি গাছ– আমি এক পল্লবিত তরু
নদীজলে দোল খায় জ্যোৎস্নায় কবি এক চ-ীদাস, বড় ।

মানুষ হলে একলাফে মরিপড়ি ঝাঁপ দিয়ে প্লাবিত জলে
চোখ বুঝে দিনমান ভাঙা যেত দুই কূল ঢেউ তুলে তুলে ।

ইচ্ছেনদী– স্বৈরিণী, অবশেষে দ্বিধা হয়ে ভাসালে দুকূল
আমি তো চেয়েছি শুধু দোয়াব অঞ্চলজুড়ে শতবর্ণ ফুল ।

কবিও সাঁতার জানে, যেই নদী বুকে ধরে কুসুমের ভেলা
কবির স্বভাব এই– বাকি সব ধারাপাত হাভাতেই গেলা ।

মানুষ বুভুক্ষু যদি, আমি গাছ– আমি এক পল্লবিত তরু
নদীজলে দোল খায় জ্যোৎস্নায় কবি এক চ-ীদাস, বড় ।

প্রণয়-ডালা
সুমন শামসুদ্দিন

তুমি আমার সেই সকাল
তোমার কাছ থেকে একটু সময় চুরি করে-
তোমার মিষ্টি ভোরের সুবাসে ভাসি ।

তুমি আমার সেই দুপুর
তোমার সময় থেকে একটু চুরি করেই-
তোমার সুখে প্রাণ খুলে হাসি ।

তুমি আমার সেই বিকেল
একটু তোমার সময় চুরি করেই-
চোখে চোখ রেখে
তোমার অনন্ত-গহীন
অন্তর্দৃষ্টি দেখে ফেলি ।

তুমি আমার সেই সন্ধ্যা
তোমার সান্ধকালীন একটু সময় চুরি করে-
তোমার সুবাসিত এলোচুলে
গুপ্তপ্রেমের পাখনা মেলি ।

তুমি আমার সেই রাত্রি
তোমার সারারাত চুরি করে-
উত্তাপিত বুকে অনুভব করি
তোমার ধুকপুক করা স্বর্গীয় ছন্দমালা ।

আমার যত সারাদিন এবং
অবশিষ্ট রাত্রিগুলো তোমায় দিলাম-
অনাদিকাল সাজিয়ে রেখো
তোমার প্রণয়-ডালা ।

পাবে না এখানে, হে পথিক
সায়ীদ আবুবকর

জীবনে গভীর দুঃখ এলো; মনে হলো
এ দুঃখ অনন্তকাল রয়ে যাবে ।
তারপর সুখ এলো; মনে হলো
এ সুখের কখনো হবে না শেষ ।

অরণ্যে বসন্ত এলো, ফুটলো কুসুম,
পাখিরা জুড়লো গান, মনে হলো
এ বসন্ত চিরকাল রয়ে যাবে ।
শীত এলো, ঝরে গেল
পত্র-পল্লব; উধাও হলো ফুল,
পাখিরা পাথর হয়ে গেল;
মনে হলো এ জড়তা
কাটবে না কোনোদিন ।

হে পথিক, যে পথেই তুমি যাও,
ফুরিয়েই যাবে পথ,
পাবে না এখানে তুমি অন্তহীন কোনো
দুঃখ, সীমাহীন কোনো সুখ ।

রহস্য খুঁজতে গিয়ে
হাবিব ফয়েজি

রহস্য খুঁজতে তিনি যখন পা বাড়ালেন পৃথিবীর পথে
দু'পা এগিয়েই দেখলেন অজস্র রহস্য ছড়িয়ে আছে
পৃথিবীর পথে প্রান্তরে

মানুষের ভেতরে মানুষের সাবলীল বেড়ে ওঠা
গাছের উপর পরগাছার অনাকাঙ্খিত রাজত্ব
দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারের রহস্যজাল

আগুনের পেট চিরে সবুজ পাতার উঁকিঝুঁকি
অরণ্য ভেদি আগুনের লকলকে লাল জিহ্বা

তারপর ফিরে যেতে চাইলে মাঝপথে আটকে গেলেন
অক্টোপাসের মতো রহস্য তাকে ঘিরে ধরেছে
একসময় তিনি রহস্যের ভেতর হারিয়ে গেলেন!

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

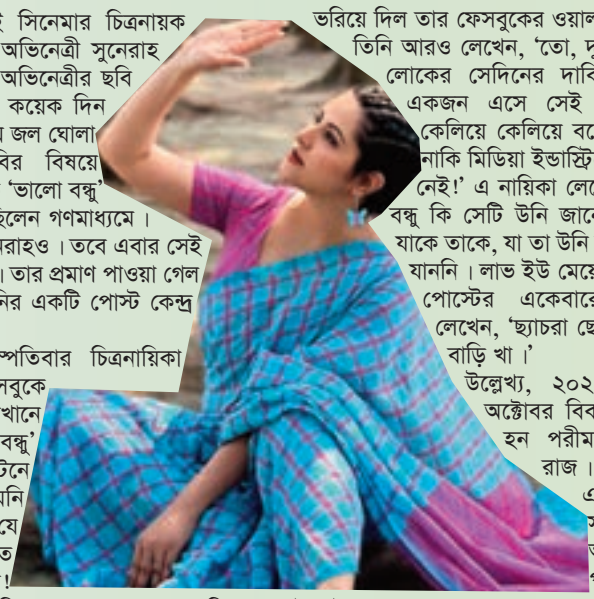
Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

কাকে 'জুতার বাড়ি' খেতে বললেন পরীমনি



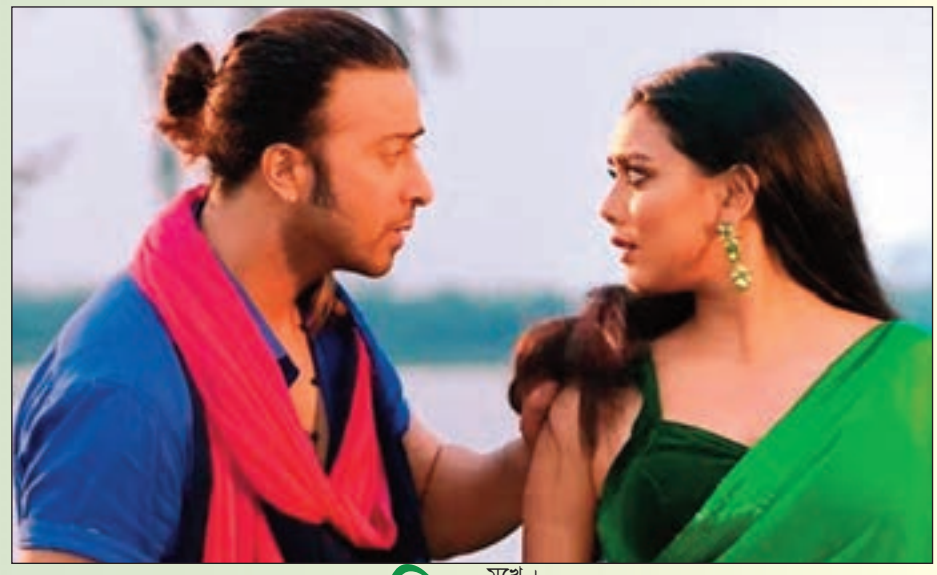
বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার চিত্রনায়ক শরীফুল ইসলাম রাজ, অভিনেত্রী সুনেরাহ বিনতে কামালসহ তিন অভিনেত্রীর ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হয় কয়েক দিন আগে। পরে এ নিয়ে কম জল ঘোলা হয়নি। প্রকাশিত ছবির বিষয়ে শরীফুল রাজ সুনেরাহকে 'ভালো বন্ধু' হিসেবেই পরিচয় দিয়েছিলেন গণমাধ্যমে। একই কথা বলেছেন সুনেরাহও। তবে এবার সেই হাওয়া অন্যদিকে বইছে। তার প্রমাণ পাওয়া গেল সামাজিকমাধ্যমে পরীমনির একটি পোস্ট কেন্দ্র করেই।

গত ২৭ জুলাই বৃহস্পতিবার চিত্রনায়িকা পরীমনি নিজের ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন। যেখানে স্বামী রাজের 'ভালো বন্ধু' সুনেরাহর প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন তিনি। পরীমনি লিখেছেন, 'একজন যে সেদিন বন্ধু বন্ধু বলতে বলতে হারিয়ে গেল! বন্ধুদের বন্ধুত্বের ব্যাখ্যা নিয়ে এত বড় এক রচনা লিখে ভরিয়ে দিল তার ফেসবুকের ওয়াল!'

তিনি আরও লেখেন, 'তো, দুদিন আগে সেই লোকের সেদিনের দাবি করা বন্ধুদের একজন এসে সেই চেয়ারে বসেই কেলিয়ে কেলিয়ে বলে গেলেন, তার নাকি মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো বন্ধুই নেই!' এ নায়িকা লেখেন, 'সুন্দর না? বন্ধু কি সেটি উনি জানেন তার মানে। যাকে তাকে, যা তা উনি বন্ধু বলে চালিয়ে যাননি। লাভ ইউ মেয়ে।'

পোস্টের একেবারে শেষে পরী লেখেন, 'ছ্যাচরা ছেমরা নেহ জুতার বাড়ি খা।'

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ১৭ অক্টোবর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন পরীমনি ও শরীফুল রাজ। ২০২২ সালে এই দম্পতির সংসার জুড়ে আসে একটি পুত্রসন্তান। যার নাম রাজ্য।



মনে হয়েছে আমি বাংলাদেশেরই অভিনেত্রী: ইধিকা

বিনোদন ডেস্ক: 'প্রিয়তমা' সিনেমায় শাকিব খানের সঙ্গে জুটি বেঁধে অভিনয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন ওপার বাংলার ছোটপর্দার অভিনেত্রী ইধিকা পাল। বিশেষ করে এ ছবিতে তার বেশ কয়েকটি সংলাপ শাকিবিয়ানদের মুখে মুখে।

যদিও সিনেমা শুরুর আগে শাকিবের সঙ্গে ইধিকার জুটি নিয়ে কিছু বিতর্ক ছিল। ঢালিউডের শীর্ষ নায়কের সঙ্গে তাকে মানাবে কি না- এমন প্রশ্নও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেই সব বিতর্ককে পেছনে ফেলেই পর্দায় দারুণ কিছু উপহার দিয়েছেন ইধিকা। যার কারণে নবাগত এই নায়িকার প্রশংসা এখন মুখে মুখে।

সম্প্রতি ইধিকা গণমাধ্যমে মুখোমুখি হয়েছিলেন। এসময় শাকিবের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল জানতে চাইলে এ নায়িকা বলেন, শাকিব খানের ক্রেজ এবং তার সঙ্গে শুটিং দারুণ উপভোগ করেছি। তার ছবির নায়িকা বলে আমাকে এতটা সাদরে গ্রহণ করবে তা ভাবতেই পারিনি। মনে হয়েছে, আমি বাংলাদেশেরই অভিনেত্রী, সেখানকার মানুষেরই বহুদিনের পরিচিত

আমিশা ও সানি লিওনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি প্রযোজক সমিতির



বিনোদন ডেস্ক: অর্থ নিয়ে কাজ না করার অভিযোগ উঠেছিল বলিউড অভিনেত্রী আমিশা প্যাটেল ও সানি লিওনের বিরুদ্ধে। এবার ইন্ডিয়ান মোশন পিকচার প্রডিউসারস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দুই অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, মেসার্স এডি ফিল্মসের প্রযোজক হরেশ প্যাটেল এবং মেসার্স সৌন্দর্য প্রোডাকশনের বিনোদ বচ্চন আমিশা প্যাটেল ও সানি লিওনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগে বলা হয়- বিনোদ বচ্চনকে প্রায় ২১ লাখ রুপি ফেরত দেবেন সানি লিওন। কারণ তিনি একটি ছবির জন্য তার কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে কাজটি করেননি। অন্যদিকে হরেশ প্যাটেল ১.২ কোটি রুপি পাবেন আমিশা প্যাটেলের কাছে।

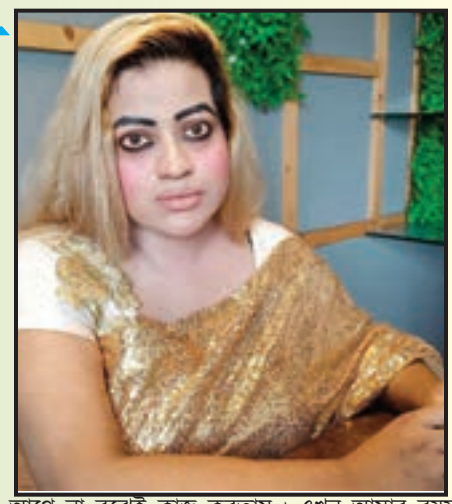
প্রযোজকদের প্রাপ্য টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমিশা ও সানিকে ২৫ জুলাই ইন্ডিয়ান মোশন পিকচার প্রোডিউসার অ্যাসোসিয়েশনের সালিশি ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল; কিন্তু দুই অভিনেত্রীই এদিন উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাই ইন্ডিয়ান মোশন পিকচার প্রডিউসারস অ্যাসোসিয়েশন আমিশা ও সানির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ইন্ডিয়ান মোশন পিকচার প্রডিউসারস অ্যাসোসিয়েশনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে- 'আমিশা প্যাটেলকে সাত দিনের মধ্যে এডি ফিল্মসের সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করে দিতে হবে। নির্দেশ না মানলে সালিশি ট্রাইব্যুনাল কঠিন ব্যবস্থা নেবে।'

অন্যদিকে সানি লিওনকে দেওয়া নোটিশে সভার তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে মেসার্স সৌন্দর্য প্রোডাকশনের প্রাপ্য অর্থ ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। না হলে তার বিরুদ্ধেও কঠিন ব্যবস্থা নেবে সালিশি ট্রাইব্যুনাল।

মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে সানি লিওনের সিনেমা 'রঙ্গিলা' ও 'বীরমাদেবী'। এছাড়া আলোচনায় রয়েছে অভিনেত্রীর 'কেনেডি'। অন্যদিকে আগামী ১১ আগস্ট বড়পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে আমিশা প্যাটেলের ছবি 'গদর ২'।

অতীত ভুলে কাজে ফিরছেন সানাই মাহবুব



বিনোদন ডেস্ক: প্রায় সাড়ে তিন বছর পর আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যামেরার সামনে কথা বললেন সানাই মাহবুব। তার ভক্তদের দিলেন সুখবর। অতীত জীবন ভুলে আবারো মিডিয়ায় ফিরছেন তিনি। ভালো কাজের মাধ্যমে সবার মন জয় করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এক সময়ের আলোচিত এই মডেল।

একান্ত সাক্ষাৎকারে সানাই বলেন, অনেকটা সময় পার হয়েছে। বদলেছে অনেক কিছু। আমি এখন অনেক পরিণত। নতুন করে সব শুরু করতে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেলের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। খুব শিগগিরই কাজে ফিরছি।

কেন মিডিয়া ছেড়েছিলেন? উত্তরে সানাই বলেন, আমি একপ্রকার বাধ্য হয়েই মিডিয়া ছেড়েছিলাম। আপনারা জানেন, আমি বারবার বাসা পরিবর্তন করতাম। কারণটা অনেকেই জানেন, আবার অনেকেরই অজানা। আজ বলছি- আমাকে বিভিন্ন মোবাইল নাম্বার থেকে কল করে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হতো। বলা হতো- আমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে; আমার বাবা-মাও চিনতে পারবেন না।

এতদিন পর ফেরা কতটা চ্যালেঞ্জিং? সানাইয়ের সহজ উত্তর- ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই আমাকে কাজ পেতে তেমন কোনো কষ্ট করতে হয়নি। আশা করি এখনো খুব একটা সমস্যা হবে না। এমন নয় যে, আমাকে কেউ চেনে না।

এবার কাজের ধরন নিয়ে তিনি বলেন, আগে যা করেছি, না বুঝেই করেছি। এখন সামাজিক এবং ভালো গল্পের মিউজিক ভিডিও, নাটক, সিনেমায় কাজ করতে চাই। আগে না বুঝেই কাজ করতাম। এখন আমার বয়স বেড়েছে। ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝি। ছোটবেলা থেকেই আমি সহজ-সরল স্বভাবের। অনেকেই আমার এ সরলতার সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন।

নির্মাতাদের উদ্দেশ্যে সানাইয়ের অনুরোধ, আমি আপনাদেরই মানুষ। সব সময় আপনারা আমাকে স্নেহ করতেন। আশা করি, এখনো আপনারা আমার পাশে থাকবেন। আমি কাজ করতে চাই। আপনাদের সঙ্গেই পথ চলতে চাই। আর ভক্তদের উদ্দেশে বলব, আমরা আপনাদের জন্যই কাজ করি। ভুল হলে গঠনমূলক সমালোচনা করে শুধরে দেবেন; কিন্তু দয়া করে কাউকে বাইরে থেকে দেখেই চূড়ান্ত কোনো মন্তব্য করবেন না। কারণ আপনারা জানেন না, যাকে নিয়ে মন্তব্য করছেন তার জুতোই কতটা বেদনার রক্ত লেগে আছে।

অপু বিশ্বাসের প্রশংসায় শাকিবের নায়িকা ইধিকা



বিনোদন ডেস্ক: 'প্রিয়তমা' সিনেমায় শাকিব খানের সঙ্গে জুটি বেঁধে অভিনয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন ওপার বাংলার ছোটপর্দার অভিনেত্রী ইধিকা পাল। বিশেষ করে এ ছবিতে তার বেশ কয়েকটি সংলাপ শাকিবিয়ানদের মুখে মুখে। যদিও সিনেমা শুরুর আগে শাকিবের সঙ্গে ইধিকার জুটি নিয়ে কিছু বিতর্ক ছিল। ঢালিউডের শীর্ষ নায়কের সঙ্গে তাকে মানাবে কি না- এমন প্রশ্নও তৈরি হয়েছিল।

কিন্তু সেই সব বিতর্ককে পেছনে ফেলেই পর্দায় দারুণ কিছু উপহার দিয়েছেন ইধিকা। যার কারণে নবাগত এই নায়িকাকে নিয়ে প্রশংসায় মেতেছেন ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়িকা অপু বিশ্বাস। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'শাকিবের বিপরীতে সমানভাবেই কাজ করেছেন ইধিকা। তার অভিনয় ছিল প্রশংসনীয়।'

অপুর এমন মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ইধিকা বলেন, একজন অভিনেত্রী কিংবা মানুষ হিসেবে অপু বিশ্বাসের এই মন্তব্য অনেক বড় মনের পরিচয়। কারণ তিনি তো অনেক দিন ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন।

আমার থেকে অনেক বেশি অভিজ্ঞতা তার। অন্যদিকে শাকিব খানের সঙ্গেও সবচেয়ে বেশি সিনেমায় কাজ করেছেন। একজন নবাগত নায়িকা হিসেবে, তার থেকে এমন মন্তব্য পাওয়া সত্যিই বড় বিষয় আমার জন্য।

শাকিবের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে ইধিকা বলেন, শাকিব খানের ক্রেজ এবং তার সঙ্গে শুটিং দারুণ উপভোগ করেছি। তার ছবির নায়িকা বলে আমাকে এতটা সাদরে গ্রহণ করবে তা ভাবতেই পারিনি। মনে হয়েছে, আমি বাংলাদেশেরই অভিনেত্রী, সেখানকার মানুষেরই বহুদিনের পরিচিত নায়িকা।



নষ্ট করে দেওয়া মেসির দেয়ালচিত্রকে আগের রূপে ফিরিয়ে এনেছেন সমর্থকেরা

স্পোর্টস ডেস্ক: ইন্টার মায়ামি সমর্থকদের উচিত এ ঘটনার যোগ্য জবাব দেওয়া- মেসির দেয়ালচিত্র নষ্ট করার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এভাবেই লিখেছিলেন ইন্টার মায়ামির এক সমর্থক।

জবাবটা ঠিকই দিয়েছেন মায়ামির সমর্থকেরা। পাল্টা কিছু নষ্ট করে নয়; বরং নষ্ট করা দেয়ালচিত্র আগের রূপে ফিরিয়ে এনে। এক দিন পরই নষ্ট করা সেই দেয়ালচিত্র প্রায় আগের রূপে ফিরিয়ে এনেছেন তাঁরা। একেবারে আগের রূপে ফেরাতে সময় লাগবে আরও দু-তিন দিন।

মেসির যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে আসার ঘোষণার পর থেকেই মেসি-জ্বরে কাঁপছে যুক্তরাষ্ট্র। এরই ধারাবাহিকতায় কিছুদিন আগে মেসির নান্দনিক একটি দেয়ালচিত্র অঙ্কন করে ইন্টার মায়ামির কট্টর সমর্থক গোষ্ঠী ভাইস সিটি ১৮৯৬। এই দেয়ালচিত্রে ইন্টার মায়ামির গোলাপি রঙের জার্সিতে দেখা যাচ্ছিল মেসিকে।

মেসির মায়ামিতে যাওয়া সবাই ভালোভাবে নিতে পারেননি। বিশেষ করে প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবগুলোর কট্টর সমর্থকেরা। তাই লোকচক্ষুর অন্তরালে মেসির এই দেয়ালচিত্র নষ্ট করেছেন প্রতিপক্ষ দলের সমর্থকেরা। কারা এই কাজ করেছেন, সেটা নিশ্চিত করে বলার সুযোগ নেই। তবে ধারণা করা হচ্ছে, দুটি দল এই কান্ড ঘটাতে পারে, যেখানে সম্ভাব্য একটি দল ভাবা হচ্ছে মায়ামি এফসি ও অন্য দলটি হলো অরল্যান্ডো সিটি এফসি।

এই ঘটনা যারাই ঘটাক না কেন, ভাইস সিটি ১৮৯৬ খুব একটা মাথায় ঘামায়নি। এই দেয়ালচিত্রের ডিজাইনার মোরামার্কোর ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছেন অনেকেই। আর এর শুরুটা হয়েছিল মোরামার্কোর এক অনুরোধে, 'আমি গ্রুপ চ্যাটে একটা বার্তা পাঠাই, সবাইকে সাহায্য করার অনুরোধ করি। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না কত মানুষ এগিয়ে এসেছে। সামষ্টিক এই কাজে আমরা গর্বিত। দেয়ালচিত্র নষ্টের এই প্রচেষ্টা আমাদের একত্র করেছে।'

৮০ জন মানুষের ৮ রাতের প্রচেষ্টায় গড়া দেয়ালচিত্র নষ্ট দেখার প্রতিক্রিয়ায় কেমন ছিল, এই প্রশ্নে মোরামার্কো বলেছেন, 'আমি হেসেছি, কিন্তু খুব ধাক্কাও খেয়েছিলাম। কাউকে অনেক পথ পাড়ি দিয়ে সেখানে যেতে হয়েছে, ভেবেচিন্তে রং দিয়েছে। কেউ আমাদের কাজে বিরক্ত হচ্ছে মানে আমরা ঠিক কাজটাই করছি।'

ধোনি কি তবে সিনেমায় অভিনয় করবেন

স্পোর্টস ডেস্ক: নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, তবে সিনেমার প্রতি ধোনির আগ্রহ যে অনেক, সেটা অজানা নয়। আগ্রহ আছে বলেই না 'ধোনি এন্টারটেইনমেন্ট' নামে সিনেমার প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান খুলেছেন বিশ্বকাপজয়ী ভারত অধিনায়ক। সেই প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে মুক্তি পাওয়া প্রথম সিনেমা 'লেটস গেট ম্যারিড' প্রচার অনুষ্ঠানে ধোনির স্ত্রী সাক্ষী ধোনি যা বলেছেন, তাতে ধোনির ভক্তরা আশাবাদী হতেই পারেন। তামিল এই সিনেমার প্রযোজক ধোনিকে দেখা যেতে পারে প্রধান চরিত্রেও।



সেটা কবে? কোন সিনেমায়? এত কিছু স্পষ্ট করে না বললেও ভালো কিছু পেলে ধোনি যে অভিনয় করতে পারেন, সেই ধারণা পাওয়া গেছে। ধোনি সিনেমার প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন কি না, এমন প্রশ্নে ধোনির স্ত্রী বলেছেন, 'যদি ভালো কিছু হয়, তাহলে ধোনি হয়তো করবে। সে ক্যামেরা দেখে লজ্জা পায় না। ২০০৬ সাল থেকে সে বিজ্ঞাপন করে আসছে। ক্যামেরার মুখোমুখি হতে ধোনি ভয় পায় না। ভালো কিছু পেলে সে হয়তো করতেও পারে।'

এর আগেও কপিল দেব, ইরফান পাঠানসহ ভারতের কয়েকজন ক্রিকেটারকে সিনেমার পর্দায় দেখা গেছে। তবে সেটা কেন্দ্রীয় চরিত্রে নয়। ধোনি কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করলে সেটা নতুন কিছু হবে।

সিনেমায় অভিনয় হয়তো করবেন, কিন্তু সেই সিনেমার ধরনটা কী হবে! অ্যাকশন, ড্রামা, কমেডি নাকি অন্য কিছু? এ প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন ধোনির স্ত্রী, 'অ্যাকশন, ধোনি সব সময় অ্যাকশন পছন্দ করে।'

'লেটস গেট ম্যারিড' সিনেমা দিয়ে পরিচালক হিসেবে অভিষেক হতে যাচ্ছে রমেশ তামিলমানির। এই পরিচালকের চাওয়া ধোনি অভিনয় করুক সুপার হিরোর চরিত্রে, 'ধোনি সত্যিকারের জীবনেও একজন সুপার হিরো, আমি তাকে সুপার হিরোর চরিত্রেই দেখতে চাই।'

'ধোনি এন্টারটেইনমেন্ট' ব্যানারে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন হারিশ কল্যাণ, ইভানা ও যোগি বাবু।

যুক্তরাষ্ট্রের নারী ফুটবল দল কেন জাতীয় সংগীত গায় না

স্পোর্টস ডেস্ক: জাতীয় সংগীত নিয়ে আবারও বিতর্কের জন্ম দিল যুক্তরাষ্ট্রের নারী ফুটবল দল। বৃহস্পতিবার (২৭ জুলাই) নারী বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র ম্যাচের আগে জাতীয় সংগীত গাননি যুক্তরাষ্ট্র দলের ৬ নারী ফুটবলার। সামাজিক বিভিন্ন বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত বাজানোর সময় গলা মেলাননি তাঁরা। এ ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চারপাশ থেকে সমালোচনা ধেয়ে আসছে খেলোয়াড়দের দিকে। তবে একজন দাঁড়িয়েছেন খেলোয়াড়দের পাশে চেক বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের টেনিস কিংবদন্তি মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা।



যুক্তরাষ্ট্র এবার বিশ্বকাপ খেলতে নেমেছে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে। তবে গ্রুপ পর্বেই দলটি আলোচনায় জাতীয় সংগীতের কারণে। নেদারল্যান্ডস ম্যাচের আগে গত ২২ জুলাই শনিবার ভিয়েতনামের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচেও দলটির ৬ ফুটবলার জাতীয় সংগীতে গলা মেলাননি। ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতেছিল যুক্তরাষ্ট্র। সে ম্যাচে অ্যান্ডি সুলিভান, সোফিয়া স্মিথ, নাওমি গিরমা, এমিলি ফক্স, ট্রিনিটি রডম্যান ও ক্রিস্টাল ডান দেশের জাতীয় সংগীত বাজার সময় বুকে হাত রাখেননি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। কাল নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষেও ওই ছয়জনই চুপ ছিলেন।

সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা, যেমন বর্ণবাদ, নারীদের প্রতি বৈষম্য, পুলিশি নির্যাতন- এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মাঠে জাতীয় সংগীত বাজার সময় চুপ করে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের নারী ফুটবল দলের জন্য নতুন কিছু নয়। নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হওয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্রের ডিফেন্ডার নাওমি গিরমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তবে জাতীয় সংগীত বাজার সময় নীরব থাকার কারণটা তিনি পরিষ্কার করে বলেননি, 'মাঠে নামা মানে তো ম্যাচের প্রস্তুতি নিয়েই নামা। কিন্তু সেটাই মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল না।' এ সপ্তাহের শুরুতে গিরমা বলেছিলেন, 'সব খেলোয়াড়েরই পছন্দ-অপছন্দ আছে।'

তবে খেলোয়াড়দের এই নীরব প্রতিবাদকে 'লজ্জা'র এবং 'অসম্মানজনক' বলছেন অনেকেই। সবচেয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতিমান সংবাদকর্মী ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মেগান কেলি। কাল যুক্তরাষ্ট্র দল মাঠে নামার আগে কেলি বলেছিলেন, খেলোয়াড়দের আচরণে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। 'দ্য মেগান কেলি শো' অনুষ্ঠানে তিনি খোঁচা মেরেছেন এভাবে, 'আমি সত্যিই বিশ্বাস করি, তাদের (খেলোয়াড়) চোখে অন্তত আমেরিকান নারী হিসেবে নারীবাদ ও নারীর ক্ষমতায়ন হলো দেশকে ঘৃণা করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ের কোনো আসরে জাতীয় সংগীত না গেয়ে নিজেকে ও দেশকে খাটো করতে হবে। জাতীয় সংগীত বাজার সময় অনেকে বুকেও হাত রাখেনি, যার অর্থ হলো দূরত্বটা অনেক বেশি।'

যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ক্যারোলাইনার গভর্নর নিকি হ্যালেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনা করে লিখেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের নারী দল 'আমেরিকান ড্রিম'-এর মধ্যে আছে। বিশ্বের সবচেয়ে স্বাধীন ও সুবিচারসম্পন্ন দেশে তারা জন্মেছে। নিজেদের কাজের (খেলা) মাধ্যমে তারা এর পুরস্কারও পেয়েছে। এই আশীর্বাদটুকু তাদের মনে রাখা উচিত এবং পরেরবার ছেলে ও মেয়েরা যেন জাতীয় সংগীত গায়।'

১৮ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন সর্বকালের অন্যতম সেরা টেনিস খেলোয়াড় নাভ্রাতিলোভা অবশ্য সুলিভান-গিরমাদের পাশে দাঁড়িয়ে জবাব দিয়েছেন নিকি হ্যালেকে। বলেছেন, 'নিজেদের নিংড়ে বেশির ভাগ সময় জিতেই তারা এটা (দেশের সম্মান) রক্ষা করছে; গান গেয়ে নয়। যেখানে কোনো সমস্যা নেই, সেখানে সমস্যা না খুঁজে সমাধান নিয়ে কথা বলা উচিত।'

২০১৬ সালে জাতীয় সংগীত না গেয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্র নারী দলের কিংবদন্তী মেগান র‍্যাপিনো। পুলিশি নির্যাতন ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রাগবি খেলোয়াড় কলিন কায়েপারনিক হাঁটু গেড়ে বসে প্রতিবাদ জানানোর পর তাঁকে সমর্থন জানিয়ে ওই কাজ করেছিলেন র‍্যাপিনো।

পরের বছর যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল কর্তৃপক্ষ নিয়ম করেছিল, জাতীয় সংগীত বাজার সময় হাঁটু গেড়ে বসা যাবে না। কিন্তু ২০২১ টোকিও অলিম্পিকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে জাতীয় সংগীত বাজার সময় যুক্তরাষ্ট্র নারী দলের একজন ফুটবলার বাদে সবাই হাঁটু গেড়ে বসে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। গত বছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্তও পুরুষ ফুটবলারদের সমান বেতন পাওয়া নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে বিরোধ ছিল জাতীয় দলের নারী ফুটবলারদের। এ নিয়ে মামলাও হয়েছিল, যা পরে নিষ্পত্তিও হয়।



বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বিজ্ঞাপনের দাম আকাশচুম্বি!

স্পোর্টস ডেস্ক: ভারতে অনুষ্ঠিতব্য ওয়ানডে বিশ্বকাপের বাকি আর মাত্র কয়েক মাস। ইতোমধ্যেই তৈরি হচ্ছে ভেন্যুগুলো। প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে বিশ্বকাপের সম্প্রচার স্বত্ব পাওয়া প্রতিষ্ঠান ডিজনি হটস্টারও। তবে অন্যান্য ম্যাচের তুলনায় তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই সমর্থকদের মাঝে এক ভিন্ন উন্মাদনা। শুধু সমর্থকদের মাঝেই নয়- এ উন্মাদনা থাকে খেলা সম্প্রচার করা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝেও। এই ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকে শত কোটি দর্শক। এ সুযোগটাই কাজে লাগাতে চায় ডিজনি হটস্টার।

টিভি এবং ডিজিটাল প্লাটফর্মের জন্য বিজ্ঞাপন ও স্পন্সরের পৃথক মূল্য তালিকা প্রকাশ করেছে ডিজনি হটস্টার। টিভির জন্য দুই ক্যাটাগরিতে স্পন্সর প্রত্যাশা করছে সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান। টিভির জন্য বিশ্বকাপে কো-স্পন্সরকে গুনতে হবে ১১৮ কোটি রুপি। অ্যাসোসিয়েট স্পন্সরের জন্য অংকটা ৮৮ কোটি।

ডিজনি হটস্টারের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তিন ক্যাটাগরিতে স্পন্সর করা যাবে। যেখানে কো প্রেজেন্টিং ১৫০, পাওয়ার্ড বাই ৭৫ ও অ্যাসোসিয়েট স্পন্সর হতে ব্যয় করতে হবে ৪০ কোটি রুপি।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের বিজ্ঞাপনের রেটও প্রকাশ করেছে ডিজনি হটস্টার; যা যে কারো চোখ কপালে তুলবে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে প্রতি ১০ সেকেন্ড বিজ্ঞাপনের জন্য ৩০ লাখ রুপি ধার্য করেছে প্রতিষ্ঠানটি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, আইপিএলে খুব একটা লাভের মুখ দেখেনি প্রতিষ্ঠানটি। তাই বিশ্বকাপ ও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দিয়ে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চায় ডিজনি হটস্টার।

আগামী ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হবে আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও ১৯ নভেম্বর হবে ফাইনাল। আর গ্রুপপর্বে ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ হওয়ার কথা আহমেদাবাদে, আগামী ১৫ অক্টোবর।



জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে রাষ্ট্রদূত আব্দুল মুহিত

ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের অবৈধ দখলদারিত্বের অবসানে জরুরি পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান

নিউইয়র্ক: 'দখলদার ইসরায়েলের ক্রমাগত আগ্রাসনের দরুন ফিলিস্তিনী ভূখন্ডের দ্রুত অবনতিশীল পরিস্থিতি নিয়ে আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। ফিলিস্তিনী ভূখন্ডে ইসরায়েলী অবৈধ দখলদারিত্বের অবসান ঘটানো এবং সেখানে ফিলিস্তিনের জনগণের জন্য স্থায়ী শান্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকল্পে নিরাপত্তা পরিষদে এতদসংক্রান্ত গৃহীত রেজুল্যুশন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি জোর আহবান জানাই'। গত ২৭ জুলাই বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি ও ফিলিস্তিনী প্রশ্নে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের উন্মুক্ত বিতর্কে ওআইসি গ্রুপের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এমন মন্তব্য করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত।





জাতিসংঘে বক্তব্য প্রদানকালে রাষ্ট্রদূত মুহিত সাম্প্রতিককালে জেনিন শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলী আগ্রাসনের প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই আগ্রাসনের ফলে নারী ও শিশুসহ অসংখ্য বেসামরিক হতাহতের ঘটনা এবং গুরুত্বপূর্ণ বেসামরিক অবকাঠামোর ব্যাপক ধ্বংসের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত মুহিত দ্ব্যর্থহীনভাবে ফিলিস্তিনী জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েল কর্তৃপক্ষের এই ক্রমাগত আগ্রাসনের প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, এই ধরনের আগ্রাসন শুধুমাত্র ফিলিস্তিনীদের মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করে না বরং প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিতে তাদের প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেয়, তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাকে ব্যহত করে এবং সর্বোপরি তাদের মানবিক মর্যাদাকে গুরুতরভাবে অবমাননা করে।

স্থায়ী প্রতিনিধি মুহিত ইসরায়েলের এই আগ্রাসী কর্মকান্ডের জন্য জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার উপর জোর প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, জবাবদিহিতার অভাব ইসরায়েলকে ক্রমাগতভাবে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করতে উৎসাহিত করছে। ওআইসির পক্ষ থেকে তিনি ফিলিস্তিন ভূখন্ডে ইসরায়েলী অবৈধ বসতি স্থাপনের সমস্ত কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ করার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন এবং ফিলিস্তিনী জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েল কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের সম্পূর্ণ, স্বচ্ছ এবং স্বাধীন তদন্তের দাবি জানান। তিনি নিরাপত্তা পরিষদের রেজুল্যুশন ৯০৪ (১৯৯৪) এবং ফিলিস্তিনী বেসামরিক জনসংখ্যার সুরক্ষার বিষয়ে জাতিসংঘ মহাসচিবের ২০১৮ সালের প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফিলিস্তিনী জনগণের সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি জোরালো আহ্বান জানান।

ওআইসি'র প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি রাষ্ট্রদূত মুহিত বাংলাদেশের জাতীয় বক্তব্যও প্রদান করেন। প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি ফিলিস্তিনী জনগণের অবিচ্ছেদ্য অধিকারের প্রতি বাংলাদেশের অটল ও অবিচল সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি একটি স্বাধীন, টেকসই ও সার্বভৌম ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফিলিস্তিনের জনগণের বৈধ আকাঙ্খার ন্যায়সঙ্গত ও দীর্ঘস্থায়ী সমাধান অর্জনে বৈশ্বিক প্রচেষ্টার প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.



বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র মানব

(শেষের পাতার পর)

সন্ধ্যায় আয়োজিত এই মানব বন্ধনে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন এবং প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক, মূলধারার রাজনীতিক আকতার হোসেন বাদল। এতে উল্লেখযোগ্য দলীয় নেতা-কর্মীর মধ্যে বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী যুব ফোরামের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মহিন আহমেদ, নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র সভাপতি সালেহ উদ্দিন মানিক, সহ সভাপতি মনির আহমেদ, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি'র সভাপতি ওমর ফারুক, মীর হোসেন, হোসেন মোহাম্মদ মনির, আশরাফুল হাসান, মোহাম্মদ মাসুম, নিপুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধনে অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন বলেন, বাংলাদেশের চলমান সার্বিক পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগের কোন বিকল্প নেই। কেননা আওয়ামী লীগ সরকার স্বৈরাচারী সরকার রূপে ক্ষমতার জোরে দেশ পরিচালনা করছে। দেশে গণতন্ত্র নেই, বাক স্বাধীনতা নেই, ভোটের অধিকার নেই, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নেই। তাই সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশে যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলনের সাথে প্রবাসীদের পক্ষ থেকেও আমরা সরকারের পদত্যাগ আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন চাই।



আকতার হোসেন বাদল বলেন, শুধু দেশের মানুষ নয়, যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ ও ইইউ সহ বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশে সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দাবী করছে। কেননা, আওয়ামী লীগ ভোট চুরি করে, রাতের অন্ধকারে ভোট নিয়ে তথা কথিত নির্বাচনের মাধ্যমে জোর করে ক্ষমতায় রয়েছে। শেখ হাসিনার সরকারকে আর কেউ বিশ্বাস করছে না। দেশে গণতন্ত্র নেই, আইনের শাসন নেই, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম আকাশ ছোঁয়া, বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা নিপীড়ন-নির্যাতর আর হামলা-মামলার শিকার। এমন পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগের বিকল্প নেই। বলেন, আমাদের নেতা বেগম খালেদা জিয়া আর তারেক রহমান, আমাদের আদর্শ দেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তিনি বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশে চলমান আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা
"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)



দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী
Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice



SHEIKH SALIM
Attorney at Law
এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
• কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা • ভুল চিকিৎসা • ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
• স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা • মটর গাড়ি দুর্ঘটনা • অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
• লেড বিষ সম্বন্ধীয় • কাজের সময় দুর্ঘটনা • মিসিনারি ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
• বার্থ রিলেটেড ইনজুরি • পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া • যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস
এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি
Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC
SERVICES
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
• ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন
Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Member : naea
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ/নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ল'অফিস অব
রুমা জান্নাতুল
ইমিগ্রেশন ল' অফিস
কানুন কার্যালয়

- ইমিগ্রেশন
  * গ্রীন কার্ড * সিটিজেনশিপ
  * এসাইলাম * আপিল
  * I-130 * বিজনেস ইমিগ্রেশন
- ডিভোর্স / ম্যাট্রিমনিয়াল
  * চাইল্ড সাপোর্ট * কাস্টডি
- এক্সিডেন্ট এন্ড ইনজুরি
- রিয়েল স্টেট ক্লোজিং
- ল্যান্ডলর্ড এন্ড ট্যানেন্ট
  * ইভেকসান
- সিভিল কোর্ট প্রসিডিংস



৬ দিনই খোলা

এটর্নী জান্নাতুল রুমা
জুরিস ডক্টর
এটর্নী এ্যাট ল' (নিউইয়র্ক)

বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে আইনি সহায়তা প্রদান

(516) 549-6707
(718) 427-1233
37 11 74th Street,Suite # F2
Jackson Heights, NY 11372
rumalawny@gmail.com
www.rumalawny.com

চলছে ডলারের আধিপত্য কমানোর আয়োজন

জোসেফ ডানা

বৈশ্বিক রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে আমেরিকান ডলারের ওপর চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। এ পরিস্থিতি অনিবার্য ছিল। অর্থনীতিবিদেরা অনেক বছর ধরেই সতর্ক করে আসছিলেন ডলারের আধিপত্য স্থায়ী নয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল প্রতাপের কারণে এ সতর্কতাকে কেউ গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা মনে করেননি।

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের পর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা দেশটির অর্থনীতির রাশ টেনে ধরতে ব্যর্থ হয়। নতুন প্রশ্ন তৈরি হয়, বিশ্ব অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবের বাইরে কীভাবে বিকশিত হবে। ব্রিকসের নতুন মুদ্রা চালু নিয়ে যে বিতর্ক, এ বিষয় তার পক্ষে যুক্তি তৈরি করে। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনৈতিক জোট ব্রিকস। পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের বিকল্প হিসেবে ব্রিকস গড়ে উঠেছে।

এই দেশগুলো একত্রে বিশ্ব অর্থনীতির বিশাল একটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। গোবাল সাউথ বা দক্ষিণ বিশ্বে ব্রিকসের প্রভাব বেড়ে চলেছে। এই দেশগুলোর জন্য একটি নিজস্ব মুদ্রা চালু হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হাওয়া ঘুরে যেতে পারে। তাতে রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে ডলারের ওপর বিশাল চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে। ব্রিকসের মুদ্রা বাস্তব রূপ পেতে এখনো অনেকটা পথ বাকি। কিন্তু বিশ্বে নীরবে ডলারের আধিপত্য কমানোর আয়োজন চলছে।

এ মাসে ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত দুই দেশ স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্যের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। ভাসা-ভাসাভাবে দেখলে এ ঘটনাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে না-ও মনে হতে পারে। কিন্তু ছোট এই ঘটনা নিকট ভবিষ্যতে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটাতে পারে। ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ব্যাপকভাবে প্রসার হচ্ছে। ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ৮৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার। এর কারণ ভারত বিশ্বের অন্যতম বড় তেল আমদানিকারক ও ভোক্তা দেশ। সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ভারতের রেমিট্যান্স আয়ের দ্বিতীয় বড় উৎস। প্রবাসে কাজ করা শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স ভারতের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২১-২২ অর্থবছরে ভারতে ৯০ বিলিয়ন ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে, যা ছিল দেশটির ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

বৈশ্বিক রিজার্ভ হিসেবে ডলারের শক্তি কতটা, তা নির্ভর করে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ভারতের মতো দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য কোন মুদ্রায় হয়, তার ওপর। তেল-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এটা আরও স্পষ্ট করে প্রকাশ পায়। বিশ্বের সবখানেই তেলের বাণিজ্য ডলারে হয়। যুক্তরাষ্ট্র যদি রাশিয়ার মতো অন্য দেশকেও ভূরাজনৈতিক কারণে শাস্তি দিতে চায়, তাহলে বিশ্বের তেল-বাণিজ্যে ডলারের ওপর নিয়ন্ত্রণ তাদের ধরে রাখতে হবে।

দশকের পর দশক ধরে ডলারে রেমিট্যান্স পাঠানো ও তেল বিক্রি হয়ে আসছে। কিন্তু স্থানীয় মুদ্রার বিনিময়ের মাধ্যমে যে বাণিজ্য শুরু হলো, তাতে লেনদেনের ক্ষেত্রে ডলার ব্যবহারের পরিমাণ স্পষ্টভাবে কমবে। ভারতের একজন কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, সংযুক্ত আরব আমিরাতের তেলের পাওনা প্রথমবারের মতো রুপিতে পরিশোধের প্রস্তুতি নিয়েছে ভারত।

বৈশ্বিক রিজার্ভ হিসেবে ডলারের শক্তি কতটা, তা নির্ভর করে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ভারতের মতো দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য কোন মুদ্রায় হয়, তার ওপর। তেল-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এটা আরও স্পষ্ট করে প্রকাশ পায়। বিশ্বের সবখানেই তেলের বাণিজ্য ডলারে হয়। যুক্তরাষ্ট্র যদি রাশিয়ার মতো অন্য দেশকেও ভূরাজনৈতিক কারণে শাস্তি দিতে চায়, তাহলে বিশ্বের তেল-বাণিজ্যে ডলারের ওপর নিয়ন্ত্রণ তাদের ধরে রাখতে হবে।

এই একটি কারণে চীন এখন সক্রিয়ভাবে সৌদি আরবে বিনিয়োগ করছে। পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে চীন সৌদি আরবের সঙ্গে ডলারের পরিবর্তে ইউয়ানে তেল-বাণিজ্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সৌদি আরবের সঙ্গে চীন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করেছে। সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি সৌদি আরামকোর অংশ কিনে নিয়েছে। সৌদি আরবের কোম্পানিগুলোকে তাদের দেশে বিনিয়োগে স্বাগত জানিয়েছে। এ ছাড়া সৌদি আরব অপরিশোধিত তেলের প্রাথমিক সরবরাহকারী হিসেবে ভারতকেও সুবিধা দিচ্ছে।

এসব ঘটনা আলাদা করে দেখলে ছোট বিষয় বলেই মনে হবে। কিন্তু একসঙ্গে বিবেচনা করলে তা বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষেত্রে বড় বাঁকবদল। ব্রিকসের আলাদা মুদ্রা চালু করার আগেই দক্ষিণ বিশ্বের বড় অর্থনীতির দেশগুলো নিজেদের মধ্যে নিজস্ব মুদ্রায় বাণিজ্য চালু করছে এবং ডলারের ওপর নির্ভরতা কমাচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নতুন কৌশল প্রয়োজন। কিন্তু ওয়াশিংটনের দিক থেকে তেমন উদ্যোগ চোখে পড়ছে না।

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিতভাবে অনূদিত

লেখক: দক্ষিণ আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে লেখক

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্যালমন, স্ক্রাইপ বাস, স্নীবাস, স্নেপ্ট, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনেলেস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্যাম্পুর স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

নেতৃত্বের পরীক্ষা হয় সংকটকালে

॥ ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার ॥

জাতীয় সংকটকালে নেতৃত্ব প্রদানকারী এবং দেশ ও জাতিকে ওই সংকট অতিক্রমে সহায়ক ভূমিকা পালনকারী নেতাদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকে। সাধারণ স্বাভাবিক সময়ে সরকার পরিচালনায় নেতৃত্ব প্রদান করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব। তবে দেশে জাতীয় সংকট উপস্থিত হলে অনেক নেতাই যোগ্যতার সঙ্গে জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারেন না। অনেক নেতা সংকটকালে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের ওপরে উঠে গণপ্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হন। যদি কোনো নেতা সংকটকাল অতিক্রমে জনবান্ধব ভূমিকা পালনে সক্ষম হন, তাহলে ওই নেতার নাম জনগণের হৃদয়ে ঠাঁই পায়। বাংলাদেশে অনেকবার জাতীয় সংকট সৃষ্টি হয়েছে। আবার ওই সংকটের উত্তরণও ঘটেছে। দেশ আবার ২০১৪ সাল থেকে নতুন রকমের নির্বাচনি সংকটে পড়েছে। ২০১৮ সাল হয়ে এখন ২০২৩ সালে এ সংকটটি অধিকতর গভীর হয়েছে। দেশ ও জাতির স্বার্থ প্রাধান্য দিয়ে কোনো নেতা যদি এ সংকটের সমাধান করতে পারেন, তাহলে তিনি জনগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে আসীন হতে পারবেন।

এ সংকটটির উৎপত্তি ১৯৯৪-১৯৯৫ সালে। ওই সময় সরকারপ্রধান খালেদা জিয়া ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রাথমিকভাবে 'অসাংবিধানিক' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের বিরোধীদলীয় দাবি মেনে নিতে সম্মত হননি।

তিনি বিরোধীদলীয় আন্দোলনের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে এ দাবি মানতে রাজি ছিলেন না। তবে পরে আওয়ামী লীগ, জামায়াত ও জাপার সম্মিলিত আন্দোলনের চাপে একটি যেনতেন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট সংসদে সাংবিধানিক আইন পাশ করে দেরি করে হলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিয়ে তিনি উদ্ভূত জাতীয় সংকটের সমাধান করেছিলেন।

সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দু-দুটি নির্বাচন (৭ম ও ৮ম) গ্রহণযোগ্যভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর রাজনীতির প্রভাব পড়ে।

রাজনৈতিক দলগুলো সংসদ নির্বাচনের আগে সুপ্রিমকোর্টের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কে হবেন তা নিয়ে অঙ্ক কষাকষি শুরু করায় বিচার বিভাগে রাজনৈতিক কলুষের প্রভাব পড়ে। ক্ষমতাসীন দল বিচারপতিদের বয়স বাড়িয়ে বা অঙ্ক করে কোনো পছন্দসই বিচারপতিকে অগ্রিম পদোন্নতি দিয়ে সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি পদে আনার চেষ্টায় ব্যাপৃত হওয়ায় তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা সমালোচনার মুখে পড়ে।

তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার এ দুর্বলতা সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার প্রধান উপদেষ্টা পদে বিবেচিত প্রথম ব্যক্তি সুপ্রিমকোর্টের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আরও কতিপয় বিকল্পের সংযোজন ঘটিয়ে সংস্কার করা সম্ভব ছিল।

কিন্তু সংস্কার না করে, সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও পারস্পরিক অবিশ্বাস নিরসন না করে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা আওয়ামী লীগ সরকার পঞ্চদশ সংশোধনী পাশ করে এককভাবে বাতিল করে ভুল করে। পরে দলীয় ব্যবস্থায় দুবার (২০১৪ এবং ২০১৮ সালে) চেষ্টা করেও আওয়ামী লীগ গ্রহণযোগ্য সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে চরমভাবে ব্যর্থ হয়।

অধিকাংশ মানুষ এবং বিরোধী দলগুলোর দাবি না মেনে সরকার আবারও ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে দলীয় সরকারের অধীনে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন করতে চাইছে। এ নিয়ে বিরোধে জড়িত হয়ে পড়েছে বড় বড় দল এবং সে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে আন্তর্জাতিক সংগঠন ও গণতান্ত্রিক বিশ্বের পরাশক্তিধর দেশগুলো।

এমতাবস্থায় যদি কোনো নেতা এ নির্বাচনি সংকট সমাধান করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারেন, নাগরিকদের রাষ্ট্রের মালিকানা ফিরিয়ে দিয়ে ভোটের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহে যুগপৎ ইতিহাসের পাতায় এবং দেশপ্রেমিক জনগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন পাবেন। কাজেই ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী এক বিরাট পরীক্ষার মুখোমুখি উপস্থিত হয়েছেন।

এ পরীক্ষায় পাশ করতে হলে তাকে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, অবাধ নির্বাচনপ্রত্যাশী সুশীল সমাজ ও দেশপ্রেমিক জনগণের দাবির প্রতি একাত্ম হয়ে নির্দলীয় সরকারাধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।

এজন্য জাতীয় সংসদে কোনো বিল পাশ করা লাগলে তা করতে হবে। আর এ কাজ না করে যদি তিনি নিজ দলের বিজয়কে বড় করে দেখে দলীয় সরকারাধীনে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে গত দুটি সংসদ নির্বাচনের মতো ফন্দি-ফিকির করে নির্বাচনি বিজয় সুনিশ্চিত করেন, তাহলে তিনি রাষ্ট্রনায়ক হতে পারবেন না। হতে পারবেন একজন একনায়কতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রী। এখন তাকে ঠিক করতে হবে যে তিনি বরেণ্য রাষ্ট্রনায়ক, নাকি সমালোচিত স্বৈরতান্ত্রিক শাসক হওয়ার পথে হাঁটবেন।

বরেণ্য নেতা হতে পণ্ডিত বা রাজনৈতিক-পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড জরুরি নয়। যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি জরুরি তা হলো দেশপ্রেম। একজন রাজনৈতিক নেতা যদি নিজের বা দলের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখতে পারেন, জনগণের স্বার্থকে বড় করে দেখতে পারেন, তাহলে তার পক্ষে সহজে নেতৃত্বের পরীক্ষায় পাশ করা সম্ভব হয়।

নেতাদের সামনে এমন পরীক্ষা সব সময় আসে না। বাংলাদেশি নেতাদের সামনে এখন এমন একটি সংকট উপস্থিত। এ সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে পারলে একজন নেতা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারবেন। দেশ পরিচালক থেকে তিনি হতে পারবেন রাষ্ট্রনায়ক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামনে এখন এমন এক বিরল সুযোগ এসেছে।

জনগণকে ধোঁকা দিয়ে এবং বোকা বানিয়ে গ্রেফতার ও মামলা-হামলাসহ বিভিন্ন কলাকৌশলে বর্তমান সরকার গত কয়েকটি নির্বাচন জিতে প্রায় এক যুগেরও অধিক সময় দেশ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। এ সময়ে সরকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন করেছে বলে দাবি করছে। সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। মেগা প্রজেক্টে মেগা দুর্নীতি হয়েছে।

এ দীর্ঘ সময়ে সেতু ও ফ্লাইওভার উঁচু করতে পারলেও সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিচু করে ফেলেছে। অবনমিত করেছে মানবিক মর্যাদা, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার। বাড়িয়েছে ধনী-গরিব বৈষম্য। মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা গণতান্ত্রিক অধিকারকে আইসিইউতে পাঠিয়ে গণতন্ত্রের প্রাণভোমরা নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ভেঙে খানখান করে দিয়েছে। কোনো নির্বাচনেই আর নিয়মতান্ত্রিকতা লক্ষ করা যাচ্ছে না। সর্বসম্মতভাবে গৃহীত তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার সংস্কার না করে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাশ করে এককভাবে এ ব্যবস্থা বাতিল করে দলীয় ব্যবস্থাধীনে সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছে।

দলীয় ব্যবস্থাধীনে গত দুটি সংসদ নির্বাচনে জনগণকে স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার সে প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি। জনগণ পরপর দুবার সংসদ নির্বাচনে ধোঁকা খেয়েছে। এবার আবার দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন সমাগত হলে সরকারি দলের পক্ষ থেকে একই রকম শ্রুতিশোভন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাংলা প্রবাদে ন্যাড়া তো একবারই বেল তলায় যায়।

জনগণ দুবার বেল তলায় গিয়েছে। এবার আর তারা সরকারের দলীয় সরকারাধীনে স্বচ্ছ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করছে না। এজন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগ যে পদ্ধতিতে ১৯৯৪-১৯৯৬ সালে কঠোর আন্দোলন করেছিল, সে একই যুক্তিতে বিরোধী দলগুলো আন্দোলনে নেমেছে। তবে ১৯৯৬ সালের আওয়ামী লীগের জামায়াত-জাপাকে নিয়ে করা আন্দোলন থেকে বর্তমানে বিএনপি এবং সমমনাদের সৃষ্ট চলমান আন্দোলনের একটি পার্থক্য আছে।

বর্তমান আন্দোলনের ধারায় সহিংসতাকে পরিহার করা হয়েছে। দেশের ভোট দিতে না পারা তরুণ ও যুবকদের এ আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সে সঙ্গে বিদেশি বন্ধু পরাশক্তিধর দেশগুলোকে বিরোধীদলীয় আন্দোলনের ন্যায্যতা অনুধাবনের চেষ্টায় আন্দোলনকারীরা অনেকটাই সফল হয়েছেন।

দলীয় ব্যবস্থাধীনে যে স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়, সে বিষয়টি দেশের জনগণ বুঝতে পেরেছেন। সেজন্য এমন নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণ এবং ভোটপ্রদানে কোনো আগ্রহ নেই। এ কারণে স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতে ভোট পড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। একই অবস্থা লক্ষণীয় সংসদীয় উপনির্বাচনগুলোতেও।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বরিশাল এবং ঢাকা-১৭ উপনির্বাচনে ভোটপ্রদানে নাগরিক সমাজের অনীহা প্রতিফলিত হয়েছে। নির্বাচনি ব্যবস্থা কতটা নষ্ট হলে রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ঢাকা-১৭ আসনের উপনির্বাচনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি নির্বাচন দেখভালকারী প্রাথমিক প্রতিনিধিদলের উপস্থিতিতে ওই উপনির্বাচনের একজন প্রার্থীকে একটি কেন্দ্রে মারধর করা হয়, তা বোধগম্য। পুলিশ-বিজিবির উপস্থিতিতে ওই প্রার্থীকে কেন্দ্রের বাইরে রাস্তায় শারীরিক নির্যাতন করা হয়।

এর আগে বরিশালে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে একজন প্রার্থীকে মেরে রক্তাক্ত করলে সিইসি তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, উনি কি ইন্তেকাল করেছেন? এ থেকে অনুধাবন করা যায় যে নির্বাচনের প্রার্থীকে মেরে রক্তাক্ত করার মতো বিষয়গুলো ইসির কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে না। এ ইসি নতুন আরপিওতে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেদের ক্ষমতা কমিয়েছে।

ইসির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করলে প্রতীয়মান হয়, ইসি হয়তো সরকারের অঘোষিত নির্দেশনায় কাজ করতে স্বচ্ছন্দবোধ করছে। এসব দেখে অনুধাবন করা যায়, সরকার গত এক যুগে নির্বাচনে দুর্নীতিকারীদের এতটাই প্রশ্রয় দিয়েছে যে, এখন তাদের আর এসব কুকর্ম থেকে নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না। দলীয় ব্যবস্থাধীনে সংসদ নির্বাচন হলে এসব দুর্নীতিকারীদের ক্ষমতাসীন দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং করা থেকে বিরত রাখতে সরকার চাইলেও পারবে না।

এজন্য অধিকাংশ মানুষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের বিরোধীদলীয় দাবি ন্যায্য মনে করছেন। কোনো আন্দোলন জনগণের সমর্থন পেলে সরকার একগুঁয়েমি করে শক্তি দিয়ে তা দমিয়ে রাখতে পারে না। কোনো এক সময় এ রকম গণসমর্থিত দাবি সরকারকে মেনে নিতে হয়। এ প্রক্রিয়ায় সরকার দেরি করলে জনগণের ভোগান্তি বাড়বে।

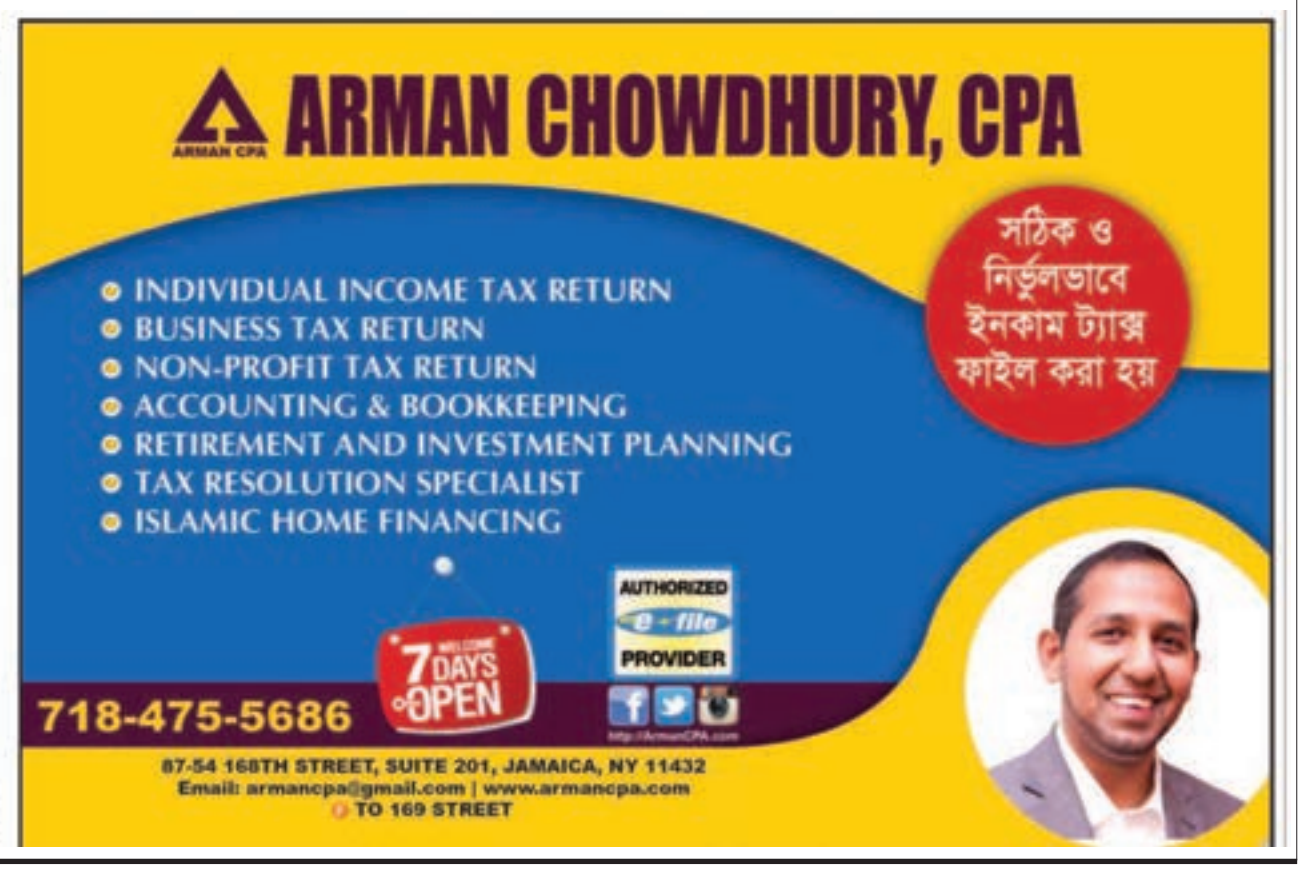
১৯৯৬ সালে খালেদা জিয়া প্রায় দেড় বছরাধিক দেরি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারাধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি মেনেছিলেন। এতে সামাজিক অস্থিরতা ও রাজনৈতিক সন্ত্রাস বাড়ায় জনগণের ভোগান্তি হয়েছিল। এবারও প্রধানমন্ত্রী গণদাবি মানতে দেরি করলে তার ফল ভালো হবে না। এ ব্যাপারে গোয়ার্তুমি করলে অভ্যন্তরীণভাবে প্রধানমন্ত্রী যেমন প্রবল অহিংস আন্দোলনের মুখোমুখি হবেন, তেমনি গণতান্ত্রিক বিশ্বের পরাশক্তিধর দেশগুলোর কূটনৈতিক চাপে চলমান অর্থনৈতিক দুরবস্থা সামাল দিতে বেকায়দায় পড়বেন।

তবে এ ব্যাপারে গড়িমসি না করে তিনি যদি গণদাবি মেনে নির্দলীয় সরকারাধীনে নির্বাচন দেন, তাহলে তিনি চলমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানের কৃতিত্ব দাবি করতে পারবেন। নেতৃত্বের পরীক্ষায় পাশ করার এ এক বিরল সুযোগ। দেখা যাক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন কিনা।

লেখক: অধ্যাপক, রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় সংকটকালে নেতৃত্ব প্রদানকারী এবং দেশ ও জাতিকে ওই সংকট অতিক্রমে সহায়ক ভূমিকা পালনকারী নেতাদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকে। সাধারণ স্বাভাবিক সময়ে সরকার পরিচালনায় নেতৃত্ব প্রদান করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব। তবে দেশে জাতীয় সংকট উপস্থিত হলে অনেক নেতাই যোগ্যতার সঙ্গে জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারেন না। অনেক নেতা সংকটকালে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের ওপরে উঠে গণপ্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হন। যদি কোনো নেতা সংকটকাল অতিক্রমে জনবান্ধব ভূমিকা পালনে সক্ষম হন, তাহলে ওই নেতার নাম জনগণের হৃদয়ে ঠাঁই পায়।





ভালো-মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা

(শেষের পাতার পর)

তা'আলা মানুষকে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়েই ছেড়ে দেননি। যা সুরা আদ দাহরের দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে। বরং এগুলো দেয়ার পাশাপাশি তাকে পথও দেখিয়েছেন যাতে সে জানতে পারে শোকরিয়ার পথ কোনটি এবং কুফরীর পথ কোনটি। এরপর যে পথই সে অবলম্বন করুক না কেন তার জন্য সে নিজেই দায়ী। এ বিষয়টি সুরা বালাদে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে "আমি কি তাকে দু'টি সুস্পষ্ট পথ দেখাইনি?"(আয়াত:১০) সুরা আশ শামসে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে "শপথ প্রবৃত্তির আর সে সত্তার যিনি তাকে আভ্যন্তরিন শক্তি দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। আর পাপাচার ও তাকওয়ার অনুভূতি দু'টোই তার ওপর ইলহাম করেছেন।" (আয়াত:৮)

কুরআন মাজিদে বিস্তারিত বর্ণনা সামনে রাখলে বুঝা যায় যে, এ আয়াতে পথ দেখানোর যে কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা পথ প্রদর্শনের কোন একটি মাত্র পন্থা ও উপায় বুঝানো হয়নি। বরং এর দ্বারা অনেক পন্থা ও উপায়ের কথা বলা হয়েছে যার কোন সীমা পরিসীমা নেই। যেমন:

এক, প্রত্যেক মানুষকে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির যোগ্যতা দেয়ার সাথে সাথে একটি নৈতিক বোধ ও অনুভূতি দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে সে প্রকৃতিগতভাবেই ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে, কিছু কাজ-কর্ম ও বৈশিষ্ট্যকে খারাপ বলে জানে যদিও সে নিজেই তাতে লিপ্ত। আবার কিছু কাজ-কর্ম ও গুণাবলীকে ভাল বলে মনে করে যদিও সে নিজে তা থেকে দূরে অবস্থান করে। এমনকি যেসব লোক তাদের স্বার্থ ও লোভ-লালসার কারণে এমন সব দর্শন রচনা করেছে যার ভিত্তিতে তারা অনেক খারাপ ও পাপকার্যকেও নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছে তাদের অবস্থাও এমন যে, সে একই মন্দ কাজ করার অভিযোগ যদি কেউ তার ওপর আরোপ করে, তাহলে সো প্রতিবাদে চিৎকার করে উঠবে এবং তখনই জানা যায় যে, নিজেদের মিথ্যা ও অলীক দর্শন সত্ত্বেও বাস্তবে সে নিজেরও সেসব কাজকে খারাপই মনে করে থাকে। অনুরূপ ভাল কাজ থেকে তারা যখন নিজেরাই নিজেদের সদাচরণের সুফল ও উপকার লাভ করে তখন তারা সেটিকে মূল্যবান মনে করতে বাধ্য হয়ে যায়।

দুই, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা বিবেক (তিরস্কারকারী নফস) বলে একটি জিনিস রেখে দিয়েছেন। যখন সে কোন মন্দ কাজ করতে উদ্যত হয় অথবা করতে থাকে অথবা করে ফেলেছে তখন এ বিবেকেই তাকে দংশন করে। যতই হাত বুলিয়ে বা আদর-সোহাগ করে দিয়ে মানুষ এ বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে দিক, তাকে অনুভূতিহীন বানানোর যত চেষ্টাই করুক সে তাকে একদম নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম নয়। হঠকারী হয়ে দুনিয়ায় সে নিজেকে চরম বিবেকহীন প্রমাণ করতে পারে, সে সুন্দর সুন্দর অজুহাত খাড়া করতে দুনিয়াকে ধোঁকা দেয়ার সব রকম প্রচেষ্টা চালাতে পারে, সে নিজের বিবেককে প্রতারিত করার জন্য নিজের কর্মকাণ্ডের সপক্ষে অসংখ্য ওজর পেশ করতে পারে; কিন্তু এসব সত্ত্বেও আল্লাহ তার স্বভাব-প্রকৃতিতে যে হিসাব পরীক্ষককে নিয়োজিত রেখেছেন সে এত জীবন্ত ও সজাগ যে, সে নিজে প্রকৃতপক্ষে কি তা কোন অসৎ মানুষের কাছেও গোপন থাকে না। সুরা কিয়ামাতে এ কথাটিই বলা হয়েছে যে," মানুষ যত ওজরই পেশ করুক না কেন সে নিজেকে নিজে খুব ভাল করেই জানে।"(আয়াত:১৫)

তিন, মানুষের নিজের সত্তায় এবং তার চারপাশে যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত গোটা বিশ্ব-জাহানের সর্বত্র এমন অসংখ্য নিদর্শনাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে এমনসব জিনিস এক আল্লাহ ছাড়া হতে পারে না কিংবা বহু সংখ্যক খালিক এ বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিকর্তা বা পরিচালক হতে পারে না। বিশ্ব চরাচরের সর্বত্র এবং মানুষের আপন সত্তার অভ্যন্তরে বিদ্যমান এ নিদর্শনাবলীই কিয়ামত ও আখিরাতের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করেছে। মানুষ যদি চোখ বন্ধ করে থাকে অথবা বুদ্ধি-বিবেক কাজে লাগিয়ে সব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা না করে অথবা তা যেসব সত্যের প্রতি ইংগিত করছে তা মেনে নিতে টালবাহানা ও গড়িমসি করে তাহলে তা তার নিজেরই অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ থেকে তার সামনে সত্যের সন্ধান দাতা নিদর্শনাদি পেশ করতে আদৌ কোন অসম্পূর্ণতা রাখেননি। **চার,** মানুষে নিজের জীবনে তার সমসাময়িক পৃথিবীতে এবং তার পূর্বের অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় এমন অসংখ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং হয়ে থাকে যা প্রমাণ করে যে, একটি সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর শাসন-কর্তৃত্ব তার ওপর এবং সমগ্র বিশ্ব-জাহানের ওপর কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। যাঁর ইচ্ছা সবকিছুর ওপর বিজয়ী এবং যাঁর সাহায্যের সে মুখাপেক্ষী। এসব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ বাহ্যিক ক্ষেত্রসমূহেই শুধু এ সত্যের প্রমাণ পেশ করে না। বরং মানুষের নিজের প্রকৃতির মধ্যে সে সর্বোচ্চ শাসন-কর্তৃত্বের প্রমাণ বিদ্যমান যার কারণে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে খারাপ সময়ে নাস্তিকরাও আল্লাহর সামনে প্রার্থনার হাত প্রসারিত করে এবং এবং কট্টর মুশরিকরাও সব মিথ্যা প্রভুকে পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে।

পাঁচ, মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও প্রকৃতিগত জ্ঞানের অকাট্য ও চূড়ান্ত রায় হলো, অপরাধের শাস্তি এবং উত্তম কার্যাবলীর প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া উচিত। এ উদ্দেশ্যে দুনিয়ার প্রত্যেক সমাজে কোন না কোন রূপে বিচার-ব্যবস্থা কায়েম করা হয় এবং যেসব কাজ-কর্ম প্রশংসনীয় বলে মনে করা হয় তার জন্য পুরস্কার ও প্রতিদান দেয়ারও কোন না কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, নৈতিকতা এবং প্রতিদান বা ক্ষতিপূরণ আইনের মধ্যে এমন একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান যা অস্বীকার করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। এ কথা যদি স্বীকার করা হয় যে, পৃথিবীতে এমন অসংখ্য অপরাধ রয়েছে যার যথাযোগ্য শাস্তি হয় না বা শাস্তি দেয়া সম্ভব হয় না। আবার এমন অনেক সেবামূলক বা কল্যাণমূলক কাজ আছে যার পুরস্কার সে দুনিয়াতে পায় না। তাহলে আখিরাত মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। কারণ উল্লেখিত অপরাধ ও ভালো কাজের পুরস্কারের জন্য আখিরাতে যেতে হবে। তবে কোন নির্বোধ যদি মনে করে অথবা কোন হঠকারী ব্যক্তি যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে থাকে যে, ন্যায় ও ইনসাফের ধারণা একেবারেই অনুপস্থিত তবে সেটা আলাদা কথা, এরপর অবশ্য একটি প্রশ্নের জওয়াব দেয়া তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে পড়ে। তাহলো এমন এক বিশ্বে জন্মলাভকারী মানুষের মধ্যে ইনসাফের এ ধারণা এলো কোথা থেকে।

ছয়, এসব উপায়-উপকরণের সাহায্যে মানুষকে হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে নবী পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন। এসব কিতাব পরিস্কার ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে শোকরের পথ কোনটি এবং কুফরের পথ কোনটি এবং এ দু'টি পথে চলার পরিণামই বা কি। নবী-রাসুল এবং তাঁদের আনীত কিতাবসমূহের শিক্ষা জানা-অজানা, দৃশ-অদৃশ্য অসংখ্য উপায় ও পন্থায় এত ব্যাপকভাবে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে যে, কোন জনপদই আল্লাহ ও আখিরাতের ধারণা, সৎ ও অসৎ কাজের পার্থক্য বোধ এবং তাঁদের পেশকৃত নৈতিক নীতিমালা ও আইন-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ নয়, নবী-রাসুল আনীত কিতাবসমূহের শিক্ষা থেকেই তারা এ জ্ঞান লাভ করেছে তা তাদের জানা থাক বা না থাক। বর্তমানে যেসব লোক নবী-রাসুলগণ এবং আসমানী কিতাবসমূহকে অস্বীকার করে অথবা তাদের সম্পর্কে কোন খবরই রাখে না তারাও এমন অনেক জিনিস অনুসরণ করে থাকে যা মুলত ঐ সব শিক্ষা থেকে উৎসারিত ও উৎপন্ন হয়ে তাদের কাছে পৌছেছে। অথচ মূল উৎস কি সে সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না।

সুরা আদ দাহর এর ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে " এ উদ্দেশ্যে আমি তাকে শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি।" (সুরা আদ দাহর:২) এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে বিবেক-বুদ্ধি। অর্থাৎ "আমি তাকে শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি" মানে বিবেক-বুদ্ধি দান করেছি। আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে, জন্তু জানোয়ারের বেলায় এ দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয় না। অথচ জন্তু-জানোয়ারেরাও শুনতে পায় এবং দেখতে পায়। অতএব এখানে শোনা ও দেখার অর্থ শোনার ও দেখার সে শক্তি নয় যা জন্তু-জানোয়ারকেও দেয়া হয়েছে। এখানে এর অর্থ হলো, শোনা ও দেখার সেসব উপায়-উপকরণ যার সাহায্যে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তাছাড়া শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি যেহেতু মানুষের জ্ঞানার্জনের উপায়-উপকরণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ তাই সংক্ষেপে এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এ জন্য আমরা প্রায়শই বলে থাকি যে,'দেখে-শুনে কাজ করিও' দেখে-শুনে সিদ্ধান্ত নিও" ইত্যাদি। মুলত: এর অর্থ হলো জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করো এবং জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিও। মানুষকে যেসব ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি শক্তি দেয়া হয়েছে তা ধরণ প্রকৃতিগত দিক দিয়ে পশুদের ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি শক্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের পেছনে একটি চিন্তাশীল মন-মগজ বর্তমান যা ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান ও তথ্যসমূহকে একত্রিত ও বিন্যস্ত করে তা থেকে ফলাফল বের করে মতামত স্থির করে এবং এমন কিছু সিদ্ধান্ত করে যায় যার ওপরে তার কার্যকলাপ ও আচরণের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাই মানুষকে সৃষ্টি করে আমি তাকে শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি।" কথাটি বলার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির শক্তি দিয়েছেন যাতে সে পরীক্ষা দেয়ার উপযুক্ত হতে পারে। আর যদি আয়াতটির অর্থ শুধু 'শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি' করা হয়, তাহলে অন্ধ ও বধির ব্যক্তিরা এই পরীক্ষা থেকে বাদ পড়ে যায়। অথচ জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি থেকে যদি কেউ পুরোপুরি বঞ্চিত না হয় তাহলে তার এ পরীক্ষা থেকে বাদ পড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।





বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষায় প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা

















(শেষের পাতার পর)

রাজনৈতিক ক্ষমতাসীনরা পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। এ অবস্থায় রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিবর্গকে এই আন্দোলনের সাথে আরো জোরালোভাবে সম্পৃক্ত করতে বেন/বাপার আরও কার্যকরী কর্মসূচি নেয়া দরকার। নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার পিএস ১৩১ মিলনায়তনে গত ২২ জুলাই শনিবার বেন'র নিউইয়র্ক, নিউজার্সী এবং কানেক্টিকাট স্টেট শাখা আয়োজিত ২৫ বছর পূর্তি উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. রেহমান সোবহান এ কথা বলেন।

দিনব্যাপি আয়োজিত উৎসব ও পরিবেশ মেলার উল্লেখযোগ্য আয়োজনে আরও ছিল বর্ণাঢ্য র‍্যালি, প্রবাস প্রজন্মের ছোট্টমণিদের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা, প্রামাণ্য চিত্র, পোষ্টার ও পরিবেশ শিল্পকর্ম প্রদর্শন, সম্মাননা ও ক্রেষ্ট প্রদান, পুঁথি পাঠ, গীতি আলেখ্য, নৃত্য সহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

জাতিসংঘের উন্নয়ন গবেষণা টিমের প্রধান এবং বেন'র প্রতিষ্ঠাতা ড. নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে মূল অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বেন'র নিউইয়র্ক, নিউজার্সী ও কানেক্টিকাট'র কো অর্ডিনেটর ও উৎসব কমিটির আহবায়ক অধ্যাপক রানা ফেরদৌস চৌধুরী।

আলোচনা পর্বে আরো বক্তব্য রাখেন বিশ্বখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. রওনক জাহান, বেন'র বৈশ্বিক সমন্বয়কারী ড. মো. খালেকুজ্জামান, জাকির হোসেন, নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের পরিবেশ বিষয়ক প্রতিনিধি ভিকি সেকলো, ডা. আব্দুল বাতেন, হাসান আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ইউএস কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং সহ বিভিন্ন অতিথির ভিডিও রেকর্ডকৃত বক্তব্য শুনান হয়।

এর আগে পিএস ১৩১ এর বহিরাঙ্গণে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উৎসব কমিটির সদস্য সচিব মিনহাজ আহমেদের পরিচালনায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র'র জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এসময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ড. রেহমান সোবহান, ড. রওনক জাহান, বেন'র বৈশ্বিক সমন্বয়কারী ড. মো. খালেকুজ্জামান, অধ্যাপিকা হুসনে আরা প্রমুখ। পরে উপস্থিত সকলের অংশগ্রহণে ঢোলক শফিক মিয়ার ঢোলের সাথে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানমালা সঞ্চালনায় ছিলেন নজরুল কবীর, নুপুর চৌধুরী এবং উর্বি সাবিনা হাই।

অনুষ্ঠানে ড. রেহমান সোবহান বলেন, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণের দুই মেয়র ভোটের আগে যেসব অঙ্গীকার করেছিলেন তার বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তিনি বলেন, পরিবেশ সুরক্ষায় নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের অফিস যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেগুলোর সাথে ঢাকার মেয়রদের পরিচিত হওয়া দরকার। এ লক্ষে আমি ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণের মেয়রকে নিউইয়র্কে দেখতে চাই। তারা যেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের অভিজ্ঞতার আলোকে রাজধানী ঢাকার পরিবেশ সুরক্ষায় ২/৩ বছরের একটি পরিকল্পনা হাতে নেন। এরপর সেই পরিকল্পনার মেয়াদ ৫-১০ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

ড. রেহমান সোবহান উল্লেখ করেন, বলবায়ু দূষণ রোধে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক একটি ধারণা নিয়ে সে আলোকে বাংলাদেশেও কাজ করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. রওনক জাহান বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন গরিব জনগোষ্ঠী। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে রাষ্ট্র। বাংলাদেশে এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় জনসচেতনতা তৈরি করতে বাপার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

ড. নজরুল ইসলাম বলেন, রাজনৈতিক সদিচ্ছাকে বেনের আন্দোলনের পক্ষে না আনতে পারলে পরিবেশ সুরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। তবে এই ইস্যুতেই ২০২১ সালের জানুয়ারীতে আমরা বাংলাদেশে একটি সমাবেশ করেছি। তিনি বলেন, পরিবেশ আন্দোলনকে ব্যাপক জনগণের আন্দোলনে পরিণত করতে বাংলাদেশে আমাদের সহযোগী সংগঠন 'বাপা' (বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন)-কে সাথে নিয়ে ব্যাপক জনসচেতনার কাজ শুরু করেছি। এ লক্ষে গত ১৩ জানুয়ারী ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে কয়েক হাজার মানুষের সমাগমও ঘটানো হয়।

ড. নজরুল ইসলাম আরও বলেন, বেনের বয়স ২৫ বছর হয়েছে। এতে যুক্তরাষ্টসহ কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী, জাপান, ইউকে, সাউথ কোরিয়া, রাশিয়ার দেশপ্রেমিক প্রবাসীরা সম্পৃক্ত হয়েছেন। বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষা করতে আরও ব্যাপক সংখ্যক প্রবাসীকে এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে হবে।

অনুষ্ঠানমালায় সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পী বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমামের পরিকল্পনায় এবং মুক্তাধরের পরিবেশ শিল্পকর্ম পরিত্যক্ত উপাদানের পুনরায় ব্যবহার প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও রানু ফেরদৌসের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত প্রবাস প্রজন্মের শিশু-কিশোরদের 'আমাদের সুন্দর পৃথিবী' শীর্ষক ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন জাহেদ শরীফ ও তাজুল ইমাম। ড. ওবায়েদ উল্লাহ মামুনের ব্যবস্থাপনায় প্রদর্শিত হয় পরিবেশ বিষয়ক পোষ্টার।

অনুষ্ঠানে প্রামাণ্য চিত্রে বেন'র কার্যক্রম তুলে ধরেন ক্যালিফোর্নিয়া কো অর্ডিনেটর দীপেন ভট্টাচার্য।

পরিবেশিত হয় গীতি কাব্য আলেখ্য 'তুমি নির্মল কর'। রচনা, পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় ছিলেন ড. হারুন রশিদ। অংশগ্রহনে ছিলেন লিয়ানা মানহা, দেওয়ান প্রীতি ও ড. হারুন রশিদ।

অপরদিকে বেনজীর শিকদারের লেখা 'পরিবেশ সুরক্ষা'র পুঁথি পাঠে অংশ নেন আবৃত্তি শিল্পী আনোয়ারুল হক লাভলু।

অনুষ্ঠানে ড. মোঃ খালেকুজ্জামানের সঞ্চালনায় বেন লিডারশিপ ফোরাম বিভিন্ন চ্যাপ্টারের রিপোর্ট ও ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা পেশ করা হয়। এতে অংশ নেন ড. নজরুল ইসলাম, দীপেন ভট্টাচার্য, মুহিত রহমান, আহামদ বদরুজ্জামান, অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, রানা ফেরদৌস চৌধুরী, চিটো খন্দকার, উৎপল দত্ত, মোহাম্মাদ ইরফান, ফারুক জামান ও হোসাইন আজম।

রানু ফেরদৌসের পরিচালনায় শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। হোসাইন আজম রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন।

ড. মো. খালেকুজ্জামানের পরিচালনায় এবং ড. নজরুল ইসলাম ও অধ্যাপক রানা ফেরদৌস চৌধুরীর সহযোগিতায় পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকার জন্য তিনজনকে সম্মাননা ক্রেষ্ট প্রদান প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রাপ্তরা হলেন ড. সাইদুজ্জামান চৌধুরী, প্রফেসর এমডি জামান এমডি এবং ফার্মাসিস্ট সৈয়দ টিপু সুলতান।

'বাংলাদেশের পরিবেশ উন্নয়নে প্রবাসীদের ভূমিকা' শীর্ষক পরিবেশ বিষয়ক বিশেষ টকশোর আলোচক ছিলেন নিউজার্সীর মনমাউথ ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট অব সোশ্যাল ওয়ার্ক-এর অধ্যাপক গোলাম এম মাতবর, সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ এবং প্রযুক্তিবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আয়েশা দেওয়ান। সঞ্চালনায় ছিলেন সাংবাদিক শামীম আল আমিন।

উদ্বোধনী নৃত্য 'এসো শ্যামল সুন্দর বাংলাদেশ' সহ বেশ ক'টি নৃত্য পরিবেশন করে একাডেমী অফ ফাইন আর্টস (বাফা)। বেন সাউদার্ন ইউএসএ'র 'গভীর অসুখে পৃথিবী' পরিবেশনায় ছিলেন উৎপল দত্ত, কাকলি বিশ্বাস ও মুরশেদুল। এছাড়াও শিরিন বকুল, গোপন শাহা, মিনহাজ আহমেদের অংশগ্রহণে পরিবেশিত হয় কাব্যনাট্য ডাক দিয়ে যাই।

সবশেষে ছিলো বাংলাদেশের জনপ্রিয় বাউল শিল্পী কালা মিয়ার পরিবেশনা। এতে তিনি লোক সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বেন'র ২৫ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে রাজিয়া নাজমীর সম্পাদনায় 'পরিবেশ সংবিৎ' নামে চমৎকার একটি স্মারক সংকলন প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটের নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
Authorized e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইতিহাসে প্রথমবার হিজাব পরে বিশ্বকাপে খেললো বেনজিনা

(শেষের পাতার পর)

ইতিহাস গড়েছেন মরক্কোর ফুটবলার নোহাইলা বেনজিনা। দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটিতে তিনি মাঠে নেমেছেন হিজাব পরে। এই প্রথম কোনো ফুটবলার হিজাব পরে বিশ্বকাপের ম্যাচ খেললেন। কয়েক বছর আগেও ধর্মীয় কারণে মাথা ঢেকে মাঠে নামার অনুমোদন দেয়নি ফিফা। ফুটবলারদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার স্বার্থেই এই নিয়ম ছিল। তবে ২০১৪ সালে এই আইন প্রত্যাহার করা হয়। এর পর থেকেই হিজাব পরে ফুটবল খেলার ক্ষেত্রে সব বাধা দূর হয়ে যায়। শনিবার দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে মরক্কোর মেয়ে ফুটবল দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় বেনজিনা মাঠে নামেন হিজাব পরে।

হিজাব পরে মাঠে নামায় বেনজিনার প্রশংসা করে মুসলিম উইমেন ইন স্পোর্টস নেটওয়ার্কের সহ-প্রতিষ্ঠাতা আসমা হেলাল বলেছেন, 'বেনজিনাকে দেখে মুসলিম সম্প্রদায়ের মেয়েরা অনুপ্রাণিত হবে—এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু ফুটবলাররা নয়। যারা সিদ্ধান্ত নেন, কোচেরা এবং অন্য খেলার খেলোয়াড়রাও ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হবে।'

২৪ বছর বয়সী বেনজিনা মরক্কোর এসোসিয়েশনের স্পোর্টস অব ফোর্সেস আর্মড রয়াল ক্লাবের হয়ে খেলেন। তার ক্লাব মরক্কোয় মেয়েদের লিগে টানা আটবারের চ্যাম্পিয়ন। বেনজিনার হিজাব পরে খেলার সমর্থনে মরক্কোর অধিনায়ক গিজলেন চেবাক বলেছেন, 'মেয়েদের বিশ্বকাপে আরববিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে আমরা যোগ্যতা অর্জন করেছি। বিশ্বকাপ খেলতে পারা আমাদের কাছে গর্বের। দেশের খেলাধুলার সম্পর্কে বিশ্বের ধারণা উন্নত করার গুরুদায়িত্ব এখন আমাদের কাঁধে।'





ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com





নিউইয়র্কে অ্যাসাল হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস চ্যাপ্টারের অভিষেক

আমেরিকাতে ডাক্তার হিসেবে কাজ করার জন্য লাইসেন্সবিহীন ডাক্তারদের সমাধান খুঁজে বের করার দাবি



বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ এশিয়ার ৮ দেশীয় প্রবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগঠন অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার (অ্যাসাল)-এর হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস চ্যাপ্টারের নতুন কমিটির অভিষেক হয়েছে। নয়া কমিটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডা. রফিক আহমদ এবং জেনারেল সেক্রেটারী হয়েছেন ডা. মাহফুজ হোসেন। গত ২২ জুলাই শনিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে লং আইল্যান্ড সিটির দ্য নিউইয়র্ক স্কুল ফর মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল এসিস্টেন্টস হলে বর্ণাঢ্য এ অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অ্যাসাল'র প্রতিষ্ঠাতা ও ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাহ উদ্দীন অ্যাসাল হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস চ্যাপ্টারের নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা আন্দ্রেয়া স্টুয়ার্ট-কাজিন মূল বক্তা হিসেবে তার ভিডিও বার্তা প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'আমরা আমাদের স্টেটসহ সমগ্র দেশে অ্যাসাল এবং তাদের কাজকে ধন্যবাদ জানাই। হেলথ কেয়ার প্রফেশনালদের সমস্যা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা সম্ভাব্য সর্বোত্তম সমাধান খুঁজতে আপনাদের সাথে কাজ করব। ইউএস সিনেটর কার্স্টেন গিলিব্র্যান্ড তার ভিডিও বার্তায় সমাধানের অংশ হিসেবে আবাসিক স্লট বাড়ানোর প্রতি তার দৃঢ় সমর্থন প্রকাশ করেন। এবং এ ব্যাপারে অ্যাসাল নেতৃত্বের সাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং তার ভিডিও বার্তায় অ্যাসাল'র কাজের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। এবং এ সংক্রান্ত বিল ফ্লোরে উপস্থাপন হলে তিনি সম্ভাব্য সর্বোত্তম সহযোগিতা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন এবং রেকর্ড করা ভিডিও বার্তা পাঠান স্টেট সিনেটর জন লু, সিনেটর নাথালিয়া ফার্নান্দেজ, সিনেটর টবি অ্যান স্ট্যাভিস্কি, সিনেটর জেসিকা রামোস, সিনেটর লরি কমরী, সিনেটর রক্সান পারসাউড, সিনেটর কেভিন পার্কার, সিনেটর রবার্ট জ্যাকসন, সিনেটর লুইস সেপুলভেদা, সহকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা চার্লস ফল, অ্যাসেম্বলিওম্যান ক্যাটালিনা ক্রুজ, অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড ওয়েপ্রিন, অ্যাসেম্বলিওম্যান অ্যালিসিয়া এল হাইন্ডম্যান, অ্যাসেম্বলিওম্যান ইউডেলকা তাপিয়া, অ্যাসেম্বলিওম্যান কারিনেস রেইস, অ্যাসেম্বলিম্যান রন কিম, অ্যাসেম্বলিম্যান খলিল অ্যান্ডারসন, অ্যাসেম্বলিম্যান ড. নাদের সায়োগ, অ্যাসেম্বলিম্যান জন জাকারো, অ্যাসেম্বলিম্যান ফারা সোফারেন্ট ফরেস্ট, ডা. মুজিবুর মজুমদার, ডা. মুজিবুল হক, ডা. শাহ রহমান, প্রজেক্ট আইএমজির পরিচালক ডা. সেবাস্তিয়ান অরুরানা, মিসেস লিসা জর্ডান প্রমুখ।

উদ্বোধনী বক্তব্যে মাফ মিসবাহ উদ্দীন সকল লাইসেন্সহীন মেডিকেল ডিগ্রিধারীদের অ্যাসাল হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস চ্যাপ্টারে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনি গত ৫০ বছর ধরে চেষ্টা করেছেন, কিছুই হয় নি। আমাদের দুই বছর সময় দিন। আপনার আস্থা এবং সময় দিন আমরা আগামী দুই বছরের মধ্যে এটি ঘটাতে পারব। তিনি বলেন, হেলথ কেয়ার প্রফেশনালসদের সহযোগীতা করতে তাদের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে তাদের সাথে একযোগে কাজ করে যাবো। এরপর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস চ্যাপ্টারের নতুন কমিটি নাম ঘোষণা এবং শপথ গ্রহণ করান।

অ্যাসাল'র ন্যাশনাল কমিটির সেক্রেটারী করিম চৌধুরী তার বক্তব্যে স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবীদের বিদ্যমান সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অ্যাসালের আন্দোলনে আরও সক্রিয় হওয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন, যখন এ সংক্রান্ত বিল ফ্লোরে যাবে তখন নিউইয়র্ক স্টেট স্পিকার আপনাদের পৃষ্ঠপোষক এবং সমর্থক হবেন।

অনুষ্ঠানে ডা. রফিক আহমদ বলেন, 'অ্যাসাল আমাদের জীবনে একটি আশীর্বাদ হিসেবে এসেছে, তাদের দৃষ্টি না থাকলে এই চ্যাপ্টারটি করা সম্ভব হতো না। তিনি তার বক্তব্যে আইন প্রণেতা এবং অন্যান্য শ্রোতাদের কাছে যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধের অনুশীলনের লাইসেন্স পাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। তিনি চিকিৎসক ঘাটতি এবং এর দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী সমাধান এবং যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসক স্বল্পতার অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কেও কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে অ্যাসাল হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস চ্যাপ্টারের নব নির্বাচিত সভাপতি ড. রফিক আহমেদকে এনওয়াইএস অ্যাসেম্বলী সম্মাননা প্রদান করেন ষ্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান ড. নাদের সায়োগ।

অ্যাসাল হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস চ্যাপ্টারের ২০২৩-২০২৪ সালের জন্য গঠিত নতুন কমিটির অভিষিক্তরা হলেন: প্রেসিডেন্ট- ডা. রফিক আহমদ, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট- ডা. শাহ রহমান, জেনারেল সেক্রেটারী- ডা. মাহফুজ হোসেন, করেসপন্ডিং সেক্রেটারী- ডা. ইমরান খান, ট্রেজারার- ডা. একেএম নজরুল ইসলাম, পলিটিকেল একশান ডাইরেক্টর- ডা. জাহিদুর রহমান, উইমেন্স কমিটি চেয়ার- ডা. শিমিলী, ইমিগ্রেশন ডাইরেক্টর- ডা. সামিরা খান, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর- ডা. মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট- ডা. জোশুয়া নিলি, ডা. যুবরাজ ভানোট, ডা. উসমান জেড আলভি, ডা. মোহাম্মদ আমিনুল্লাহ শেখ, ডা. আমিনুল চৌধুরী, ডা. ফিলিপ ফাউদ হক, ডা. অতীন সাহা, ডা. মোহাম্মদ হক, ডা. মুহাম্মদ সেলিম শহীদ, ডা. জেভিয়ার সোলোজানো, ডা. মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম, ডা. এনামুল খান, ডা. মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম, ডা. মোহাম্মদ মাহমুদ, ডা. শামসুল হুদা ও ডা. জিনাত আরা বেগম।

ট্রাস্টি বোর্ড: ডা. মুজিবুল হক, ডা. মুজিবুর রহমান মজুমদার, ডা. আশফাক হোসেন, ডা. আবু মুহাম্মদ হক, ডা. নন্দ পাঞ্জওয়ানী, ডা. এলসা মোরা ও ডা. সাজ্জাদ হোসেন।

উইমেন্স কমিটি: ডা. হিনা নিয়াজী, ডা. সালমা আহমেদ, ডা. শাহিনা হক, ডা. মাহফুজা এ খান, ডা. সুলতানা রহমান, ডা. ফারজানা রহমান, ডা. সাবিহা আক্তার, ডা. নারগেস জোসাঘনী, ডা. ফাতেমাতুজ জোহরা, ডা. রুজিনা মুনিম, ডা. সামিয়া জাহান, ডা. সুলতানিয়া রাজিয়া, ডা. লুবনা ইসলাম, ডা. পারভীন ঘানি, ডা. ইভেট এল ল্যারি স্যাডলার ও ডা. শ্রদ্ধা লোহানী।

ইয়ুথ কমিটি : ডা. রাশেদুল হাসান, ডা. মোরশেদ আলম এবং ডা. হাসানুল ইসলাম চৌধুরী।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

অনুষ্ঠান স্মরণিকা

(শেষের পাতার পর)

সেমিনার ১৩ আগষ্ট রোববার লং আইল্যান্ড ম্যারিয়ট হোটেল (১০১ জেমস ডলিটলি বুলেভার্ড, ইউনিয়নডেল, এনওয়াই ১১৫৫৩)

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর উদ্যোগে 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ ১৫ আগষ্ট মঙ্গলবার জ্যাকসন হাটইসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে (বাংলাদেশ স্ট্রীট/৭৩ ষ্ট্রীট)

মুনা কনভেনশন-২০২৩ পেনসেলভেনিয়া কনভেনশন সেন্টারে ১৮-২০ আগষ্ট।

কানাডার টরন্টো ফিল্ম ফোরাম আয়োজিত টরন্টোতে চার দিনের চলচ্চিত্র উৎসব ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২১ সেপ্টেম্বর স্থানীয় স্কারবোরোর ২২ লেভবিক এভিনিউর সিনেপ্লেক্স ওডেন এবং মাল্টিকালচারাল ফিল্ম স্ক্রিনিং সেন্টারে।

বাংলাদেশ নটরডেম এলামনাই নর্থ আমেরিকা'র আন্তর্জাতিক সম্মেলন ৭ অক্টোবর শনিবার নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে।

মস্তিষ্কের সুরক্ষায় করুন নিয়মিত শরীরচর্চা

(শেষের পাতার পর)

কোষদের মধ্যকার যোগাযোগ বাড়ে। এতে ডিমেনশিয়ার মতো সমস্যা সহজেই প্রতিরোধ করা সম্ভব। বিশেষত নিয়মিত ব্যায়াম করেন এমন বয়স্ক মানুষরা মানসিক ব্যাধিতে কম আক্রান্ত হন।

এ বিষয়ে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত মেমরি অ্যান্ড এজিং সেন্টারে কর্মরত নিউরোলজি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর কেইটলিন ক্যাসেলেটো জানান, 'মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে সিন্যাপ্স সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের মানসচিন্তা এবং স্মৃতি মূলত এই সিন্যাপসেরই প্রভাবপ্রসূন ফল।'

শরীরচর্চা

কেইটলিনের গবেষণা থেকে জানা যায়, শরীরচর্চা



আমাদের মস্তিষ্কে ডিমেনশিয়ার আশঙ্কা ৩০ থেকে ৮০ শতাংশ হ্রাস করে। তিনি জানান, 'মস্তিষ্কের জটিল গঠনের কথা বিবেচনা করে দেখলে, সুস্থ শরীরচর্চা মস্তিষ্কে কিছু স্বাভাবিক সিগন্যাল প্রদান করে। এতে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা এবং সুস্থতা নিশ্চিত হয়।'

এক্ষেত্রে প্রোটিন ব্যবস্থাপনই আসল

মূলত মস্তিষ্ক সিন্যাপসের মাধ্যমে নিউরন থেকে নিউরন এবং দেহের অন্যান্য অংশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। তাই ক্রমশ ধুকতে শুরু করা বা ক্ষয়প্রাপ্ত প্রোটিনের প্রতিপূরক জরুরি হয়ে পড়ে। কেইটলিন এক পর্যায়ে জানান, 'আমাদের মস্তিষ্কে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন পাওয়া যাবে। প্রতিটি প্রোটিনই ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে।'

শরীরচর্চা

এই প্রক্রিয়াতেই মস্তিষ্ক নিজেকে পুনর্বিন্যস্ত করার সুযোগ পায়। ফলে মস্তিষ্ক সুস্থ থাকে। আলজেইমার কিংবা ডিমেনশিয়ার ক্ষতি হ্রাস করতে শারিরীক কসরতের ভূমিকা অপরিসীম। বিশেষত বয়স্ক যারা তাদের সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট শারিরীক ব্যায়াম বা কার্যক্রমে নিজেকে জড়ানো উচিত। তবে যেকোনো ব্যায়াম করলেই ফলাফল পাওয়া যাবে এমন না। কেইটলিনের গবেষণা জানায়, বয়সের উপর ভিত্তি করে ফলাফল বিভিন্ন হতে পারে। তবে সচরাচর এমন ব্যায়ামই খুঁজে নেয়া উচিত যা আনন্দদায়ক। বিশেষত বয়স্কদের উচিত নতুন কোনো ব্যায়াম শুরু করা। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে প্রথমে পরামর্শ করে নিতে হবে।

এই বিষয় নিয়ে আরো গবেষণা হচ্ছে। তবে ডিমেনশিয়া কিংবা বিভিন্ন মানসিক ব্যাধি প্রতিরোধে শারিরীক কার্যক্রম এবং ভালো লাগার সম্পর্ক জরুরি। একইসঙ্গে খাদ্যতালিকায় প্রোটিনের মাত্রা বৃদ্ধি এবং সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে। এতে যেকোনো বয়সেই (বিশেষত বয়স্কদের) মানসিক ব্যাধি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

NOTICE

Ibne Studios, LLC, filed Articles of Organization with the NY Secretary of State ("NYSOS"), on 12/06/2022. Office location: Queens County. NYSOS is designated as agent of the LLC upon whom process against it may be served. NYSOS shall mail copy of process to: 187-11 Wexford Terrace, 1st Floor, Jamaica, NY. Purpose: Any lawful purpose.
Please confirm receipt of this email and if you have any questions or concerns.
Contact: Sanan Ibne. **Cell: 347-849-0006**

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।
যোগাযোগঃ উদ্দিন
929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয় ।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course; 4 Hours Each Class; Total 32 Classes (4 days/week); Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course; 5 days/week; Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade; 8 weeks course; 3 Hrs./day, 4 days/week; Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ এবং ১৮৩ স্ট্রীট সাবওয়ের সন্নিকটে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হিলসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯৪-৩০ ১৯৯ স্ট্রীট হলিসে দুই ও এক বেডরুম এবং ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট হলিসে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৮৮-৬৩৮২ মে-০৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।
ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

রুম ভাড়া

সুন্দর ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবী পুরুষদের জন্য বেড বিছানাসহ এক রুম, কিচেনের সাথে ডাইনিং রুমের চেয়ার টেবিল ও ইন্টারনেটের সুবিধায় ভাড়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীট, ব্রুকলীন।

যোগাযোগঃ
৬৩১-২৩০-০২৩০
৭১৮-৩৪৮-৮৪২২।

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন এলাকায় ৩ বেড, ১ লিভিং, কিচেন এবং বাথরুম (১ম তলা) ভাড়া হবে। জে ট্রেন এবং কিউ-৫৬, কিউ-২৪, কিউ-৫৩, কিউ-৫২, কিউ-১১ এবং বি-১ বাসের সন্নিকটে। ভাড়া ২৪০০ ডলার। সববিল একত্রে।

যোগাযোগঃ
জিনাত ৬৪৬ ২৮৯ ০৫৩৯.

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।
ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

পাত্র-পাত্রী চাই

(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।

যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০
Email: gomaruf@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোটিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দুরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

JAMAICA GARAGE FOR RENT

INDOOR GARAGE WITH REMOTE KEY FOR RENT. 175 STREET & HILLSIDE AVENUE. LEAVE MESSAGE: 917-533-3928

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ **মোহাম্মদ তুহিন**

৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-

TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. f-06/14

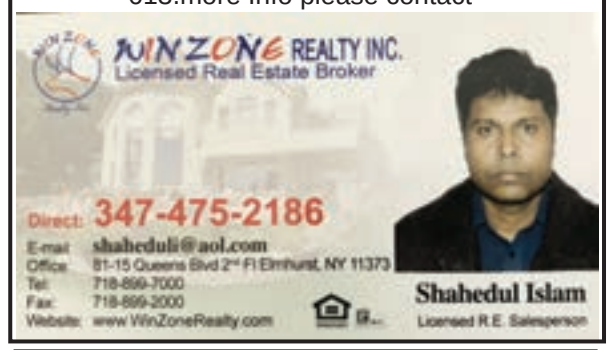
পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।

যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

ফারুক ভাই, এভাবেই কি চলে যেতে হয়!

(শেষের পাতার পর)

জন্য তাকে লোকে বলতো-মিডা ফারুক।

কারো সাথে রুঢ় আচরণ বা কঠিনভাবে কথা বলেছেন এমনটি কেউ দেখেনি। কাজ করতেন একটা রেস্টুরেন্টে। বেশিরভাগ সময় ভোর রাতে কাজে যেতেন। লাঞ্চের সময় কাজ করতেন। ফলে কাজের শেষেও হাতে থাকতো অফুরন্ত সময়। সে সময়টা কাজে লাগাতেন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের জন্য।

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের শুরু থেকেই সম্পৃক্ত। সবশেষে সভাপতির দ্বায়িত্ব পালন করেছেন। প্রবাসী বিশ্বনাথ কল্যান সমিতির সহ সভাপতি, বাংলাদেশী-আমেরিকান ডেমোক্রেটিক সোসাইটিসহ এমনি নানা সংগঠনের সাথে তিনি ছিলেন। কমিউনিটির জন্য কাজ করেছেন মন প্রাণ উজার করে।

পার্কচেস্টার কনডোমিনিয়ামে পরিচিত কেউ বাসা নিতে চাচ্ছেন কিন্তু কাগজপত্রের জন্য কোয়ালিফাই করতে পারছেন না। মুশকিল আসান হয়ে ফারুক তার কাগজপত্র দিয়ে তাকে উদ্ধার করলেন।

হোটেলে কাজ করতেন ফারুক। হোটেলে কাজ পেতে অনেককেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যা অন্য অনেকে করতে চাইতেন না। ব্রঙ্কস আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম রব্বানী বলেন, আমি সহ অনেকেই হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি ফারুকের সহায়তায়।

আমার নিজের কথাই বলি। একদিন জ্যাকবি হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরছি। বাস থেকে নেমেছি মরিস পার্ক এবং হোয়াইট প্লেইনস স্টপেজে। এখানে নতুন একটা এরাবিয়ান রেস্টুরেন্ট ওপেন হয়েছে। নতুন রেস্টুরেন্টের



নিউইয়র্কের আইনস্টাইন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তৌফিকুর রহমান ফারুক-এর সাথে লেখক হাবিব রহমান

খাবার চেখে দেখা আমার একটা হব, ঢুকলাম। নতুন কিছু এরাবিয়ান ধাঁচের খাবার খেয়ে বিল দিয়ে বেরিয়ে আসছি। রাস্তা থেকে দেখে দৌড়ে ভিতরে ঢুকে আমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে ম্যানেজারের সামনে নিয়ে বল্লেন, উনি কি বিল দিয়েছেন? ম্যানেজার বল্লেন হ্যাঁ। ফারুক বল্লেন, 'এখন থেকে উনি আসলে কোন বিল নেবে না, খাতায় লিখে রাখবে ইনি আমার ভাই।'

তাকে বল্লাম, এটা কি হলো!

বল্লেন, এই রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার আমার ভাড়াটিয়া। তাই তাকে বলে রাখলাম। আমার বাড়ির পাশে রেস্টুরেন্টে খেয়ে আপনি বিল দেবেন তা কি করে হয়! - এই হলো ফারুক ভাই।

দু' সপ্তাহ আগে মনে হলো দেখে আসি ফারুক ভাই কেমন আছেন? বাসার কাছে গিয়ে কল দিলাম। কারন বাসার নাম্বারটা জানা নেই। ফোন বাজছে কেউ ধরছে না। কল দিলাম তার প্রতিবেশি আমাদের কমন বন্ধু শেবুল খান মাহবুবকে। উনি ফোন ধরেই বল্লেন- জানেন না, ফারুকের শরীরতো খুব খারাপ! আইনস্টাইন হাস-পাতালে ভর্তি আছেন।

ছুটলাম ওখানে। কি যে খুশী হলেন দেখে! দু'হাত জড়িয়ে ধরে একটা ছবি তুল্লেন। দেখলাম পেট ফুলে গেছে। ফুলে গেছে পা থেকে উপরেও। কেমন জানি ভয় হচ্ছিলো।

ব্যস্ত ছিলাম এই কদিন। আমার অনুজপ্রতিম সামিউলের সহধর্মিনি ফারজানা আশরাফির দুটো কিডনিই ড্যামেজ হয়ে এলমহার্স্ট হাসপাতালের আইসিইউ তে। ক'দিন ধরেই ছুটছি ওখানে। গতকালই সে রিলিজ হয়ে বাসায় গেলো। ভেবেছিলাম সময় করে একবার ফারুক ভাইকে দেখে আসবো। কিন্তু তার আগেই আজ দুপুরে বাংলাদেশ সেসাইটি অব ব্রঙ্কসের সাধারণ সম্পাদক মামুন ইসলামের ফোন- ফারুক ভাই আর নেই।

ছুটলাম পার্কচেস্টার জামে মসজিদে। ততক্ষণে মরদেহ ধোয়ানো হয়ে গেছে। কফিনে সাদা কাপড় পরে শুয়ে আছে আমাদের প্রিয় ফারুক ভাই। কী শান্ত স্নিগ্ধ চেহারা- মনে হচ্ছিলো যেন বলে উঠবেন, হাবিব ভাই কি খাবেন? ফারুক ভাই আর কোনোদিন আমাকে চায়ের অফার করবেন না। রেস্টুরেন্ট ম্যানেজারকে ডেকে আর কোনদিন বলবে না- এর নাম হাবিব ভাই, এর কাছ থেকে কোনো দিন খাবার বিল নেবে না। আবদার নিয়ে কোনদিন আমাকে এসে বলবেন না- হাবিব ভাই অমুকের কাগজপত্র নেই। তাকে কিন্তু কনডোমিনিয়ামের একটা বাসা ম্যানেজ করে দিতেই হবে।

চোখটা জলে ভিজে ঝাপসা হয়ে আসছিলো।

আচ্ছা, ভালো মানুষগুলো পৃথিবী ছেড়ে এমনি করে এত তাড়াতাড়ি চলে যায় কেন?

নোট: লেখক-এর ফেসবুক থেকে। লেখক: সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র বার্তা সম্পাদক। বাংলা ট্যুর-এর সিইও।

বর্নাঢ্য আয়োজনে বিপা'র ৪দিনের বর্ষপূতি উৎসব

(শেষের পাতার পর)

প্রথম দিনই নাচ-গান আর ঢাক-ঢোলের গগন বিদারী আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠে উৎসব স্থল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফিতা কেটে নিউইয়র্কের জ্যাম্যাইকা আর্ট সেন্টারে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন বিপা'র প্রথম পৃষ্ঠপোষক ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আওলাদ হোসেন খান। উড়ানো হয় রং বে রং এর এক গুচ্ছ বেলুন। এরপর আমন্ত্রিত অতিথি নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলামকে সাথে নিয়ে কেক কাটেন উদ্বোধক আওলাদ হোসেন খান।

উদ্বোধনী পর্বে 'ফায়ার পারফর্মিং আর্টর্স'-এর চিত্তাকর্ষক ব্যান্ড পরিবেশনা ছিল অনুষ্ঠানের একটি ভিন্নধর্মী সংযোজন। শিল্পীদের উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অনেকেই চত্বরে নাচতে শুরু করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পরিবেশিত হয় সমবেত কণ্ঠে 'প্রত্যয়ের সঙ্গীত'। এতে অংশগ্রহণ করে জেরিন মাইশা, আলভান চৌধুরী,আরিয়ান কবির, কামিলা আলম, নাবিলা হামিদ, নওশিন চৌধুরী, সামিয়া ইসলাম, মুন হাই, এলমা রুদমিলা, রায়সা জেরিন, চলন্তিকা রায়, নুজহাত সুরাইয়া হক, প্রিতিজা পারমিতা, ফাবিয়া হোসেন নিসা, রওনক হোসেন, রেশিতা চৌধরী, নাজমা ইসলাম, সোহানি ইসলাম, উর্মি রোজারিও, ক্রিস্টিনা রোজারিও লিপি, আর্য বড়ুয়া, সোনিয়া মুত্তালিব, লিমন চৌধুরী, আক- লিমা চৌধুরী, সাবিনা শারমিন, সাহাত নবী, আমিনা ইসলাম, শ্রদ্ধা সাহা, রায়না বড়ুয়া, ফারিবা করিম, ইরাজ চৌধুরী, আরিয়া কামাল, জারিয়া কামাল, অর্নব মন্ডল, অনিরন সরকার, রেথ দাস, জান্নাতুল ফেরদৌস মৃত্তিকা, বিভা সাহা, আলভিনা রহমান, জুনেরা ইসলাম, ডধু রোমিও কইয়া, আনিশা হোসেন, ইশরাত সামিরা, এবং শ্রেষ্ঠা দেবনাথ। রচয়িতা এবং সুরকার নিলোফার জাহান এবং নির্দেশনায় ছিলেন সেলিমা আশরাফ ও নিলোফার জাহান। যন্ত্রসঙ্গীতে ছিলেন নাদিম আহমেদ এবং বিডি মিউজিক।

লোকনৃত্য 'কালো ভ্রমর' পর্বে অংশ নেন আপিয়া জাহান পম্পি, শাহিয়ান শারমিন, নামিয়া আমিন, জারিন ইসলাম, নৌশিন চৌধুরী, রায়সা জেরিন, মুনিরা আহমেদ এবং কামিলা সোফি ইসলাম।

বিপার বড়দের নৃত্যানুষ্ঠান 'বাংলাদেশের মেয়ে' পবে অংশ নেন শ্রেষ্ঠা দেবনাথ, শ্রদ্ধা সাহা, রায়না বড়ুয়া, মুসাররত অপ্সরা রশিদ, আয়জা আনাম, আরিয়ানা আনাম, শ্রেষ্ঠা দেবি, ফারিবা করিম, আলভিনা রহমান, আমিনা ইসলাম জানাতুল ইসলাম মৃত্তিকা, সাহিতা নবী, আনিশা হুসেন, সিমরা আজাদ এবং ইনাইয়া জামান।

এছাড়া শিশুদের একটি চিত্রপ্রদর্শনী এবং সাংবাদিক এবং অভ্যাগতদের জন্য ছিলো নৈশভোজ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন সাবিনা শারমিন নিহার এবং আবীর আলমগীর।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন শনিবারের অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকেল ৫টায়। প্রথমে ভেতরের মঞ্চে পরিবেশিত হয় নৃত্যানুষ্ঠান 'রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের তাসের দেশ' এবং 'আজিন এবং বন্ধুদের পরিবেশিত সঙ্গীতানুষ্ঠান। পরে মূল মঞ্চে পরিবেশিত হবে সঙ্গীতানুষ্ঠান 'হৃদয়ে স্বদেশ, আমার বাংলাদেশ এবং বিপা'র পুরনো ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠান।

উৎসববের তৃতীয় দিন রোববারের অনুষ্ঠানও শুরু হবে বিকেল ৫ টায়। এইদিন প্রথমে ভেতরের মঞ্চে পরিবেশিত হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান 'ফুল, কুঁড়ি ও আমরা' এবং







কত্থক ও ভরতনাট্যম। পরে মুক্তমঞ্চে পরিবেশিত হবে নায়লা আজাদ ও মিতালি দাসের অনুষ্ঠান এবং বিরসা চ্যাটার্জির কোয়ার্ট্রেট।

বিপার কর্মকর্তা, নতুন-পুরাতন শিক্ষার্থী, অভিভাব আর অতিথিদের উপস্থিতিতে উৎসব অনুষ্ঠান মিলন মেলায় পরিণত হয়। অনুষ্ঠানে বিপার ৩০ বছর পূতি উৎসব অনুষ্ঠানের প্রশংসা আর সফলতা কামনা করেন প্রবাসীরা। উদ্বাধনী অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম বলেন, অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গত তিরিশ বছর যাবত আমেরিকার মাটিতে বিপা বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতিকে অত্যন্ত সফলতার সাথে তুলে ধরেছে। তিনি বিপার সাফল্য কামনা করেন।

এদিন প্রবীন সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহর পরিচালনায় এতে অংশগ্রহণ করেন বিপার তিন কর্ণধার সেলিমা আশরাফ, এ্যানি ফেরদৌস, নিলোফার জাহান এবং পথম দিকের সাংগঠনিকভাবে সহযোগী কণ্ঠশিল্পী শহীদ হাসান, মাহবুবুল হক সোহেল এবং জাফর ফেরদৌস। তাঁদের আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে উঠে আসে কি কঠিন বৈরিতার মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র কঠোর মনোবল, আত্মত্যাগ এবং একাগ্রতার কারণে বিপা আজকের এই অবস্থানে উঠে এসেছে।

উল্লেখ্য, প্রবাসে বাংলা ভাষা আর শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বিপা হাটি হাটি পা পা করে ৩০ বছরে পদার্পণ করেছে। নিউইয়র্কের জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিপা এই ৩০ বছরে বিন্দু থেকে সাগরে পরিণত হয়েছে- এমন অভিমত সুধিজনদের। পাশাপাশি প্রশ্ন উঠেছে আগামী ৩০ বছর বা ৫০ বছর নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যোগ্য নেতৃত্ব কি বিপায় রয়েছে?

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার
সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

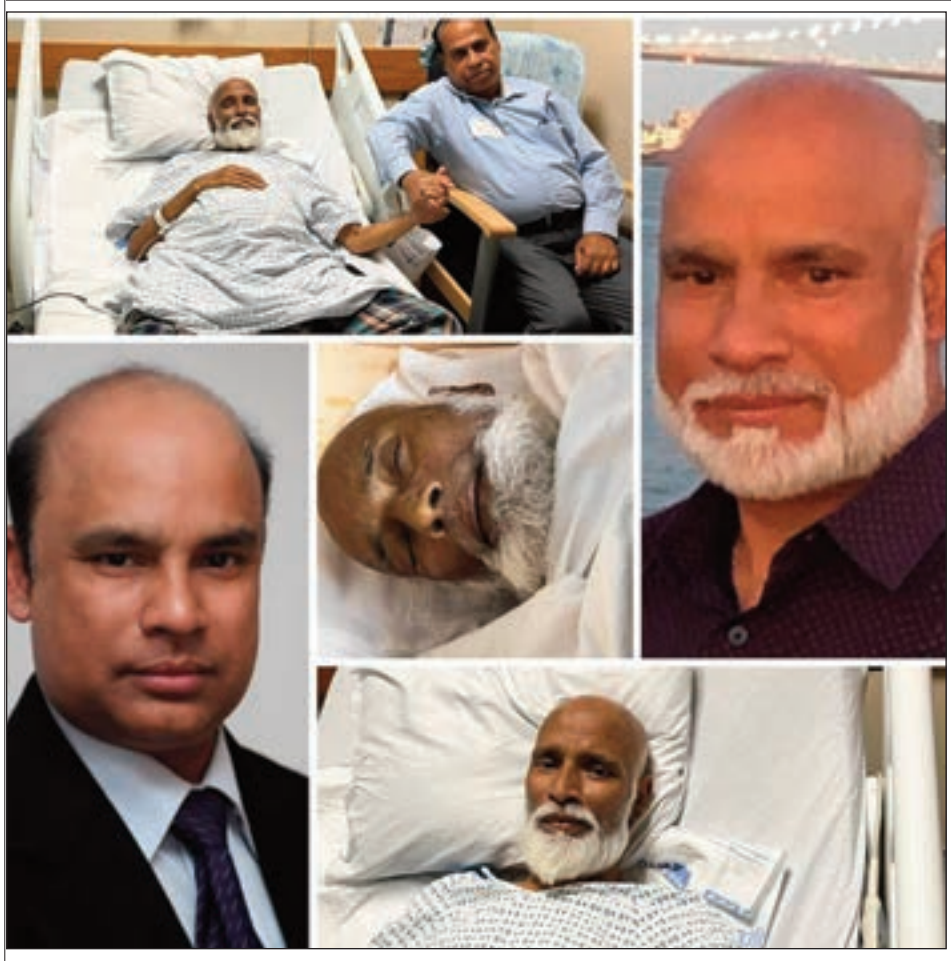
1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika // Monday // July 24 // 2023

ম্যানহাটনে নির্মাণাধীন ভবনের ক্রেনে আগুন, আহত ১২

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ নিউইয়র্কের ম্যানহাটানে একটি বহুতল ভবনের নির্মাণ কাজের সময় ক্রেনে আগুন ধরে তার ভেঙ্গে পড়লে অন্তত ১২ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে তিন জন অগ্নিনির্বাপক কর্মীও রয়েছেন। ম্যানহাটনের ওয়েস্ট ৪০ ও ৪১ স্টিটে বুধবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ফায়ার ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন ৪৫ তলা বিশিষ্ট নির্মাণাধীন ভবনটিতে ক্রেনটি ব্যবহৃত হচ্ছিলো। এটি চালু অবস্থায় ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্টে আগুন লেগে যায়। ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট ডেপুটি কমিশনার জোসেফ ফিফার সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে জানান, খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় এবং ক্রেনটির আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। এ সময় ক্রেনটিতে ১৬ টন ওজনের কংক্রিট লটকানো ছিলো। এক পর্যায়ে সেটি ভেঙ্গে পড়ে। সিটির ডিপার্টমেন্ট অব বিল্ডিংয়ের কমিশনার জিমি ওডেডা জানিয়েছেন, ক্রেনটিতে আগুন লেগে ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত করা হবে।এই ঘটনায় ৯ জন সাধারণ ও ৩ জন দমকল কর্মী আহত হয়েছেন। তাদের নিকটবর্তী হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।



ব্রঙ্কসের পরিচিত মুখ তৌফিকুর রহমান ফারুকের ইন্তেকালে শোকাহত কমিউনিটি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রিয়মুখ, বিশেষ করে ব্রঙ্কসের সবার প্রিয় তৌফিকুর রহমান ফারুকের নামাজে জানাজা শেষে তার মরদেহ গত ২৫ জুলাই মঙ্গলবার সকালে নিউজার্সী রাজ্যের পেটারসনের টটোয়া কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। এর আগে সোমবার বাদ এশা ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার জামে মসজিদে মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় ইমামতি করেন পার্কচেষ্টার মসজিদের ইমাম যুবাইর রাশিদ।

উল্লেখ্য, তৌফিকুর রহমান ফারুকের গত ২৪ জুলাই সোমবার বেলা ১২.১৫ মিনিটে ব্রঙ্কসের মরিস পার্কস্থ নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবত ক্যান্সারে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৬ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে এক মেয়ে সহ অনেক আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। তার ইন্তেকালে শোকাতত বাংলাদেশী কমিউনিটি।

সিলেট বিশ্বনাথের দেওকলস মাইজগাঁও এর বাসিন্দা ফারুক বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সাবেক সভাপতি এবং বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতি ইউএসএ'র বর্তমান সহ সভাপতি ছিলেন। অত্যন্ত প্রিয়ভাষী ফারুক প্রায় ৪০ বছর যাবত যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাস জীবন যাপন করছিলেন।

খলিল বিরিয়ানীর স্টাফদের নিয়ে কর্মশালা

গ্রাহক সেবার উপর গুরুত্বারোপ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ)ঃ নিউইয়র্কের বিশিষ্ট রেষ্টুরেন্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'খলিল বিরিয়ানী হাউস'-এর জ্যামাইকা শাখার কর্মীদের নিয়ে কর্মশালা হয়েছে। বুধবার (২৬ জুলাই) সন্ধ্যায় জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ খলিল পার্টি হাউসে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এসময় প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী শেফ খলিলুর রহমান গ্রাহক সেবার উপর গুরুত্বারোপের জন্য তার কর্মীদের প্রতি আহবান জানান। খবর ইউএনএ'র।

শেফ খলিলুর রহমান বলেন, একজন গ্রাহকের সাথে সব সময় বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে হবে। তাদের সাথে হাসিমুখে সম্ভাষণ জানিয়ে কথা শুরু করতে হবে। গ্রাহকের প্রয়োজন, সমস্যা, অভাব ও অভিযোগ মনযোগ দিয়ে শোনার মন-মানসিকতা থাকতে হবে। গ্রাহকের কথা ধৈর্য সহকারে শুনলে তারা বুঝতে পারবেন, তাদের প্রয়োজন ও সমস্যা আমাদের কাছেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, সকল গ্রাহককে সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে ও সম্মান প্রর্দশন করতে হবে। সকল গ্রাহকের ব্যবহার সমান নাও হতে পারে। কেউ আমাদের সাথে সাথে ভালো ব্যবহার করবে, কেউ খারাপ ব্যবহার করবে। কিন্তু আমাদের উচিত হবে সবার প্রতি সম্মান প্রর্দশন করা এবং ধৈর্য সহকারে গ্রাহকদের সেবা প্রদান করা।

শেফ খলিল বলেন, কোন অবস্থাতেই খাবারের মান নিয়ে আপোষ করা যাবেনা। তিনি কিচেন সহ রেস্টুরেন্টের ভিতরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার উপরও দৃষ্টি দেয়ার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

কর্মশালায় তিনি কর্মীদের বক্তব্য মনযোগ দিয়ে শোনেন এবং তাদের সেসব সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। কর্মশালায় রেস্টুরেন্টের স্টাফদের মধ্যে জামিল, রুবেল, মিলাদ, সানি, রিয়াজুল, রাকিব, চায়না, সোহেল, শামীম, তাকওয়া, রায়হান, শরীফ, রনি, মামুন, হাসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।















কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের ২৪তম চড়ুইভাতি সম্পন্ন

নিউইয়র্ক: 'উজান ভাটির সম্প্রীতি বাংলা আমার সংস্কৃতি' স্লোগান ধারণ করে নিজ কমিউনিটিসহ এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা রাখার দৃঢ় প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে গত ২৩ রোববার জুলাই লংআইলেন্ডের সবুজে ঘেরা আটলান্টিকের সন্নিকটে হেকসার স্টেট পার্কে সংগঠনের বার্ষিক চড়ুইভাতি অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্ক সহ ট্রাই ষ্টেটে বসবারত কিশোরগঞ্জ জেলার প্রবাসী ও অভিবাসী বাংলাদেশী সহ অন্য জেলার বাসিন্দারাও এতে অংশ নেন। ফলে জাঁকজমকভাবেই নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের অন্যতম বৃহত্তর সামাজিক সংগঠন কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের বার্ষিক ২৪তম চড়ুইভাতি-২০২৩।

চড়ুইভাতিতে আমন্ত্রিত অথিতি ছিলেন বেন'র বিশ্ব সমন্বয়কারী ড. খালেকুজ্জামান মতিন, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ প্রতিদিন সম্পাদক লাবলু আনসার, পিসি ইমিগ্র্যান্ট এলডার হোমকেয়ারের সামসুন্নাহার নিম্মি, জিটুকে'র প্রতিনিধি ও নিউ হক এন্ড সন্সের প্রতিনিধি। সংগঠনের ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্য আব্দুল আওয়াল সিদ্দিকী, হেলাল উদ্দিন আহমেদ, হাবিব রহমান হারুন, ইঞ্জিনিয়ার মো. ফজলুল হক, জাইদুল কবির খাঁন সারোয়ার, পৃষ্ঠপোষক হক মেডিকেলের ডা.সায়েরা হক, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য অধ্যক্ষ মো. মোক্তার হোসেন, তারক পন্ডিত, মো. শহীদুল হাসান, আনোয়ার উদ্দিন খান, কার্যকরী কমিটির সভাপতি মো.আব্দুর রাজ্জাক, সহ সভাপতি হাবিবুর রহমান কামাল, আলী আহসান আকন্দ শামীম, হাবিবুর রহমান জুয়েল, সাধারণ সম্পাদক তানভীর রায়হান মিঠু, সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল কবীর, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক সায়েদুল হক, প্রচার সম্পাদক আজহারুল ইসলাম রায়হান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা খালেদা আক্তার কিরণ, কার্যকরী সদস্য মো. আব্দুল খালেক, মো. মনিরুজ্জামান, রাফিউল করিম খাঁন সাজ্জাদ, জাবির হোসেন তাকবীর, মো. এমদাদুল হক, মো. সায়েদুল্লাহ, দুলাল বিল্লাহ, চড়ুইভাতি আয়োজক কমিটির আহবায়ক মুহিবুর রশিদ সুজন ও সদস্য সচিব ফয়সাল খান অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন।

চড়ুইভাতির সুস্বাদু খাবার পরিবেশনে ছিলেন তারক পন্ডিত, ইমরুল হাসান ফেরদৌস, মো. আব্দুল আলীম, লুনা বেগম নিরু। ক্রীড়া পরিচালনায় ছিলেন শহিদুল হাসান, মো. এনামুল হক, জাহাঙ্গীর জামিল দিপু, গোলাম হায়দার শামীম, মো. আছির উদ্দিন, মো. বদরুল ইসলাম, শামীম হোসাইন, রাজন দাস ও উষা দেবী।

এছাড়াও ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও রাফল ড্র। র‍্যাফেল ড্রতে তিন সেট স্বর্ণালংকার সহ দশটি আকর্ষণীয় পুরস্কার ছিল। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী এবং র‍্যাফেল ড্র বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে চড়ুইভাতি অনুষ্ঠান শেষ হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MBA
CPA



ফারুক ভাই, এভাবেই কি চলে যেতে হয়!

হাবিব রহমান: কেউ কি তাকে দেখেছেন হাসি মুখ ছাড়া? গোমরা মুখে! কিংবা কারো সাথে ঝগড়া করতে দেখেছেন? সম্ভবত উত্তর আসবে একটাই -না। অন্তত ২০ বছরের পরিচয়ে আমি নিজে এমনটি কখনো দেখিনি। তিনি তৌফিকুর রহমান ফারুক। সোমবার ২৪ জুলাই অনন্তের ডাকে সাড়া দিয়ে হারিয়ে গেলেন সবার মাঝ থেকে। এই সবার সাথে মিষ্টি করে কথা বলতেন, সে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

অনুষ্ঠান স্মরণিকা

গোলাপগঞ্জ সোসাইটি অব পেনসেলভেনিয়ার'র বনভোজন ০৬ আগষ্ট রোববার পেনসেলভেনিয়ার রাজ্যের রিডলী ক্রিক ষ্টেট পার্কে।

আরাফা ইসলামিক সেন্টার আয়োজিত 'ক্রিয়েটিং সেফ স্পেসেস ফর আমেরিকান ইয়ং মুসলিমস' (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

নিউইয়র্কে বেনের বর্ণিল ২৫ বছর পূর্তি উৎসবে ড. রেহমান সোবহান

বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষায় প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা

বিশেষ প্রতিনিধি: 'নির্মল পরিবেশ ও সুন্দর জীবনের লক্ষ্যে' নিউইয়র্কে বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন)-এর ২৫ বছর পূর্তি উৎসবে খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও পরিবেশ বিজ্ঞানী এবং সাবেক কেয়ারটেকার সরকারের উপদেষ্টা ড. রেহমান সোবহান বলেছেন, বাংলাদেশে যাদের হাতে পয়সা আছে, রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে, প্রভাব আছে, তারা পরিবেশ দূষণের জন্যে দায়ী বা চিহ্নিত হলেও সত্যিকার অর্থে তাদের কিছুই হয় না। তিনি বলেন, (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)



যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র মানব বন্ধনে শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবী

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও আকতার হোসেন বাদল নেতৃত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠন আয়োজিত মানব বন্ধনে শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ দাবী করা হয়েছে। শুক্রবার অনুষ্ঠিত ঢাকায় কেন্দ্রীয় সমাবেশের সমর্থনে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবীতে এই সমাবেশের অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনের লিটল বাংলাদেশ (চার্চ-ম্যাগডোনাল্ড) এলাকায় বৃহস্পতিবার (২৭ জুলাই) (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

থ্রিডি প্রিন্টার থেকে বেরিয়ে আসছে কংক্রিটের মিশ্রণ নির্মাণ হচ্ছে বাড়ি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের জর্জটাউন শহরে গড়ে তোলা হচ্ছে একটি আবাসিক এলাকা। এই এলাকার বাড়িগুলোয় একটি বিশেষত্ব রয়েছে। সেগুলো তৈরি করা হচ্ছে থ্রিডি প্রিন্টারের মাধ্যমে। এরই মধ্যে একটি বাড়ির কাজ শেষও হয়েছে। আবাসিক এলাকাটি তৈরির প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক দুটি ও ডেনমার্কভিত্তিক একটি (বাকি অংশ ১৩ পাতায়)



বর্নাঢ্য আয়োজনে বিপা'র ৪দিনের বর্ষপূতি উৎসব

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস বিপা'র ৩০ বছর পূতি উৎসব শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৭ জুলাই) থেকে শুরু হওয়া চারদিনের এই উৎসব চলবে রোববার (৩০ জুলাই) পর্যন্ত। নিউইয়র্কের জ্যামাইকা আর্ট সেন্টারে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন বিপা'র প্রথম পৃষ্ঠপোষক ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আওলাদ হোসেন খান। বর্নাঢ্য আয়োজন আর উৎসব মুখর পরিবেশে শুরু হয় বিপার চারদিনব্যাপী বর্ষপূতি উৎসব। বিপা'র ৩০ বছর উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই উৎসবের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



ভালো-মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা

জাফর আহমাদ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এরপর হয় সে শোকরগোজার হবে নয়তো হবে কুফরের পথ অনুসরণকারী।"(সুরা আদ দাহর:৩) অর্থাৎ আল্লাহ (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

খেলার খবর

ইতিহাসে প্রথমবার হিজাব পরে বিশ্বকাপে খেললো বেনজিনা

স্পোর্টস ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে চলমান মেয়েদের ফুটবল বিশ্বকাপে নতুন (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

হেলথ টিপস

মস্তিষ্কের সুরক্ষায় করুন নিয়মিত শরীরচর্চা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দেহ সুস্থ-সবল রাখতে ব্যায়ামের জুড়ি নেই। এর বাইরে নতুন খবর হলো ব্যায়াম করলে মস্তিষ্কের ভেতরের (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

বিনোদন

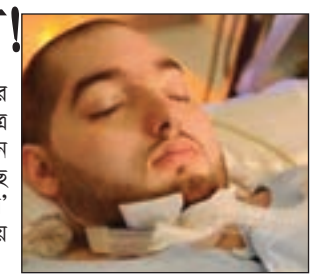
শাকিবের 'প্যান ইন্ডিয়ান' সিনেমায় আমির খানের ভাই!

বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার শীর্ষ অভিনেতা শাকিব খান করতে যাচ্ছেন প্যান ইন্ডিয়ান সিনেমা। এ নিয়ে শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারতের (বাকি অংশ ১৩ পাতায়)


GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

১৮ বছর ধরে ঘুমাচ্ছেন সৌদি রাজপুত্র!



ঢাকা ডেস্কঃ প্রায় ১৮ বছর ধরে ঘুমিয়ে রয়েছেন সৌদি রাজপুত্র আল ওয়ালিদ বিন খালিদ বিন তালাল আল সৌদ। বিশ্বের কাছে তার পরিচিতি 'ঘুমন্ত রাজপুত্র' হিসেবেই। ওয়ালিদ যেন অপেক্ষায় রয়েছেন (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com